সূচীপত্র ১

সাপ্তাহিক আরাফাত

مجلّة

شعار التضامن الإسلامي

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৬ বর্ষ

সংখ্যা: ২৩-২৪

১০ মার্চ ২০২৫

সোমবার

আলোর পাহাড় (জাবাল-ই-নূর), সৌদি আরব

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ’র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র ১

مجلة
عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

✱ বর্ষ : ৬৬
✱ সংখ্যা : ২৩-২৪
✱ বার : সোমবার

◈১০ মার্চ-২০২৫ ঈসায়ী
◈২৫ ফাল্গুন-১৪৩১ বাংলা
◈০৯ রমাযান-১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة:

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فـاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير: أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	ষান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

"সাপ্তাহিক আরাফাত"

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা: (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

"সাপ্তাহিক আরাফাত"

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল): ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয় ০৩
- আল কুরআনুল হাকীম:
  - দান-সাদাক্বার গুরুত্ব ও তাৎপর্য
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- হাদীসে রাসূল ﷺ:
  - মুত্তাক্বী হওয়ার অনন্য 'আমল সিয়ামে রমাযান
    শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন- ০৮
- প্রবন্ধ:
  - এন্ডরফিন : সুখানুভূতি সৃষ্টিকারী হরমোন!
    আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ১১
  - তরুণ প্রজন্মের মাঝে দাওয়াহ : চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা ও করণীয়
    আব্দুল্লাহ্ আল মিসবাহ- ১৩
  - ই'তিকাফ : লাইলাতুল ক্বদ্‌র পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ
    মাহমুদুল হাসান নাঈম- ১৫
  - মহান আল্লাহর পথে আহ্বান
    মুহাম্মদ রমজান মিয়া- ১৯
- কাসাসুল কুরআন :
  - আসহাবে কাহাফের ঘটনা
    আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২১
- বিশেষ মাসায়িল :
  - যাকাতুল ফিত্‌র : কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য
    আরাফাত ডেস্ক- ২৩
- প্রাসঙ্গিক ভাবনা :
  - আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ)'র উত্তরাধিকার : অন্তিম আলোকরশ্মি
    আহমাদ রফিক- ২৫
- সমাজচিন্তা :
  - স্বাধীনতা সংগ্রামে আলেম সমাজের ভূমিকা
    মাযহারুল ইসলাম- ২৭
- অভিমত :
  - শিক্ষার্থীদের শ্রেষ্ঠ উপহার ক্রেস্ট নয়, বই
    মো. কায়সার আলী- ২৯
- মহিলা জগত :
  - ধর্ষণের জালে বন্দী নারী : কোথায় মুক্তি
    ওবায়দুল্লাহ বিন মুসা- ৩০
- আন্তর্জাতিক :
  - ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ ও মিসর সংকট
    মূল : আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন সাঈদ রাসলান
    অনুবাদ : মাহফুজুর রহমান ইবন আব্দুস সাত্তার- ৩৩
- কবিতা ২৬, ৩৬, ৩৮
- জমঈয়ত সংবাদ ৩৭
- স্বাস্থ্য-গণসচেতনতা ৩৯
- ফাতাওয়া ও মাসায়েল ৪১
- প্রচ্ছদ রচনা ৪৪

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

সম্পাদকীয়

নারী-শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে চাই- শর‘ঈ শাস্তির দৃষ্টান্ত!

“বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।”

মানব সভ্যতার অর্ধাংশই নারী। ক্রমে তা বর্ধিতও হচ্ছে। হাদীসের বর্ণনা অনুসারে কিয়ামতের পূর্বে নারী হবে পুরুষের পঞ্চাশগুণ। এই নারীই হচ্ছে– পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। নারী কারো মা, কারো বোন, আবার কারো মেয়ে। নারী ছাড়া পৃথিবীর সকল সুখ অসম্পূর্ণ! কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এই নারীই আজ আমাদের কাছে অরক্ষিত, অনিরাপদ এমনকি নির্যাতনেরও শিকার। নারীই শুধু নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এমন নয়। যে শিশুটি এখনো পূর্ণরূপে নারী হয়ে উঠেনি সেও হচ্ছে নির্যাতনের শিকার, সেও হচ্ছে ধর্ষিতা। হতাশার বিষয় হলো– নারী ও কন্যাশিশু ধর্ষণ এবং ধর্ষণ শেষে হত্যার মতো ঘটনাও ক্রমেই বাড়ছে। আধুনিককালেও এমন পৈশাচিক আচরণ ও বর্বরতার বিরুদ্ধে মানব সমাজের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ! অবক্ষয় ও পতন এখন এতটাই তলানিতে যে, বিভিন্নসূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নারী ও শিশুর ওপর নির্যাতন ও সহিংসতায় আপন বা পরিচিতজনরাই জড়িত। ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ৮৫শতাংশ ধর্ষিতারই ধর্ষক আপন বা পরিচিত। ধর্ষক তার অবদমিত ইচ্ছা পূরণের জন্য সহজ পথ খোঁজে। তারা শিশু ও শারীরিক প্রতিবন্ধী নারী-কন্যাশিশুদের টার্গেট করে। কারণ শিশু ও শারীরিক প্রতিবন্ধীরা যৌন নির্যাতনের শিকার হলেও প্রকাশ করতে পারবে না।

সম্প্রতি মাগুরা জেলার শ্রীপুরে জারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া ৮বছরের মেয়ে আছিয়া শহরতলীর নিজনান্দুয়ালী এলাকায় বোনের বাড়িতে বেড়াতে এসে তারই বোনের স্বামীর সহায়তায় ধর্ষণের শিকার হয়। মানিকগঞ্জ সদরে বিয়ের অনুষ্ঠানে ধর্ষণের শিকার হয় তিন বছর বয়সের এক কন্যাশিশু। এদিকে রাজধানীর গুলশান এলাকায় ১০ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে একজন গ্রেফতার হয়। ধর্ষিতা সকলেই নিগৃহীত হয়েছে পরিচিত ও আপন মানুষের দ্বারা। আইন ও সালিশকেন্দ্র, মহিলা পরিষদ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনসহ বেশ কয়েকটি সংগঠনের গবেষণায় দেখা গেছে ধর্ষণের শিকার যারা হচ্ছে তাদের অনেকে আইনি সুরক্ষাও পাচ্ছে না। যার কারণে ঘটনার অধিকাংশই আড়ালে থেকে যায়। আপনজন বা পরিচিতদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদেরও অনেকে আবার চায় না এসব নিয়ে মামলা-মোকাদ্দমা হোক। তাই অনেক সময় সত্য ঘটনাকেও মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়া হয়। একথা সত্য যে, নারী ও শিশু সুরক্ষার জন্য আইন করা হয়েছে, বিভিন্ন সুরক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে। তবে কী আইন করা হয়েছে আর কী ব্যবস্থা রয়েছে তা অনেকের কাছেই অস্পষ্ট এবং প্রশাসনের পক্ষে সেগুলো প্রতিপালনের কোনো উদাহরণও সমাজে নেই। অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও বিচারে দীর্ঘসূত্রতা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ধর্ষকের শাস্তি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ। তাই বিঘ্নিত হচ্ছে বিচার কার্য, অনিশ্চিত হচ্ছে শিশু ও নারী সুরক্ষা। পার পেয়ে যাচ্ছে ধর্ষক ও অপরাধীরা।

আরবি ভাষায় ইগতিসাব বা যিনা- আল-জিবর শব্দ দু’টি ধর্ষণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইসলামে এটি জঘন্য অপরাধ এবং এর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। অর্থাৎ- মৃত্যুদণ্ড। ইসলামী আইন (শরিয়াহ্) অনুযায়ী যদি অপরাধ প্রমাণিত হয় আর ধর্ষক যদি বিবাহিত হয় তাহলে তার জন্য হুদুদ (শাস্তি) হলো, রজম অর্থাৎ- পাথর ছুঁড়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা। আর অবিবাহিত ধর্ষকের শাস্তি হলো একশত বেত্রাঘাত এবং একবছরের নির্বাসন। তবে ধর্ষিতার কোনো শাস্তি নেই। কারণ, সে নিরুপায়। মালিক নাফির নিকট থেকে বর্ণিত আছে যে, খুমুসের ক্রীতদাসদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে একজন ক্রীতদাস নিযুক্ত ছিল এবং সে একজন কৃতদাসীর উপর ঐ নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করেছিল এবং তার সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছিল। ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রযিয়াল্লা-হু আনহু) তাকে চাবুকপেটা করলেন এবং তাকে বহিষ্কার করলেন। কিন্তু তিনি দাসীটিকে চাবুকপেটা করলেন না, কারণ ঐ নারীর উপর বল প্রয়োগ করা হয়েছিল। সুতরাং শাস্তি শুধু ধর্ষকের হবে, ধর্ষিতার কোনো শাস্তি হবে না। উভয় ক্ষেত্রেই শাস্তি প্রয়োগ হবে জনসম্মুখে। যদি জনসম্মুখে ইসলামের এই নির্দেশনাটি বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে কেউই আর এহেন গর্হিত কাজ করার সাহস পাবে না। ধর্ষণ ও নির্যাতনের ঘটনা ক্রমেই কমে আসবে। নারী ও শিশু পাবে পূর্ণ নিরাপত্তা।

যে দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলিম। যে দেশে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, সে দেশে ইসলামী আইন (শরিয়াহ্) অনুযায়ী হুদুদ (শাস্তি) প্রয়োগই তো জনগণের প্রত্যাশা। সেই প্রত্যাশা পূরণে রাষ্ট্র কেন পিছিয়ে? আজ জনসম্মুখে যদি চুরি-ডাকাতি, যিনা-ব্যভিচার, নির্যাতন-ধর্ষণ ও হত্যার মতো অপরাধের শর‘ঈ হুদুদের (শাস্তির) দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায়, তাহলে কোনো নারী ও শিশুকে আর আছিয়ার মতো রক্তাক্ত হয়ে পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য অকালে ঝরে যেতে হবে না। অপরাধী ও ধর্ষকরা আর দাপটের সঙ্গে বুক উঁচু করে সমাজে চলতে পারবে না। সমাজ হবে সুন্দর ও সুশৃংখল। কমে যাবে সর্বপ্রকার অপরাধ। তাই আদর্শ সমাজ গড়তে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার প্রসার অত্যন্ত জরুরি। কঠোর আইন, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আর সমাজের সজাগ অবস্থানের পরও মানুষকে হতে হবে প্রকৃত মানুষ, হতে হবে প্রকৃত মুসলমান। এককথায়– মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশ, ইসলামের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন এবং ইসলামী আইন বাস্তবায়নেই রয়েছে ধর্ষণসহ সকল অপরাধ প্রতিরোধের স্থায়ী সমাধান। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

আল কুরআনুল হাকীম

দান-সাদাক্বার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ★

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

অনুবাদ

"তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকর্ম করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"[১]

শানে নযুল বা অবতরণের সময়কাল

হাদীসে এসেছে– আসলাম আবূ 'ইমরান আত্ তুজীবী (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমরা রোম সাম্রাজ্যের কোনো এক শহরে অবস্থানরত ছিলাম। তখন আমাদেরকে মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে রোমের এক বিশাল বাহিনী যাত্রা শুরু করল। মুসলিমদের পক্ষ হতেও একই রকম বা আরো বিশাল একটি বাহিনী যাত্রা শুরু করল। তখন মিসরবাসীর শাসক ছিলেন 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং এ বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ফাযালাহ্ ইবনু 'উবাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

একজন মুসলিম সেনা রোমীয়দের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করেন। এমনকি বুহ্য ভেদ করে তিনি তাদের ভেতরে ঢুকে পড়েন। তখন মুসলিমগণ সশব্দে চিৎকার করেন এবং বলেন– সুবহানাল্লাহ্! লোকটি নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করলো। তখন আবূ আইয়ূব আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে বললেন, হে জনমণ্ডলী! তোমরা এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করছ? অথচ এ আয়াতটি আমাদের তথা আনসারদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা যখন ইসলামকে বিজয় দান করলেন এবং ইসলামের বিপুল সংখ্যক সাহায্যকারী হয়ে গেল, তখন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে না শুনিয়ে চুপে চুপে বলল, আমাদের মাল-সম্পদ তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে এখন শক্তিশালী করেছেন। তার সাহায্যকারীর সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন যদি আমরা আমাদের মাল-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অবস্থান করতে এবং বিনষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পদের পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতাম (তাহলে ভালো হতো)।

আমাদের এ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নবী (ﷺ)-এর প্রতি এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

আর এ জন্যই আবূ আইয়ূব আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজের বাড়িঘর ছেড়ে সব সময় মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে ব্যাপৃত থাকতেন। অবশেষে তিনি রোমে (তৎকালীন এশিয়া মাইনর, বর্তমানে তুরস্কর ইস্তাম্বুলে) শাহাদাত বরণ করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।[২]

বিষয়বস্তু

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে থাকার জন্য দান-সাদাক্বাহ্সহ সকলপ্রকারের সৎকর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাথে একথাও বলেছেন যে, তিনি সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।

শাব্দিক অর্থ

وَ -আর, أَنْفِقُوا -তোমরা ব্যয় করো, فِي سَبِيلِ اللّٰهِ -আল্লাহর পথে, وَ -এবং, لَا تُلْقُوا -তোমরা গ্রহণ করবে না, بِأَيْدِيكُمْ -নিজের হাত দিয়ে, إِلَى -জন্য, التَّهْلُكَةِ -ধ্বংস, وَ -এবং, أَحْسِنُوا -ভালো কাজ করো, إِنَّ -নিশ্চয়, اللّٰهَ يُحِبُّ -আল্লাহ ভালোবাসেন, الْمُحْسِنِينَ -পূণ্যবানদের।

★ এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯৫।

[২] জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৯৭২।

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ﴾

অর্থাৎ- "আর আল্লাহর পথে ব্যয় করো।"

মহান আল্লাহর পথে ব্যয় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত। হিদায়াত তারাই পাবে যারা মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করে। এ আয়াতের তাফসীরে মুফাস্সীরগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যাকাত (ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত আবশ্যিক ব্যয়) ছাড়াও মুসলিমদের উপর এমন কিছু ব্যয় রয়েছে যা ফর্য। কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কোনো খাত নয় কিংবা সেগুলোর জন্য নির্ধারিত কোনো নেসাব বা পরিমাণ নেই; বরং যখন যেখানে যতটুকু প্রয়োজন সেখানে ততটুকু খরচ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফর্য। আর যদি প্রয়োজন না হয় তবে তা ফর্য হবে না; বরং নফল হবে। জিহাদে অর্থ ব্যয়ও এই পর্যায়ভুক্ত।[৩]

সচ্ছল ও অসচ্ছল যে কোনো অবস্থাতেই দান করা কল্যাণকর। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

"যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে দান করে আর ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আল্লাহ এরূপ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"[৪]

পরিবার-পরিজনদের জন্য ব্যয় করাটাও দান তুল্য।

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "أَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ".

সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন– সর্বোত্তম দীনার হলো ঐ দীনার যা নিজের সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের জন্য ব্যয় করা হয়। আর সে দীনারও উত্তম যা জিহাদের জন্য রক্ষিত পশুর জন্য ব্যয় করা হয়। আর সে দীনারও উত্তম যে দীনার জিহাদে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের জন্য খরচ করা হয়।[৫]

দান-সাদাক্বার উপকারিতা : দানকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাকে দেওয়া উত্তম ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এর দ্বিগুণ প্রতিদান প্রদান করেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ﴾

"যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে, তিনি তা তোমাদের জন্য দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ হলেন গুণগ্রাহী, পরম ধৈর্যশীল।"[৬]

দান হলো একটি শস্য বীজের ন্যায়। যা বাড়তেই থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾

"যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো। যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করল। প্রতিটি শীষে রয়েছে একশত দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য তা আরো বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ হলেন প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[৭]

খুরাইম ইবনু ফাতিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন– যে মহান আল্লাহর পথে একটি বস্তু দান করল, তার জন্য সাতশতগুণ সওয়াব লেখা হবে।[৮]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْآخَرُ اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

[৩] *তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন।*
[৪] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৩৪।*
[৫] *সহীহ মুসলিম- ২/৯৯৪।*
[৬] *সূরা আত্ তাগা-বুন : ১৭।*
[৭] *সূরা আল বাক্বারাহ : ২৬১।*
[৮] *জামে' আত্ তিরমিযী- ৪/১৬২৫।*

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– আল্লাহর বান্দারা সকালে যখনই বিছানা ত্যাগ করে, তখনই দু'জন ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হয়। তাদের একজন বলতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি দাতা ব্যক্তিকে প্রতিদান দাও। অন্যজন বলতে থাকে, আল্লাহ! তুমি কৃপণ ব্যক্তিকে ধ্বংস করো।[৯]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা ফরমান : হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাকো, আমি তোমাকে দান করতে থাকব।[১০]

সাদাক্বাহ্‌দাতা কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার ছায়ার নীচে স্থান পাবে।

عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ : «سَبْعَة يظلهم الله تَعَالَى فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ ... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ».

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন– সাত শ্রেণীর লোক যাদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার নিজের ছায়ায় ছায়া দিবেন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। সেই সাত শ্রেণীর মধ্যে সপ্তমটি হলো– সেই ব্যক্তি যে এতটা গোপনে দান করে যে, তার বাম হাত জানতে পারেনা, তার ডান হাত কী দান করল।[১১]

দান-সাদাক্বাহ্ পাপকে মিটিয়ে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন–

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ.

অর্থাৎ- সাদাক্বাহ্ পাপকে মিটিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।[১২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে– নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ.

অর্থাৎ- নিশ্চয় দান-সাদাক্বাহ্ ক্ববরের উত্তাপ নিভিয়ে দেয়।[১৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) -কে বলেন–

أَنْفِقِيْ وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ.

অর্থাৎ- আল্লাহর পথে ব্যয় করো, হিসাব করো না। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর তার রহমতকে হিসাব করবেন না। আর হাত গুটিয়ে রেখ না, তাহলে মহান আল্লাহও তোমার থেকে হাত গুটিয়ে নিবেন।[১৪]

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَاب الْجَنَّة واللجنة أَبْوَابٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَاد دعِي من بَاب الْجِهَاد وَمن كَانَ مَنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ». فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : مَا عَلٰى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ : «نعم وَأَرْجُوْ أَن تكون مِنْهُم».

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন– যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোনো বস্তুর একটি জোড়া দান করবে, উক্ত ব্যক্তি জান্নাতের সকল দরজা থেকে আহূত হবে। যেমন- মুসল্লী, মুজাহিদ, দানশীল ও রোযাদারদেরকে নির্দিষ্ট দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। তখন আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, সকল দরজা দিয়ে আহ্বানের প্রয়োজন নেই (একটি দরজা দিয়ে আহ্বানই যথেষ্ট)। তবে এমন কেউ কি আছে যাকে সকল দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ। আর আমি আশা করি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন– কা'বার রবের কসম! তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। রাবী বলেন, আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গীত হোন। তারা কারা? রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যাদের ধন-সম্পদ বেশি তারা। কিন্তু যে ব্যক্তি এরূপ করে, এরূপ করে ও

[৯] সহীহুল বুখারী- ২/১৪৪২।
[১০] সহীহুল বুখারী; হাদীসে কুদসী- ৭/৫৩৫২।
[১১] সহীহুল বুখারী; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৭০১।
[১২] মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৫৩১৯।
[১৩] সহীহাহ্- হা. ৩৪৮৪।
[১৪] বুখারী- ২৫৯১; মুসলিম- .../১০২৯; মিশকাত- ১৮৬১/৩।
[১৫] বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৮৯০।

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

এরূপ করে (অর্থাৎ-) সামনের দিকে, পিছনের দিকে, ডান দিকে ও বাম দিকে (সর্বদা দান করে)। তবে এরূপ লোব খুবই কম।[১৬]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন– আর যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর চেহারা কামনায় সাদাক্বাহ্ করল এবং এই সাদাক্বাহ্‌ই যদি তার শেষ 'আমল হয়, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৭]

এখানে আল্লাহর চেহারা কামনা অর্থ হলো দিদারে এলাহী অর্থাৎ- জান্নাতে মহান আল্লাহর চেহারা দর্শন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

অর্থাৎ- "এবং নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না।"

এই আয়াতে নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো– ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করা বলতে কি বুঝানো হয়েছে? এই প্রসঙ্গে মুফাস্‌সিরগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে।

প্রথম অভিমত : আবূ আইয়ূব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা ভালোভাবেই জানি। আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদ কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পত্তির দেখা-শুনা করি। এ প্রসঙ্গেই এই আয়াতটিতে বলা হয়েছে, ধ্বংসের দ্বারা এখানে জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই বুঝানো হয়েছে। আর এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, জিগাদ পরিত্যাগ করা মুসলিমদের জন্য নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করার মতোই।

দ্বিতীয় অভিমত : বারা ইবনু 'আযিব ও নু'মান ইবনু বশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, পাপের কারণে মহান আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত থেকে নিরাশ হওয়াও নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর।[১৮]

তৃতীয় অভিমত : ইমাম জাসসাস (রাহিমাহুল্লাহ)-ও ভাষ্য অনুযায়ী এই আয়াত থেকে উপরোক্ত দু'টি অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

অর্থাৎ- "তোমরা সৎকর্ম করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

উল্লেখিত আয়াতাংশে ইহসান শব্দটি দিয়ে সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে কোনো কাজ সম্পন্ন করাকে প্রকাশ করা হয়েছে। ইহসান মূলত দুই প্রকার। যথা-

১. 'ইবাদতে ইহসান। আর 'ইবাদতে ইহসান-এর ব্যখ্যা স্বয়ং রাসূল (ﷺ) হাদীসে জিব্‌রা-ঈলে এভাবে দিয়েছেন যে, তুমি যখন 'ইবাদত করবে তখন এটা মনে করবে যে, মহান আল্লাহকে তুমি দেখছ। যদি তোমার চিন্তা এই পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে তাহলে এটা মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।

২. দৈনন্দিন কাজকর্মে, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইহসান।

এর ব্যখ্যা প্রসঙ্গে মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন– তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু পছন্দ করো আন্যান্য লোকদের জন্যও তাই পছন্দ করো। আর নিজেদের জন্য যা পছন্দ করো না অন্যদের জন্যও তা পছন্দ করো না।[১৯]

উপসংহার

পরিশেষে এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করার মাঝেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আমরা যদি এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই তাহলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পেতে আমাদের উচিৎ ইনসাফ ও ইহসানের সঙ্গে যবতীয় কর্ম সম্পাদন করা। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদেরকে সকল ভালো কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ☒

---

[১৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ৯৯০।*
[১৭] *সহীহ আত্ তারগীব- হা. ৯৮৫।*
[১৮] *মাজমাউয যাওয়ায়িদ- ৬/৩১৭।*
[১৯] *মুসনাদে আহমাদ- ৫/২৪৭।*

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

হাদীসে রাসূল (ﷺ)

মুত্তাক্বী হওয়ার অনন্য ‘আমল সিয়ামে রমাযান

–শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমীয় বাণী

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

সরল বাংলায় অনুবাদ

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি– তিনি বলেন : “ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। (১) এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, (২) সালাত ক্বায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) হাজ্জ করা এবং (৫) রমাযানের সিয়াম পালন করা।”[২০]

রাবী পরিচিতি

নাম ‘আব্দুল্লাহ। উপনাম– আবূ ‘আব্দুর রহমান। উপাধি রঈসুল মুহাদ্দেসীন। পিতার নাম– ‘উমার ইবনুল খাত্তাব। মাতার নাম– যয়নব বিনতু মাযউন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নবুওয়াত লাভের এক বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরে তদীয় পিতা ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর সাথে ৬ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর ১১ বছর বয়সে স্বীয় পিতার সাথে নবুওয়াতের ১৩তম বছর মদীনায় হিজরত করেন। বয়সের স্বল্পতার কারণে তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তিনি প্রথমবারের মতো খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাই‘য়াতে রিযওয়ানে উপস্থিত ছিলেন। বিদায় হাজ্জে রাসূলের সাথী ছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে প্রেরিত বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং হাদীস বর্ণনায় অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৬৩০, ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লা-হ) ও ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লা-হ) যৌথভাবে ১৭০টি, এককভাবে ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লা-হ) ৮১টি এবং ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লা-হ) ৩০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হিজরি ৭৩ সালে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়েরের হত্যার তিন মাস পরে মতান্তরে ৬ মাস পরে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বা ৮৬ বছর। তাকে যী-তুয়া নামক স্থানে মুহাজিরদের কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

হাদীসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামের বুনিয়াদ বা ভিত্তি সংক্রান্ত এটি একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। এর মধ্যে ইসলামী বিধি-বিধানের মহাসম্মেলন ঘটেছে। একজন মুসলিমের জন্য তার রব সম্পর্কে, দীন সম্পর্কে এবং নবী সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান রাখা আবশ্যক। অত্র হাদীস অতি সংক্ষেপে এ বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা দিয়েছে। তাই এ হাদীসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

০১. তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি : এটি ইসলামের প্রথম ও প্রধান রুকন। মহান আল্লাহর জন্য খালেসভাবে ‘ইবাদত করা এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিরংকুশ আনুগত্য মেনে নেওয়া।

০২. সালাত ক্বায়েম করা : এটি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সংশোধনের অনন্য মাধ্যম। সালাত ক্বায়েম বলতে সালাতের ফর্‌য, সুন্নাতসহ প্রতিটি আহকাম সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী যথাযথ পালন করা এবং আল কুরআন ও সুন্নাহ’র নির্দেশনা অনুযায়ী তা নিয়মিত আদায় করা। এ ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শনের কোনো সুযোগ নেই।

০৩. যাকাত প্রদান করা : এটি সামাজিক ভারসাম্যতা রক্ষা এবং সু-সম বন্টননীতির আল্লাহ তা‘আলা প্রদত্ত চূড়ান্ত বিধান। নিশ্চয়ই এটি ইসলামী অর্থনীতির মূল

★*সম্পাদক- সাপ্তাহিক আরাফাত, ঢাকা। সিনিয়র যুগ্ম-সেক্রেটারি- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস।*

[২০] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম- হা. ২২/১৬।*

উৎস। সম্পদের শারী'আয় নির্ধারিত অংশ সু-নির্দিষ্ট আট (৮)টি খাতের মধ্যে বন্টন করাকে যাকাত বলে। এটা মনকে কৃপনতা থেকে এবং মাল-সম্পদকে অপবিত্রতা হতে পরিশুদ্ধ করে। এছাড়া ধনী ও গরীবের মধ্যে সমতা বিধানের একটি অন্যতম মাধ্যমও বটে।

০৪. হাজ্জ করা : বাইতুল্লাহর যিয়ারতকে হাজ্জ বলে। হাজ্জের মাস আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। ঐ নির্ধারিত সময়ে ও শরীয়ত নির্ধারিত স্থানে তাওয়াফ, অবস্থান ও বিশেষ 'ইবাদতের মাধ্যমে যে কর্ম সম্পাদন করা হয়, তা-ই হাজ্জ। এর মাধ্যমে বান্দাহ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে। বিশ্ব মুসলিম সভ্যতার সাথে পরিচিত হয় এবং কা'বায় উপস্থিত হয়ে প্রকৃত মানুষ হওয়ার অঙ্গিকার করে। ফলে তা হাজ্জকারী ও সাধারণ মুসলিম সমাজে কল্যাণকর প্রভাব ফেলে।

০৫. রমাযানের সিয়াম পালন করা : 'সাওম' বা 'সিয়াম'। এর আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। আর ইসলামী পরিভাষায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সুবহে সাদেক্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও যাবতীয় সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয় হতে বিরত থাকার নাম সিয়াম।

সিয়ামের ব্যাপকতা

সিয়াম সব যুগে সব নবী ও রাসূল এবং তাঁদের স্ব-স্ব ক্বাওম আদায় করেছেন। সিয়ামের সংখ্যা ও পদ্ধতিতে পার্থক্য থাকলেও এর প্রকৃত আহ্বান সর্বযুগে সমভাবে বহমান। আমাদের মুহাম্মাদ (ﷺ) নবুওয়াত পাওয়ার আগেও সিয়াম পালন করেছেন। নাবুওয়াত পাওয়ার পর সে ধারাবাহিকতা নিয়মিত অব্যাহত রেখেছিলেন।

কখন রমাযানের সিয়াম ফর্য হয়?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রথম হিজরিতে আশুরার সিয়ামকে আবশ্যক করে দেন। অতঃপর দ্বিতীয় হিজরিতে রমাযানের সিয়াম ফর্য করে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন। এরশাদ হচ্ছে–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়ামকে ফর্য করা হলো যেমন ফর্য করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হতে পার।"[২১]

যে কেউ রমাযান মাস পেলে সিয়াম পালন করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

অর্থ : "রমাযান মাস, যাতে মানুষের হিদায়াতের জন্য কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নির্দেশনাসমৃদ্ধ। অতএব তোমাদের যে ব্যক্তি এ মাস পাবে সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে।"[২২]

সিয়াম ভাঙ্গার শর'ঈ ওযর কী?

০১. অসুস্থতা : কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হলে তা বিচার করতে হবে। যদি তার অসুস্থতা এমন হয় যে সে সুস্থতার আশা করে, তাহলে সিয়াম থেকে সাময়িক বিরত হবে এবং পরবর্তীতে সুস্থ হয়ে এ সিয়াম ক্বাযা করবে। তার ওপর কোনো কাফ্ফারা বর্তাবে না। আর যদি এমন অসুস্থ হয় যার সুস্থতার আশা নেই, তিনি প্রতিটি সিয়ামের বিনিময়ে অর্ধ 'সা' তথা সোয়া কেজি খাদ্যদ্রব্য ফিদইয়া হিসেবে গরীব-মিসকীনকে দিয়ে দেবেন। এতে তিনি ফর্য সিয়ম থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে, সে অন্য দিনে সিয়াম পালন করবে। আর যে সামর্থ্য রাখবে না, সে মিসকীন খাইয়ে ফিদইয়া প্রদান করবে।"[২৩]

০২. মুসাফির ব্যক্তি : শরীয়ত নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে মুসাফির বলে গণ্য হলে ইসলাম তার প্রতি সিয়ামের বিধান সহজ করে দিয়েছে। যদি সম্ভব হয়

---

[২১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৩।*
[২২] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৫।*
[২৩] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৫।*

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

তাহলে সিয়াম পালন করবে। আর যদি কষ্টসাধ্য মনে হয়, তাহলে সফর অবস্থায় সিয়াম পালন করবে না; বরং স্বাভাবিক খানা-পিনা করবে এবং পরবর্তী সময়ে এ সিয়াম ক্বাযা করে নেবে। কোনো প্রকার কাফ্ফারা দিতে হবে না। তাছাড়া বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ (ﷺ) أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ. أَفَأَصُوْمُ فِي السَّفَرِ قَالَ «صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ».

অর্থ : ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, হামযাহ্ ইবনু ‘আম্র আল-আসলামী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিয়মিত সিয়াম পালন করি। আমি কি সফরে সিয়াম পালন করব? মহানবী (ﷺ) বললেন : তুমি চাইলে সিয়াম পালন করবে। আর চাইলে ইফতার করবে! অর্থাৎ- সিয়াম পালন করবে না।[২৪]

সিয়াম পালন না করার পরিণাম : সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সিয়াম পালন না করা ফাসেকী কাজ। কোনো মুসলিম যদি ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী হয়, তাহলে সে শর‘ঈ ওযর ছাড়া সিয়াম ত্যাগ করতে পারে না। এটি এমন জঘন্য পাপ, যা সহজে মার্জনীয় নয়। একটি সিয়াম ছাড়লে সারা বছর নফল সিয়াম পালন করলেও ছুটে যাওয়া ঐ ফরয সিয়ামের নেকীর সমান হবে না। প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন :

"مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِيْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَقْضِهِ عَنْهُ وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ".

অর্থ : “যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর দেওয়া ওযর ছাড়া রমাযানের একটি সিয়াম ভেঙ্গে ফেলবে, সে সারা বছর (নফল) সিয়াম পালন করলেও তা ক্বাযা হবে না।” অর্থাৎ- ঐ ছুটে যাওয়া সিয়ামের সমপরিমান নেকী হবে না।[২৫]

[২৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৪৩ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১০৪।*
[২৫] *বায়হাক্বী- ‘শু‘আবুল ঈমান’, হা. ৩৩৮২।*

সিয়ামের রহস্য

মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান সম্পূর্ণ গায়েবের প্রতি বিশ্বাসের প্রথম ও প্রধান স্তম্ভ। এটি যেমন গায়েবের বিষয়; ঠিক তেমনি সিয়াম এমন একটি ‘ইবাদত, যা বান্দাহ ও তার রব মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত একান্ত বিষয়। এর মাধ্যমে বান্দাহর ইখলা-স বা নিষ্ঠাবোধের প্রকাশ ঘটে। আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা ও সততার পরিচয় মেলে। সে কারণে এর প্রতিদান অতুলনীয়। আল্লাহ তা‘আলা নিজে সায়েমকে পুরস্কৃত করবেন। জান্নাতের বিশেষ তোরণ ‘রাইয়্যান’ কেবল সিয়াম পালনকারীদের জন্য নির্ধারিত।

হাদীসের শিক্ষা

১. ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সংশোধনের একমাত্র ইলাহী বিধান ইসলাম। যার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ছাড়া মানবসভ্যতার মুক্তি অসম্ভব।
২. ঈমানের পর সর্বশ্রেণি পেশার মানুষের জন্য পালনীয় ‘ইবাদত হচ্ছে সালাত ও সিয়াম। সালাত পরিত্যাগকারী কুফ্রীতে পতিত হবে। পক্ষান্তরে সিয়াম ত্যাগকারী ফাসেক্ব বলে বিবেচিত হবে।
৩. ইসলাম সহজ ও সরল জীবন ব্যবস্থার নাম। মানুষকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো ‘ইবাদত চাপিয়ে দেওয়া হয়নি।
৪. রমাযানের সিয়াম সুস্থমস্তিস্কসম্পন্ন সব মুসলিমের উপর ফরয। মুসাফির ও সাময়িক অসুস্থ ব্যক্তি রমাযানে তা না রাখতে পারলেও তা পরবর্তীতে আদায় করতে হয়।
৫. বয়োবৃদ্ধ বা এমন রোগী– যারা সিয়াম পালন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম, তারা প্রতি দিনের সিয়ামের বদলে সোয়া কেজি মধ্যম মানের প্রধান খাদ্যদ্রব্য মিসকীনকে ফিদইয়া দিলে সিয়াম থেকে দায়মুক্ত হতে পারবেন।

আল্লাহ আমাদেরকে প্রকৃত ইসলাম বুঝার তাওফীক্ব দান করুন। নিয়মিত ‘আমলের মাধ্যমে তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ দিন এবং আমাদেরকে ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত করুন, যাঁরা সিয়াম পালন করেছেন, তারাবীহ আদায় করেছেন, কুরআন তিলাওয়াত করেছেন ও ক্বদরের রাত পেয়ে ধন্য হয়েছেন –আমীন। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

প্রবন্ধ

এন্ডরফিন : সুখানুভূতি সৃষ্টিকারী হরমোন!

-আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী★

[দ্বিতীয় পর্ব]

'এন্ডরফিন' ব্যক্তি পর্যায়ের সুখানুভূতি সৃষ্টিকারী হরমোন। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বসবাসকারী মানবকূল যদি সুখে থাকতে না পারে সে ক্ষেত্রে ব্যক্তি পর্যায়ের সুখানুভূতির মূল্য অতি সামান্যই। কেননা, মানুষ নিয়েই সমাজ-রাষ্ট্র গঠিত হয়। মানব প্রজাতির অধিকাংশই কোনো না কোনো ধর্মের অনুসারী। ধর্মচর্চার মাধ্যমে মানুষ একটা সুনিয়ন্ত্রিত জীবনের সন্ধান খুঁজে পেয়েছে। সম্ভবত এজন্যই জন্ম থেকে বিবাহ ও মৃত্যু পর্যন্ত নানা আচার-অনুশীলন মানুষ ধৈর্য ও পরম আগ্রহের সাথে প্রতিপালন করে থাকেন। কিন্তু আজকে আমরা কী দেখছি! বিশ্বময় মানুষের মাঝে শতধাবিভক্তি ও বিভ্রান্তি মানুষকে নাজেহাল করে ছাড়ছে। নিজ ধর্মকে ভালোবেসে ও পরধর্মকে ঘৃণা করার কারণে সৃষ্টি হচ্ছে তিক্ততা। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন- ধর্ম নিয়ে যারা কলহ করে তারা ধর্মের মর্মই বুঝে না।

হালে ভারতের ধর্মভিত্তিক একদেশদর্শীতা মানুষকে নাজেহাল করে ছড়েছে। পরধর্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাব আতঙ্ক ও অসাহয়ত্ব সমাজ ব্যবস্থাকে তছনছ করে ফেলেছে। অতি সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের মিরাটে প্রায় দু'শো বছরের এক মসজিদ বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতি যৎপরোনস্তি অত্যাচার বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়েছে। ১৯৯১ সালে ভারতীয় পার্লামেন্টে 'দ্য প্লেস অব অরশিপ এ্যাক্ট' (প্রার্থনার স্থান আইন) পাস হয়। প্রাথমিকভাবে ওই আইনে বলা হয়েছে, '১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতে ধর্মীয় উপাসনার স্থানগুলো যেমন ছিল, সেগুলো তেমনই থাকবে।' স্বাধীন ভারতে সেগুলোতে পরিবর্তন আনা হবে না। কিন্তু গেরুয়াধারী যুল্মবাজদের হুম্‌কি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মুখে ওই এ্যাক্ট কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেনি। ধারাবাহিকভাবে উপাসনালয় গুড়িয়ে দেয়ার কার্যক্রম আজও অব্যাহত রয়েছে, যার চাক্ষুষ প্রমাণ উল্লিখিত মিরাট মসজিদ। বলুন! মুসলমানদের সুখানুভূতির জায়গাটা কোথায়?

সম্প্রতি দিল্লীর ক্ষমতায় এসেই এখান থেকে 'অবৈধ বাংলাদেশি' বিতাড়নে বিজেপি কোমর কষে নেমেছে। ভারতের কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গত শুক্রবার (২৮/০২/২৫) এ বিষয়ে দিল্লীর নতুন মুখ্যমন্ত্রী রেখাগুপ্ত ও পুলিশের উর্ধতন কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন! অমিত শাহ বলেছেন, তারা না-কি এতদিন আম আদমি (আপ) পার্টির জন্য বাংলাদেশি বিতাড়ন প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেনি। এখন তারা বাংলাদেশিই নয়, মায়ানমার হতে বিতাড়িত ও নির্যাতিত হতভাগ্য রোহিঙ্গাদেরও খুঁজে ভারত ত্যাগে বাধ্য করবেন। বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি মনে করে হয়রানি করা গেরুয়াবাহিনীর অন্যতম ইস্যু। অথচ পশ্চিমবঙ্গসহ সারা ভারতেই বাংলাভাষীর সংখ্যা নিদেনপক্ষে ১৫ কোটি। তাহলে এরাও কী বাংলাদেশী?

বিশ্বময় বুদ্ধিবৃত্তিক জীব মানুষের আতঙ্কের আরো একটি কারণ ইস্‌রায়েল-ফিলিস্তিন সংকট। ইস্‌রায়েল এবং হামাসের নেতৃত্বাধীন ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যকার সংঘাত মধ্যপ্রাচ্যকে বিষিয়ে তুলেছে। হামাস ও ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী পরিচালিত 'অপারেশন আল আকসা ফ্লাড' ও ইস্‌রাঈল প্রতিরক্ষা বাহিনীর 'অপারেশন আয়রন সোর্ডস' তিক্ততা বাড়িয়ে চলেছে। সমাধান ও শান্তির কোনো খোঁজ মিলছে না। নিরাময় নিরসনের পথ না খুঁজে উস্‌কে দেয়ার প্রতিযোগিতায় মেতেছে বিশ্ব মোড়লেরা। এ এফ পি জানায় সম্প্রতি ইস্‌রায়েলের কাছে ৩০০ কোটি ডলারের অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। ভাবুন! কেমনে সুখের সন্ধান মিলবে। একজন মু'মিন হিসেবে অন্তহীন পীড়াতো আমাদেরও ব্যাথাহত করে। সূরা আল হুজুরা-ত-এ বিঘোষিত হয়েছে-

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ "নিশ্চয়ই মু'মিনরা ভাই ভাই।"[২৬]

★ **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। **প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। **ভাইস প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দি স্টাডি অব কালচার এন্ড রিলিজিয়ন।

[২৬] সূরা আল হুজুরা-ত : ১০।

মুসনাদে আহমাদ-এ উল্লেখ আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ঈমানদারদের সাথে একজন ঈমানদারের সম্পর্ক ঠিক তেমন যেমন দেহের সাথে মাথার সম্পর্ক। সে ঈমানদারদের প্রতিটি দুঃখ-কষ্ট ঠিক অনুভব করে যেমন মাথা দেহের প্রতিটি অংশের ব্যাথা অনুভব করে।[২৭]

একজন মুসলমান ঈমানদার হবেন, তার অনুরূপ অনুভূতি বহমান থাকবে –এটাই তো ঈমানের দাবী। লেবাস কিংবা তক্‌মাধারী হলে তো চলবে না।

ঈমানের দাবি হলো– অন্তরে গভীরভাবে বিশ্বাস করতে হবে, মুখ উচ্চারণ করতে হবে, আর কর্ম ক্ষেত্রে তাঁর অনুপুঙ্ক্ষ বাস্তবায়ন করতে হবে।[২৮]

মাত্র ক'মাস আগেও বাংলাদেশের মুসলমানরা যেন 'নিজভূমে পরবাসী' হয়ে পড়েছিল। ইসলাম ও ইসলামি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অন্যায়-অবিচার সমাজকে বিষিয়ে তুলেছিল। কুখ্যাত ইংরেজদের 'ভাগ করো, শাসন করো' নীতির আদলে আওয়ামী লীগ মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের লেলিয়ে দিয়েছিল। হত্যা, গুম, নির্যাতন ও হত্যার চিত্র সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল।

ইসলাম প্রচারশীল ধর্ম। প্রচারের অংশ হিসেবে ইসলামি সভা-সম্মেলন-মাহফিল করা যেত না। অনুমতির নাটকে মুসলমানদের ফেলে দিয়ে প্রায় সকল কর্মকাণ্ডকে প্রকারান্তরে বন্ধ করে দিয়েছিল। পড়ূশি দেশ ভারতে আরো তথাস্ত অবস্থা ইসলামের নামগন্ধে তাদের অ্যালার্জি এতই বেশি যে, মুসলমানরা প্রকাশ্যে 'ইবাদত করতে পারে না।

বছর ক'য়েক আগে ট্রেনযোগে নেপাল যাচ্ছিলাম। ফরবেশগঞ্জ রেল স্টেশনে 'আসরের ওয়াক্ত হয়েছে। ভাবছিলাম, তায়াম্মুম করে গাড়িতেই নামাযটা সেরে নেব। সঙ্গে ছিল গাইড। সে 'না' করে দিলো। অন্যথা আপনার বিরুদ্ধে মামলা-হামলা হতে পারে। অগত্যা অতি সন্তর্পনে প্রায় চোখের ইশারায় নামায সারতে হয়েছে। এটি ভারতে মুসলিমদের সামগ্রিক দুঃখবহ অবস্থার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত। প্রায় ত্রিশ কোটি মুসলিম অধ্যুষিত ভারতের হাজার বছরের বাসিন্দা মুসলমানদের এই অবস্থা! কুরআন-হাদীসের আলোকে জীবন নির্বাহ করতে পারছেন না। রুচি কিংবা পছন্দের আহার করতেও নানা বিঘ্নের সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রায় সারা ভারতে গোমাংশ ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ ঋগবেদে উল্লেখ আছে, "হে ইন্দ্র গ্রহণ করো সেসব গরুর মাংস যা তোমাকে তোমার ভক্তরা বন্ধন করে উৎসর্গ করেছে।"[২৯]

বস্তুতঃ হিন্দু ধর্মে গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল না। কারণ গোমাংশে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, আয়রন, জিংক, ভিটামিন বি১২ ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান রয়েছে, যা শরীরের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য অপরিহার্য। এই মাংস বিশেষ করে শরীরের কোষ গঠন, শক্তি সঞ্চয়, রক্ত সঞ্চালন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা দেয়। মুসলমানদের পুষ্টিকর এ খাদ্য গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। গো-মাংস বহনের মিথ্যা অজুহাতে পিটিয়ে হত্যা করার বর্বর ইতিহাস আমাদের স্তম্ভিত করছে।

বাংলাদেশে আর এক প্রতিবেশী মায়ানমার। অসংখ্য মুসলিম নিধন গণহত্যার বর্বরতাকে হার মানিয়েছে। তদানীন্তন বর্মী সরকার 'অপারেশন ড্রাগন কিং' ও 'অপারেশন ক্লিন এন্ড বিউটিফুল ন্যাশন'-এর ব্যানারে অসংখ্য মুসলিম নরনারীকে হত্যা করে। বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে তাদের বাস্তভিটার নিশানা পর্যন্ত গুড়িয়ে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল থেকে বর্মী সরকারের বিদ্বিষ্ট আচরণ মুসলমানদের হতবাক করে তোলে। সৎ চিন্তা, সৎ নীতির ফেরিওয়ালা বৌদ্ধদের লোমহর্ষক নিপীড়ন বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে। আশিয়ান পার্লামেন্টারিয়ান ফর হিউম্যান রাইটস (APHR)-এর দেয়া ২০১৮ সালের মার্চ মাসের একটি প্রতিবেদন অনুসারে ২০১৭ সালের আগস্টের সামরিক অভিযানের পর ৪৩,০০০ রোহিঙ্গা পিতা-মাতা তাদের সন্তানদেরকে হারিয়েছে। ২০১৮ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা জরীপে উঠে আসে একই সময়ে ২৪,০০০ রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয়েছে, ১৮,০০০ রোহিঙ্গা নারী ও বালিকাকে ধর্ষণ করা হয়েছে, ১,১৬,০০০ রোহিঙ্গাকে নির্মমভাবে আঘাত করা হয়েছে এবং ৩৬,০০০ রোহিঙ্গা বাড়িতে আগুন দেয়া হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতা বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্যাম্পে, বিভিন্ন শিবিরে ১২ লাখের বেশি রোহিঙ্গা মানবেতর জীবন-যাপন করছে। সুপ্রিয় পাঠক! এমন ধরনের মুসলিম নিধন কর্মকাণ্ডে একজন প্রকৃত মুসলমান কেমনে সুখে থাকবে। নিঃসরিত এন্ডরফিন কি আসলে সুখানুভূতি সৃষ্টি করতে পারে! ☒

---

[২৭] মুসনাদে আহমাদ- ৫/৩৪০।

[২৮] হাদীস নম্বরসহ আরবিটি লিখুন।

[২৯] ঋগবেদ- ১০/৮৬/১৩।

সূচীপত্র ১

তরুণ প্রজন্মের মাঝে দাওয়াহ : চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা ও করণীয়

–আব্দুল্লাহ্ আল মিসবাহ*

ভূমিকা : তরুণ সমাজ একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। ইসলামের ইতিহাসে তরুণদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন তরুণ। তারা ইসলাম গ্রহণ করে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন দা'ওয়াহ ও দ্বীনের প্রচারের জন্য। কিন্তু বর্তমান সমাজে তরুণরা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে, যা তাদের ইসলামের সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এ প্রবন্ধে আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ করবো কীভাবে তরুণদের মাঝে দা'ওয়াহ পৌঁছানো যায় এবং তাদের ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনা যায়।

১. তরুণদের ইসলাম থেকে দূরে থাকার কারণ :

(ক) ধর্মীয় শিক্ষার অভাব : অনেক মুসলিম পরিবারে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে শিশুরা বড় হয়ে দ্বীনের বিষয়ে উদাসীন হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।"[৩০]

(খ) প্রযুক্তির অপব্যবহার : ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যম তরুণদের জীবনে বিশাল প্রভাব ফেলেছে। যদিও এগুলো জ্ঞানার্জনের জন্য একটি ভালো মাধ্যম, তবে অধিকাংশ তরুণ এগুলো ব্যবহার করছে অপ্রয়োজনীয় বিনোদনের জন্য, যা তাদের ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

(গ) ভুল বন্ধুত্ব ও পরিবেশ : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

«الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ».

"মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের ওপর থাকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন দেখে, কাকে সে বন্ধু বানাচ্ছে।"[৩১]

(ঘ) পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব : পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাবে মুসলিম তরুণরা ইসলামের শাশ্বত মূল্যবোধ ভুলে যাচ্ছে। ফ্যাশন, মুভি, সংগীত ও বিভিন্ন অসঙ্গতিপূর্ণ সংস্কৃতি তাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করছে।

২. তরুণদের মাঝে দাওয়াহর চ্যালেঞ্জ :

(ক) ইসলামকে কঠিন মনে করা : অনেকে ভাবে, ইসলাম মানলে জীবন কঠিন হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

"তিনি দ্বীনের বিষয়ে তোমাদের কোনো কষ্ট রাখেননি।"[৩২]

(খ) ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা : বর্তমান সময়ে মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের ব্যাপারে ভুল ধারণা ছড়ানো হচ্ছে। ইসলামী বিধি-বিধানকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যা তরুণদের দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

(গ) পারিবারিক চাপ : কিছু পরিবারে ইসলাম পালনের ক্ষেত্রে তরুণদের নিরুৎসাহিত করা হয়। বিশেষ করে যদি কেউ সহীহ 'আক্বিদাহ্ ও সুন্নাহ অনুসরণ করতে চায়, তবে তাকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

(ঘ) আধুনিক শিক্ষার চ্যালেঞ্জ : অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দেওয়া হয় না; বরং নাস্তিকতাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে উৎসাহিত করা হয়। এতে তরুণদের অন্তরে সংশয় সৃষ্টি হয় এবং তারা দ্বীনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে।

৩. তরুণদের মাঝে দাওয়াহর সম্ভাবনা ও করণীয় :

(ক) সহীহ 'আক্বিদার প্রচার : তাওহীদ, রাসূলের অনুসরণ, বিদআত ও শির্কের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি –এসব বিষয়ে তরুণদের মাঝে দাওয়াহ দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

---

*ভাইস প্রিন্সিপাল, মৌলভী সোলাইমান দারুল হাদীস সালফিয়্যাহ মাদ্রাসা, নারায়ণগঞ্জ।

[৩০] সূরা আত্ তাহ্রীম : ৬।

[৩১] সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৮৩৩।

[৩২] সূরা আল হাজ্জ : ৭৮।

“তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদত করো এবং তার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক কোরো না।”[৩৩]

(খ) প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার : সামাজিক মাধ্যম, ইউটিউব, টেলিগ্রাম ও ইসলামিক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তরুণদের কাছে ইসলামের সঠিক দা‘ওয়াহ পৌঁছানো যেতে পারে।

(গ) ইসলামী বই ও শিক্ষার প্রসার : তরুণদের মাঝে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে লেখা বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলতে হবে।

(ঘ) দা‘ওয়াহর জন্য কার্যকর পরিকল্পনা : ১. তরুণদের জন্য ইসলামী সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন। **২.** সহজবোধ্য ভাষায় ইসলামিক ভিডিও ও অডিও লেকচার তৈরি করা। **৩.** তরুণদের জন্য উপযোগী ইসলামিক ওয়েবসাইট ও ব্লগ তৈরি করা। **৪.** স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের মূল শিক্ষাকে তুলে ধরা।

(ঙ) ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা : তরুণরা যখন বুঝতে পারবে যে ইসলাম কেবল কিছু কঠিন নিয়ম নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, তখন তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে। রাসূল (ﷺ) বলেন :

إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ.

“নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ।”[৩৪]

উপসংহার : তরুণ সমাজের সঠিক দিকনির্দেশনা ছাড়া একটি জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাই আমাদের সকলের উচিত তরুণদের মাঝে সহীহ ‘আক্বিদাহ্ ও ইসলামের সঠিক শিক্ষা প্রচার করা। দা‘ওয়ার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা এবং নবী (ﷺ)-এর পদ্ধতি অনুসরণ করা অপরিহার্য। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾

“আর কথায় কে উত্তম, সে ব্যক্তি ব্যতীত, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানায়, সৎ কাজ করে...।”[৩৫]

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সবাইকে দা‘ওয়ার কাজে কবুল করুন –আমীন। ☒

---

[৩৩] *সূরা আন্ নিসা : ৩৬।*
[৩৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৯।*
[৩৫] *সূরা ফুস্সিলাত : ৩৩।*

বিস্‌মিল্লা-হির রহ্‌মা-নির রাহীম

রমাযানুল মুবারকের আহ্বান

আলহামদুলিল্লাহ! রমাযানুল মুবারক সমাগত।

আসুন! রমাযানকে নিয়ামত হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার অনুগত বান্দা হতে সচেষ্ট হই।

- আল কুরআন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য রমাযানের শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন। আসুন! আল কুরআন তিলাওয়াত ও অর্থসহ উপলব্ধি করতঃ নিয়মিত অধ্যয়ন করি;
- সওম কবূলের প্রত্যাশায় কুরআন ও সহীহ সুন্নাহভিত্তিক ‘আমল করতে সচেষ্ট হই;
- যাবতীয় শির্‌ক-বিদ‘আত, কুসংস্কার ও রসম-রেওয়াজের পরিত্যাগ করে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিই;
- যাবতীয় অন্যায়-অনাচার, দুর্নীতি, অশ্লীলতা, সুদ-ঘুষ, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি;
- মাযহাবী সংকীর্ণতা, অন্ধ অনুকরণ ও দলাদলি পরিহার করে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর মর্মমূলে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপনের প্রতিজ্ঞা করি;
- দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধে মুনাফাখোর ও মজুদদারদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলি;
- বিশুদ্ধ ইসলামী জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন ও সহীহ হাদীসের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করে ‘আমলে পরিণত করি এবং সর্বসাধারণের মাঝে দা‘ওয়াত পৌঁছে দিই;
- রমাযানুল মুবারকে স্বীয় দানের হাতকে সম্প্রসারিত করে ইহ-পরকালীন কল্যাণ ও সমৃদ্ধি অর্জন এবং গরীব-দুঃখী ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে সচেষ্ট হই;
- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এবং জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে কিছু সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির পথে অগ্রসর হই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আমাদেরকে তাওফীক্ব দিন –আমীন।

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

ই'তিকাফ : লাইলাতুল ক্বদ্‌র পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ

–মাহমুদুল হাসান নাঈম★

ভূমিকা : রমাযানুল মুবারক মাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি 'ইবাদত হলো ই'তিকাফ। রাসূল (ﷺ) রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। ই'তিকাফ মানুষকে দুনিয়াবী ব্যস্ততা পরিহার করে মহান আল্লাহর 'ইবাদতে মগ্ন হওয়া শিক্ষা দেয় এবং মহান আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক মযবুত করে। ই'তিকাফের মাধ্যমে 'লাইলাতুল ক্বদর' পাওয়া অনেকটা সহজ। আর লাইলাতুল ক্বদর' (ليلة القدر) যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার গুনাহ মাফ করিয়ে নেওয়ার জন্য বিশেষ কিছু সুযোগ দিয়েছেন। তার মধ্যে ই'তিকাফের দশদিন গুরুত্বপূর্ণ।

ই'তিকাফের পরিচয় :

ক. আভিধানিক অর্থ : ই'তিকাফ العَكْفُ ধাতু হতে নির্গত। যা বাবে إِفتعال-এর মাসদার। **অর্থ :** নিজেকে কোনো স্থানে আবদ্ধ রাখা, অবস্থান করা।

খ. পারিভাষিক অর্থ : শরীয়তের পরিভাষায়, মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে মসজিদে 'ইবাদত ও তিলাওয়াতের মধ্যে আবদ্ধ রাখাকে ই'তিকাফ বলা হয়।

কেউ কেউ বলেন, দুনিয়াবী সকল কাজ থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর 'ইবাদতের জন্য মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলা হয়। আর যে ব্যক্তি এভাবে আবদ্ধ থেকে মসজিদে 'ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকে তাকে বলা হয় মু'তাকিফ (معتكف) বা 'আকিফ (عاكف)।

ই'তিকাফের শারঈ বিধান : ই'তিকাফ (الإعتكاف) শরীয়ত নির্দেশিত একটি 'ইবাদত। ই'তিকাফ করা রাসূল (ﷺ)-এর একটি সুন্নাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَعَهِدۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ﴾

"আর আমরা ইব্‌রা-হীম ও ইসমা'ঈলের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফ্‌কারীদের জন্য, এখানে অবস্থানকারীদের জন্য এবং রুকূ'কারী ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখো।"[৩৬]

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ই'তিকাফের বিধান শরীয়ত সিদ্ধ ও প্রাচীন। বিধায় আল্লাহ তা'আলা ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম) ও ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে ই'তিকাফকারীদের জন্য মহান আল্লাহর ঘরকে পাক-পবিত্র রাখতে বলেছেন।

নবী করীম (ﷺ) প্রতি বছর দশ দিন ই'তিকাফ করেন। এমনকি যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন, সে বছর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يَعْتَكِفُ فِيْ كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا.

'রাসূল (ﷺ) প্রতি রমাযান মাসে দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন সে বছর বিশ দিন ই'তিকাফ করেন।'[৩৭]

ই'তিকাফের রহস্য : ই'তিকাফের রহস্য হলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা। নিজের পাপমুক্ত করে নেওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো ই'তিকাফ। তাবেঈ মাসরূক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ব্যক্তির জন্য করণীয় হলো সে এমন কোনো স্থানে একাকী হবে, যেখানে সে নিজের গুনাহ স্মরণ করে তা হতে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।[৩৮]

এক্ষেত্রে ই'তিকাফের বিকল্প নেই। আর এর মাধ্যমে 'লাইলাতুল ক্বদর' অন্বেষণ করা যায়। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ক্বদ্‌রের রাত অন্বেষণের উদ্দেশ্য তাঁর কাছে স্পষ্ট হবার পূর্বে রমাযানের মধ্যেই দশ দিন ই'তিকাফ করলেন। দশ দিন অতিবাহিত হবার পর তিনি তাঁবু তুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। অতএব তা গুটিয়ে ফেলা হলো। অতঃপর তিনি জানতে পারেন যে, তা শেষ দশ দিনের মধ্যে আছে। তাই তিনি পুনরায় তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন। তাঁবু খাটানো

★ *দাওরায়ে হাদীস, দোলেশ্বর ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা ও শিক্ষক, আন্ধারিয়াপাড়া সলেমননেসা মাদ্‌রাসা, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।*

[৩৬] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১২৫।*
[৩৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০৪৪।*
[৩৮] *সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্- হা. ৩৪৫।*

হলো। এরপর তিনি লোকদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে লোক সকল! আমাকে ক্বদ্‌রের রাত সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল এবং আমি তোমাদের তা জানানোর জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু দু'ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া করতে করতে উপস্থিত হলো এবং তাদের সাথে ছিল শয়তান। তাই আমি তা ভুলে গেছি। অতএব তোমরা তা রমাযান মাসের শেষ দশ দিনে অন্বেষণ করো।[৩৯]

বলা বাহুল্য, সিয়াম যেমন পানাহার ও যৌনাচার-জনিত কুপ্রবৃত্তির নানা প্রতিবন্ধক থেকে বাঁচার জন্য হৃদয়ের পক্ষে ঢালস্বরূপ। ঠিক তেমনি ই'তিকাফও বিরাট রহস্য-বিজড়িত একটি 'ইবাদত। ই'তিকাফ মানুষের সঙ্গে অতিরিক্ত মিলামিশার ফলে হৃদয়ে যে কুপ্রভাব পড়ে এবং অতিকথা ও অতিনিদ্রার ফলে মহান প্রতিপালকের সাথে সম্পর্কে যে ক্ষতি হয় তার হাত হতে রক্ষা করে। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অতিবন্ধুত্ব, অতিকথা এবং অতিনিদ্রার কবল থেকে মুক্তি পাওয়াতেই রয়েছে বান্দার বড় সাফল্য; যে সাফল্য তার হৃদয়কে মহান আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে শক্তি যোগায় এবং এর প্রতিকূল সকল অবস্থা থেকে তাকে নিরাপত্তা প্রদান করে।

ই'তিকাফের প্রকারভেদ : ই'তিকাফ দুই প্রকার। যথা- ১. সুন্নাত ও ২. ওয়াজিব।

১. সুন্নাত : সুন্নাত ই'তিকাফ হলো, যেটা রাসূল (ﷺ), তাঁর স্ত্রীগণ এবং সাহাবায়ে কিরাম করেছেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيُّ (ﷺ) كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِ.

'রাসূল (ﷺ) মৃত্যু পর্যন্ত রমাযান মাসের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করেছেন। অতঃপর তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফ করেছেন।'[৪০]

২. ওয়াজিব : ওয়াজিব ই'তিকাফ হলো, যা ই'তিকাফকারী নিজের উপর আবশ্যক করে নেয়। যেমন- যদি কেউ কোনো ভালো কাজের উদ্দেশ্যে ই'তিকাফ করার মানত করে তাহলে তার মানত পূরণ করা আবশ্যক। যেমন- হাদীসে এসেছে–

أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ.

'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী করীম (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি জাহেলী যুগে মসজিদুল হারামে এক রাত ই'তিকাফ করার মানত করেছিলাম (আমি কি তা পূরণ করব?) নবী করীম (ﷺ) বললেন, তোমার মানত পূরণ করো।[৪১]

ই'তিকাফের শর্তাবলী :

১. ই'তিকাফকারীকে মুসলিম হতে হবে।

২. জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে।

৩. ভালো মন্দের বুঝ-শক্তিসম্পন্ন হতে হবে।

৪. ই'তিকাফের জন্য খালেছ নিয়ত করতে হবে।

৫. ই'তিকাফ মসজিদে হতে হবে।

ই'তিকাফ যেখানে করতে হবে : অবশ্যই মসজিদে ই'তিকাফ করতে হবে। অন্য কোথাও ই'তিকাফ করা যাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

"আর যতক্ষণ তোমরা ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করো, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা কর না।"[৪২]

রাসূল (ﷺ) মসজিদে ই'তিকাফ করতেন। তদ্রূপ তাঁর স্ত্রীগণ মসজিদে ই'তিকাফ করেছিলেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

كَانَ النَّبِيِّ (ﷺ) يُصْغِي إِلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

'মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় নবী করীম (ﷺ) আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন আর আমি ঋতুবতী অবস্থায় তাঁর চুল আঁচড়িয়ে দিতাম।'

মসজিদ যেমন হওয়া শর্ত, তাতে যেন জামা'আত কায়েম হয়। অবশ্য জুমু'আহ্ কায়েম হওয়া শর্ত নয়। তবে উত্তম হলো জামে' মসজিদেই ই'তিকাফ করা। যেহেতু রাসূল (ﷺ) জামে' মসজিদে ই'তিকাফ করেছেন। তাছাড়া জামে' মসজিদে জামা'আতে সালাত আদায়কারীর সংখ্যা বেশি হয় এবং যাতে জুমু'আহ্ পড়ার জন্য নিজের ই'তিকাফের স্থান ছেড়ে কোনো জামে' মসজিদে যেতে না হয়।[৪৩]

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আর জামে' মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদে ই'তিকাফ নেই।'[৪৪]

---

[৩৯] সহীহুল বুখারী- হা. ২০১৮।
[৪০] সহীহুল বুখারী- হা. ২০২৬।
[৪১] সহীহুল বুখারী- হা. ২০৩২।
[৪২] সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৭।
[৪৩] ফিকহুস্ সুন্নাহ- ১/৪২১।
[৪৪] সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৪৭৩।

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

ই'তিকাফকারীর মসজিদে অবস্থানের সময়সীমা : ই'তিকাফ স্থলে সূর্যাস্তের পূর্বে প্রবেশ করবে এবং ঈদের আগের দিন বাদ মাগরিব বের হবে। আর ২০ তারিখ সুর্যাস্তের মাধ্যমে ২১ তারিখ শুরু হয় এবং ১লা শাওয়ালের চন্দ্রোদয়ের মাধ্যমে শেষ হয়।

মহিলাদের ই'তিকাফের শারঈ বিধান : মহিলাদের জন্য ই'তিকাফ করা শরীয়তসম্মত। রাসূল (ﷺ)-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا.

রাসূল (ﷺ) রমাযান মাস শেষ দশদিন ই'তিকাফ করবেন বলে উল্লেখ করলেন। তখন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর কাছে ই'তিকাফের অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।[৪৫]

তিনি অন্যত্র বলেন,

اَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اِعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

'রাসূল (ﷺ) মৃত্যু পর্যন্ত রামাযান মাসের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করেছেন। অতঃপর তাঁর পর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফ করেছেন।'[৪৬]

অতএব নিরাপদ পরিবেশ ও পৃথক ব্যবস্থাপনা থাকলে মহিলারাও ই'তিকাফ করতে পারবে।

যেসব শর্ত সাপেক্ষে মহিলাদের ই'তিকাফ :

১. স্বামীর অনুমতি : স্বামীর অনুমতি ব্যতীত মহিলারা ই'তিকাফ করতে পারবে না। যেমন- 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ই'তিকাফের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। তদ্রূপ হাফসাহ্ ও যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-ও অনুমতি চেয়েছিলেন।[৪৭]

২. ফিৎনার আশংকা না থাকা : মহিলার জন্য ই'তিকাফ করা বৈধ হবে না, যদি তার ব্যাপারে কোনো ফিতনার আশংকা কিংবা তার কারণে অন্য কোনো পুরুষ ফিৎনায় পড়ার আশংকা থাকে। সব ধরনের ফিৎনা থেকে নিরাপদ হলে মহিলাদের ই'তিকাফ করা বৈধ হবে।[৪৮]

মহিলাদের জন্য পর্দা দিয়ে মসজিদে আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। রাসূল (ﷺ)-এর স্ত্রীগণ যখন ই'তিকাফ করতেন তখন মসজিদে তাদের জন্য আলাদা তাঁবু টাঙ্গানো হত। কেননা মসজিদে পুরুষরা সালাতের জন্য উপস্থিত হয়। তাই মসজিদে মহিলাদের জন্য এমন স্থান নির্ধারণ প্রয়োজন যেখানে পুরুষরা তাদেরকে দেখতে পাবে না।

ই'তিকাফকারীর করণীয় : ই'তিকাফকারী সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে মগ্ন থেকে বেশি বেশি সালাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত, যিক্র-আযকার এবং মহান আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করবে। বিশেষ করে বেজোড় রাত্রিগুলোতে লায়লাতুল ক্বদ্‌র অন্বেষণ করবে। শুধু ঘুমালে ই'তিকাফের উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। অনেককে দেখা যায়, ই'তিকাফে বসে দুনিয়াবী অহেতুক কথা, কাজ বা খোশ-গল্পে মত্ত থাকে, যা ই'তিকাফের বৈশিষ্ট্য পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের ই'তিকাফ এরূপ ছিল না।

ই'তিকাফকারীর জন্য যা বৈধ :

১. মসজিদের একাংশে তাঁবু টাঙ্গানো : রাসূল (ﷺ) যখন ই'তিকাফের ইচ্ছা করতেন তখন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মসজিদে তাঁবু টাঙ্গিয়ে দিতেন।[৪৯]

মসজিদের পিছন দিকে ই'তিকাফকারী ছোট্ট তাঁবু টানিয়ে সেখানে ই'তিকাফ করতে পারবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন ই'তিকাফ করতেন, তখন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর জন্য একটি তাঁবু (خِبَاءً) তৈরি করে দিতেন। আর এটি তিনি রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশেই করতেন।[৫০]

তিনি একবার একটি তুর্কী তাঁবুতে ই'তিকাফ করেছিলেন। যার দরজায় একটি চাটাই ঝুলানো ছিল।[৫১]

২. মসজিদে ওযূ ও গোসল করা : আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ (ﷺ) فِيْ الْمَسْجِدِ وُضُوْءًا خَفِيْفًا.

'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খুব অল্প পানি খরচ করে মসজিদে ওযূ করেছেন।'[৫২]

৩. মসজিদে বিছানার ব্যবস্থা করা : ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদে বিছানা বিছানো যায়। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়,

فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِيْنَ نَقَلْنَا مَتَاعَنَا.

---

৪৫ *সহীহুল বুখারী- হা. ২০৪১, ২০৪৫।*
৪৬ *সহীহুল বুখারী- হা. ২০২৬।*
৪৭ *সহীহুল বুখারী- হা. ২০৩৩, ২০৪১, ২০৪৫; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৭২, ১১৭৩।*
৪৮ *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- পৃ. ১৫২।*
৪৯ *সহীহুল বুখারী- হা. ২০৩৩।*
৫০ *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৭৩।*
৫১ *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬৭।*
৫২ *মুসনাদ আহমাদ- ৫/৩৬৪।*

‘একুশতম দিনের সকালে আমরা আমাদের বিছানা পত্র সরিয়ে দিলাম।’[৫৩]

৪. শারঈ প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হওয়া : মসজিদে পেশাব-পায়খানার ব্যবস্থা না থাকলে প্রস্রাব-পায়খানার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে। এছাড়া শারঈ কোনো প্রয়োজনে বের হওয়া যাবে।[৫৪]

৫. স্ত্রীর সাথে কথা বলা : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর স্ত্রী সাফিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাথে কথা বলেছেন। সাফিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রমাযান মাসের শেষ দশ দিনে তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখতে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সাথে অনেক্ষণ কথা বললেন। এরপর তিনি উঠে গেলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সাথে উঠলেন এবং মসজিদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

যেসব কাজ করলে ই’তিকাফ নষ্ট/বাতিল হয় :

১. স্ত্রী সহবাস : স্ত্রী সহবাস করলে ই’তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে।[৫৫]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

“আর তোমরা স্ত্রীগমন করো না যখন তোমরা মসজিদে ই’তিকাফ অবস্থায় থাকো।”[৫৬]

২. শারঈ ওযর ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হওয়া : ই’তিকাফকারী কোনো অবস্থাতেই মসজিদ থেকে বের হবে না। তবে পানাহার, প্রস্রাব-পায়খানা এবং শারঈ কোনো ওযর থাকলে বের হতে পারবে। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) يُصْغِي اِلَى رَاسِهِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ.

‘মসজিদে ই’তিকাফ অবস্থায় নবী করীম (ﷺ) আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুকিয়ে দিতেন আর আমি ঋতুবতী অবস্থায় তাঁর চুল আচড়িয়ে দিতাম।’[৫৭]

তিনি আরো বলেন,

اَلسُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ : اَنْ لَا يَعُوْدَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ اِمْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ،اِلَّا لِمَا لَابُدَّ مِنْهُ، وَلَا اِعْتِكَافَ اِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اِعْتِكَافَ اِلَّافِيْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ.

ই’তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হলো, সে কোনো রোগীর সেবা করতে মসজিদ থেকে বের হবে না। কোনো জানাযায় উপস্থিত হবে না। স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে না। (শারঈ) প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হবে না। সিয়াম ব্যতীত কোনো ই’তিকাফ নেই। জামে মসজিদ ব্যতীত কোনো ই’তিকাফ নেই।[৫৮]

৩. নেশা বা মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফলে জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলে ই’তিকাফ বাতিল হয়ে যায়।

৪. মহিলাদের মাসিক বা নিফাস শুরু হলে ই’তিকাফ বাতিল। কারণ পবিত্রতা একটি শর্ত।

৫. কোনো কথা বা কর্মের মাধ্যমে শির্‌ক, কুফ্‌র করলে বা মুর্তাদ্দ্ হয়ে গেলে ই’তিকাফ বাতিল হয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন–

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾

“তুমি শির্‌ক করলে তোমার ‘আমল নষ্ট হয়ে যাবে।”[৫৯]

ই’তিকাফকারীর উল্লেখযোগ্য উপকারিতা :

১. লাইলাতুল ক্বদ্‌র পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ।
২. রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহর অনুসরণ।
৩. মসজিদমুখী হওয়ার প্রশিক্ষণ নেয়া যায়।
৪. আল্লাহওয়ালা বান্দা হওয়ার ট্রেনিং নেয়া যায়।
৫. রমাযানের সিয়াম পালন ও তারাবীহ সালাত সুন্দর ও কষ্টহীনভাবে আদায় করার সুবর্ণ সুযোগ।
৬. বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াতের সুযোগ।
৭. বেশি বেশি যিক্‌র-আযকার করার সুযোগ।
৮. আখিরাতমুখী হওয়া ও দুনিয়া বিমুখতা হওয়া যায়।
৯. মৃত্যুর কথা স্বরণ করে তাওবাহ্-ইস্তেগফার বৃদ্ধি করার সুযোগ।
১০. সকল পাপাচার থেকে মুক্ত থাকা যায়।

উপসংহার : রমাযান মাস হিজরিবর্ষের শ্রেষ্ঠ মাস। রমাযানের শেষ দশকে ই’তিকাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ ‘ইবাদত। রাসূল(ﷺ)-এর সুন্নাতও বটে। তাই লোক দেখানো এবং দুনিয়াবী স্বার্থ পরিহার করে, শুধুমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ই’তিকাফ করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে শরীয়তের বিধান মেনে ই’তিকাফ করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ☒

---

[৫৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০৪০।*
[৫৪] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৪৭৩।*
[৫৫] *ফাতহুল বারী- ৪/২৭২।*
[৫৬] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৭।*
[৫৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০২৮।*
[৫৮] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৪৭৩।*
[৫৯] *সূরা আয্ যুমার : ৬৫।*

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

মহান আল্লাহর পথে আহবান

সংকলনে– মুহাম্মদ রমজান মিয়া★

মহান আল্লাহর পথে দা'ওয়াত নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের জন্য জরুরি। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এ মহান দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ﴾

"হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা পৌঁছে দিন। আপনি যদি এরূপ না করেন তবে আপনি তাঁর রিসালাত পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অস্বীকারকারী সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না।"[৬০]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধি-বিধান তথা 'ওহী' মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে বলেছেন এবং তা না পৌঁছালে তাঁর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেন না বলে সতর্ক করে দিয়েছেন। সেই সাথে মহান আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে গিয়ে মানুষের পক্ষ থেকে কোনো বিপদাপদ আসলে তিনি রক্ষা করবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দান করেছেন। শুধু তাই নয় সর্বশ্রেণীর মানুষ যে সঠিক পথ গ্রহণ করবে না সে কথাও অত্র আয়াতে ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত বিধান মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব শুধু নবী-রাসূলগণের জন্য খাছ নয়; বরং সর্বযুগের সকল আলেমে দ্বীনের জন্য এ দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

"আপনি আপনার পালনকর্তার দিকে (মানুষকে) দা'ওয়াত দিন। আর আপনি অবশ্যই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।"[৬১]

অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক নবীকে বলেন, আপনি তাওহীদের দা'ওয়াত দিন। অন্যথায় আপনি মুশরিকদের সহযোগী হবেন। কারণ তারা মহান আল্লাহর একত্ববাদের দা'ওয়াত দেয় না। অতএব যারা দ্বীন অবগত হওয়ার পর অন্যদের দা'ওয়াত দিবে না, তারা মুশরিকদের সহযোগী হবে এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ﴾

"আপনি আপনার পালনকর্তার প্রতি দা'ওয়াত দিন কুরআন বা সঠিক জ্ঞান এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে। আর পছন্দনীয় পন্থায় প্রত্যুত্তর করুন।"[৬২]

অত্র আয়াতে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে পবিত্র কুরআন ও উপকারী সুন্দর কথার মাধ্যমে মহান আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দেওয়ার জন্য নির্দেশ করেছেন। সেক্ষেত্রে কোনো লোক বিতর্কে লিপ্ত হলে তার প্রত্যুত্তর সুন্দর ও উত্তম পন্থায় দিতে বলেছেন। কাজেই আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমে মানুষকে দা'ওয়াত দিতে হবে। আর এ দা'ওয়াত দিতে গিয়ে কোনো মানুষ বিতর্কে লিপ্ত হলে তার প্রত্যুত্তর ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে উত্তম পন্থায় প্রদান করতে হবে। অত্র আয়াত দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, দা'ওয়াতের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদীস হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

"হে নবী! আপনি বলুন, এটিই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহর পথে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে (সুস্পষ্ট দলিল সহকারে)। আল্লাহ মহা পবিত্র। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।"[৬৩]

এখানে আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ)-কে সঠিক পথে দা'ওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সুস্পষ্ট

★সাধারণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান। শিক্ষক, জামি'আহ দারুল ইহসান মাদ্‌রাসা খাইলসা, রূপগঞ্জ।

[৬০] সূরা আল মায়িদাহ্ : ৬৭।
[৬১] সূরা আল ক্বাসাস : ৮৭।
[৬২] সূরা আন্ নাহ্ল : ১২৫।
[৬৩] সূরা ইউসুফ : ১০৮।

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

দলিল সহকারে। সেই সাথে তাঁর অনুসারীদেরকেও দলিল সহকারে দা'ওয়াত দেওয়ার নির্দেশ করেছেন। আয়াতের শেষাংশে তাওহীদের দা'ওয়াত দানকারী মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত যেন না হয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অতএব আয়াতের শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আমাদেরকে সুস্পষ্ট দলিল সহকারে মহান আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দিতে হবে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ○ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾

"হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর পথে দা'ওয়াত দানকারী হিসাবে ও উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে।"[৬৪]

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রিয় নবী (ﷺ)-কে 'আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দানকারী' বলে ঘোষণা করেছেন এবং 'উজ্জ্বল প্রদীপ' বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষকে মহান আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা সৎকর্মের প্রতি দা'ওয়াত দিবে এবং অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করবে, আর তারাই হবে সফলকাম।"[৬৫]

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিছু লোককে সৎকর্মের আদেশ এবং অসৎকর্মের নিষেধ করার জন্য বের হতে বলেছেন। তাই আলেম সমাজকেই এ মহান দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

"আর মু'মিন পুরুষ ও নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করে, আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলে, এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় সম্মানিত ও মহাজ্ঞানী।"[৬৬]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾

"তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।"[৬৭]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ আমাদের মধ্যে ঐ দলকে সবচেয়ে উত্তম বলেছেন, যারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

"প্রত্যেক জাতির জন্য আমি রাসূল প্রেরণ করেছি (তাঁরা এ মর্মে যেন দা'ওয়াত দেন যে) তোমরা এক আল্লাহর 'ইবাদত করো এবং ত্বাগূত থেকে বেঁচে থাকো।"[৬৮]

অর্থাৎ- সর্বযুগেই ত্বাগূত থেকে বেঁচে থাকার দা'ওয়াত দিতে হবে। অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যে আগুনের খড়ি হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশ্‌তাগণ। তাদেরকে আল্লাহ যা আদেশ করেন তারা তা অমান্য করে না এবং যা আদেশ করা হয় তারা তাই করে।"[৬৯]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক গৃহকর্তাকে আদেশ করেন যে, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে মহান আল্লাহর একত্ববাদের দা'ওয়াত দিয়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। ☒

---

৬৪ *সূরা আল আহ্‌যা-ব : ৪৫-৪৬।*
৬৫ *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১০৪।*
৬৬ *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৭১।*
৬৭ *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১১০।*
৬৮ *সূরা আন্ নাহ্‌ল : ৩৬।*
৬৯ *সূরা আত্ তাহ্‌রীম : ৬।*

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

কাসাসুল কুরআন

আসহাবে কাহাফের ঘটনা

—আবু তাহসীন মুহাম্মদ

[পর্ব- ১]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীর উপদেশের জন্য পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যেসব ঘটনাবলী মানুষকে বিপদে ধৈর্য ও প্রতিকূল পরিবেশে মহান আল্লাহর ওপর ঈমান সুদৃঢ় রাখতে সাহস জোগায়। কুরআনের ১৫ পারায় আসহাফে কাহাফ বা গুহাবাসীর এমন একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

বিগত যুগে কোনো এক বড় শহরে সম্ভ্রান্ত ঘরের সাতজন যুবক তাওহীদবাদী দ্বীন কবুল করে এবং বাপ-দাদাদের শিরকী দ্বীন পরিত্যাগ করে। তারা এক মহান আল্লাহর 'ইবাদত করত এবং নিজ মূর্তিপূজারী ক্বওমের হিদায়াতের জন্য মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করত। তাদের এ বিষয়টি কুচক্রীরা মন্দভাবে সে দেশের সম্রাটের কানে দেয়। তখন সম্রাটের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য তারা একটি গুহায় আশ্রয় নেয় এবং মহান আল্লাহর নিকট পানাহ চায়। এ সময় তাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরটি তাদের সাথে ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের রক্ষা করেন এবং পিছু ধাওয়াকারী সম্রাট বাহিনী তাদের খুঁজে না পেয়ে চলে যায়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে গুহার মধ্যে ঘুম পারিয়ে দেন। আর কুকুরটা ছিল গুহামুখে সামনের দু'পা বিছিয়ে মাথা উঁচু করে। যাতে তাকে দেখলে যে কেউ ভয়ে পিছিয়ে যায়। গুহাটি ছিল উত্তরমুখী এবং ভিতরটা ছিল অতি প্রশস্ত। যেখানে বাতাস নিয়মিত বইত এবং সূর্য ডাইন ও বাম দিক দিয়ে চলে যেত। ফলে তাদের দেহে সরাসরি রৌদ্রের খরতাপ লাগতো না। তারা এভাবেই থাকে। অবশেষে চান্দ্রবর্ষ হিসাবে ৩০৯ বছর পরে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সুস্থহালে স্বাভাবিকভাবে জাগিয়ে তোলেন। তারা পরস্পরে বলাবলি করে যে, তারা একদিন বা দিনের কিছু অংশ ঘুমিয়ে ছিল। অতঃপর তাদের একজন বিচক্ষণ যুবককে বাজারে পাঠানো হয় খাদ্য-সামগ্রী ক্রয়ের জন্য। তখন তারা লোকদের কাছে ধরা পড়ে যায় এবং এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাদের বিষয়টি প্রকাশ করে দেন। এর পরের অবস্থা কি হয়েছিল সে বিষয়ে কুরআন-হাদীস নীরব রয়েছে। তবে এ ধরনের অন্যান্য অলৌকিক ঘটনার আলোকে ধারণা করা যায় যে, ঐ যুবকটি গুহায় ফিরে আসে এবং সকলেই মহান আল্লাহর হুকুমে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে। আসহাবে কাহাফের ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন :

﴿اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ۝ اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَاۤ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّ هَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۝ ... وَ لَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَ ازْدَادُوْا تِسْعًا ۝ قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اَبْصِرْ بِهٖ وَ اَسْمِعْ ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ۫ وَّ لَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖۤ اَحَدًا﴾

"তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর? যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিলো তখন তারা বলেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ হতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করো এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করো।' অতঃপর আমি তাদেরকে গুহায় কয়েক বৎসর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম, পরে আমি তাদেরকে জাগরত করলাম জানার জন্য যে, দু' দলের মধ্যে কোন্‌টি তাদের অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে। আমি তোমার নিকট তাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি : তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম এবং আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম; তারা যখন উঠে দাঁড়াল তখন বলল, 'আমাদের প্রতিপালক! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক! আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোনো ইলাহ্‌কে আহ্বান করব না; যদি করে বসি, তবে সেটা অতিশয়

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

গর্হিত হবে। ‘আমাদেরই এ স্বজাতিগণ, তাঁর পরিবর্তে অনেক ইলাহ্ গ্রহণ করেছে। এরা এ সমস্ত ইলাহ্ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে?’ তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হলে তাদের হতে ও তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ‘ইবাদত করে তাদের হতে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন। তুমি সূর্যকে দেখবে যখন উদিত হয় তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায় তখন পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায় অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্তরে অবস্থিত। এ সমস্ত আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনো তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না। তুমি মনে করতে তারা জাগ্রত, কিন্তু তারা ছিল নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডান দিকে ও বাম দিকে এবং তাদের কুকুর ছিল সম্মুখের পা দু’টি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে তাকিয়ে তাদেরকে দেখলে তুমি পিছন ফিরে পলায়ন করতে ও তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে এবং এভাবেই আমি তাদেরকে জাগরত করলাম যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বলল, ‘তোমরা কত কাল অবস্থান করেছ?’ কেউ কেউ বলল, ‘আমরা অবস্থান করেছি এক দিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ।’ কেউ বলল, ‘তোমরা কত কাল অবস্থান করেছ তা তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এ মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ করো। সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য উত্তম ও সেটা হতে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য। সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকেও কিছু জানতে না দেয়। ‘তারা যদি তোমাদের বিষয় জানতে পারে তবে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনো সাফল্য লাভ করবে না।’ এভাবে আমি মানুষকে তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোনো সন্দেহ নেই। যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল তখন অনেকে বলল, ‘তাদের উপর সৌধ নির্মাণ করো।’ তাদের প্রতিপালক তাদের বিষয়ে ভালো জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হলো তারা বলল, ‘আমরা তো নিশ্চয়ই তাদের পার্শ্বে মাসজিদ নির্মাণ করব।’ কেউ কেউ বলবে, ‘তারা ছিল তিনজন, তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর’ এবং কেউ কেউ বলবে, ‘তারা ছিল পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর’, অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে। আবার কেউ কেউ বলবে, ‘তারা ছিল সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিল কুকুর।’ বলো, ‘আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যা ভালো জানেন’; তাদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে। সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি তাদের বিষয়ে বিতর্ক করো না এবং এদের কাউকেও তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করও না। কখনোই তুমি কোনো বিষয়ে বলো না, “আমি সেটা আগামীকাল করব, ‘আল্লাহ ইচ্ছা করলে’ এ কথা না বলে।’ যদি ভুলে যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করো এবং বলো, ‘সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে এটা অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথনির্দেশ করবেন।’ তারা তাদের গুহায় ছিল তিন শত বৎসর, আরও নয় বৎসর। তুমি বলো, ‘তারা কত কাল ছিল তা আল্লাহই ভালো জানেন’, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন তিনি ব্যতীত তাদের অন্য কোনো অভিভাবক নেই। তিনি কাউকেও নিজ কর্তৃত্বের শরীক করেন না।”[৭০]

কুরআনে বর্ণিত আসহাফে কাহাফ বা গুহাবাসীর আশ্চর্যজনক ঘটনাও কুরআনের শিক্ষণীয় ঘটনাসমূহের অন্যতম একটি ঘটনা। আসুন! আমরা তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাসের আলোকে এই শিক্ষণীয় ঘটনা এবং তার শিক্ষণীয় বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে জেনে নেই। ☒

[৭০] *সূরা আল কাহফ : ৯-২।*

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

বিশেষ মাসায়িল

যাকাতুল ফিত্র : কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য

“রাসূল (সল্লাল্লা-হু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশর: ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : ইসলামের মৌলিক বুনিয়াদ বা স্তম্ভ পাঁচটি, যার অন্যতম সিয়ামে রমাযান বা রমাযান মাসের সওম। হিজরি বর্ষের নবম মাস রমাযান। অগণিত নিয়ামত, অপরিমেয় রহমত এবং অফুরন্ত বরকত এ মাসকে আবৃত করে রেখেছে। রমাযানুল মুবারকে মাসব্যাপী সওম (রোযা) পালনকে ফর্য করা হয়েছে– প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবেকসম্পন্ন নারী-পুরুষ, স্বাধীন-পরাধীন নির্বিশেষে সকলের উপর। আল্লাহ বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমারদের উপর (রমাযান মাসের) সিয়াম ফযর করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্বসূরীদের উপর ফর্য করা হয়েছিল, যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হতে পারো।”[৭১]

তবে যে ব্যক্তি ওযরগ্রস্ত (যেমন- মুসাফির, রোগগ্রস্ত, ঋতুবতী বা সন্তান প্রসবের কারণে রক্তস্রাব হচ্ছে এমন নারী) তিনি পরবর্তীতে কাযা সিয়াম পালন করবেন। আর যারা সওম পালনে একবারেই অক্ষম, যেমন- স্থায়ী রোগগ্রস্ত বা অতিশয় বৃদ্ধ, তারা সওম পালনের পরিবর্তে ফিদিয়াস্বরূপ একজন দরিদ্রকে খাদ্যদান করবেন।

আর সক্ষম ব্যক্তিবর্গ সুবহি সাদিক-এর পূর্বমুহূর্ত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার, কামাচার ও পাপাচার থেকে বিরত থেকে মাসব্যাপী সিয়াম পালন করবেন, যা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফর্য করা হয়েছে।

আল কুরআন ও সহীহ হাদীসে এ মাসের প্রভুত কল্যাণের কথা বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং মুসলিম জীবনে এ মাসের গুরুত্ব অপরিসীম।

এ মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ ‘ইবাদত যাকাতুল ফিত্র বা সাদাকাতুল ফিত্র। এই যাকাতুল ফিত্র কখন কীভাবে ও কারা আদায় করবেন এবং কারাই বা এর হক্বদার এ বিষয়ে জরুরি কিছু তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হলো–

[৭১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৩।*

ফিত্রা প্রদানের সময়সীমা : ফিত্রা আদায় করার উত্তম সময় হচ্ছে ঈদুল ফিত্র-এর দিন ঈদের সালাতের উদ্দেশে বের হওয়ার পূর্বক্ষণে। অর্থাৎ- ফিত্রা আদায় করে ঈদের সালাতের উদ্দেশে গমন করা। ইবনু ‘উমার (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত; নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাকাতুল ফিত্র আদায় করার আদেশ দেন ঈদের সালাতের উদ্দেশে বের হওয়ার পূর্বে।[৭২] তবে ফিত্রা দেয়ার সময় শুরু হয় রমাযানের শেষ দিন সূর্য ডুবার সাথে সাথে।[৭৩]

ঈদের দুই এক দিন আগেও ফিত্রা আদায় করা যেতে পারে। কারণ সাহাবী (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহুম)-দের মধ্যে অনেকেই ঈদের এক অথবা দুই দিন পূর্বে ফিত্রা আদায় করতেন।[৭৪]

উল্লিখিত নিয়মে ফিত্রা আদায় করার শর‘ঈ বিধান বিদ্যমান। তবে ঈদের সালাতের পরে ফিত্রা প্রদান করলে তা সাধারণ দান হিসাবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে সে ফিত্রা প্রদানের বিশেষ ফযীলত ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে।[৭৫] আল্লাহ তা‘আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

ফিত্রার জন্য নিসাব, বস্তু ও পরিমাপ

প্রথমতঃ যাকাতুল ফিত্র-এর জন্য নিসাব বা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফিত্রা ওয়াজিব হওয়ার জন্য কোনো নিসাব নির্ধারণ করেননি; বরং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী, স্বাধীন-পরাধীন, ছোট-বড় সকলে উপর যাকাতুল ফিত্র ফর্য করেছেন।[৭৬]

দ্বিতীয়তঃ কোনো বস্তু দ্বারা কি পরিমাণ ফিত্রা আদায় করতে হবে, এ মর্মে প্রসিদ্ধ সাহাবী আবূ সা‘ঈদ খুদ্রী (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) বর্ণিত হাদীস বিদ্যমান। তিনি বলেন, আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে এক সা‘ খাদ্য অথবা এক সা‘ খেজুর

[৭২] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫০৯।*
[৭৩] *সৌদী ফাতাওয়া কমিটি- ৯/৩৭৩।*
[৭৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫১১।*
[৭৫] *আবূ দাউদ- অধ্যায় : যাকাত, অনুচ্ছেদ– ফিতরের যাকাত।*
[৭৬] *বুখারী- হা. ১৫০৩; সহীহ মুসলিম- হা. ৯৮৪; সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৬১১; জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ৬৭৫; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৫০৪ ও সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৪২৫।*

অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' কিস্‌মিস্‌ অথবা এক সা' পনীর দ্বারা ফিত্‌রা আদায় করতাম।[৭৭]

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক স্বাধীন-পরাধীন (দাস), পুরুষ-নারী, ছোট-বড় সকল মুসলিমের উপর ফিত্‌রাস্বরূপ এক সা' খেজুর কিংবা এক সা' যব ফর্‌য করেছেন। আর তা ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে গমনের পূর্বে আদায় করতে আদেশ করেছেন।[৭৮]

উল্লিখিত হাদীসত্রয় থেকে প্রতীয়মান হয়– **ক)** প্রধান খাদ্যবস্তু (যেমন- আমাদের দেশে চাউল) অথবা খেজুর, যব, কিশমিশ বা পনীর দ্বারা ফিত্‌রা আদায় করতে হবে। **খ)** ঈদের সালাতে গমনের পূর্বেই জনপ্রতি এক সা' পরিমাণ খাদ্যবস্তু প্রকৃত হক্বদারের নিকট পৌঁছে দিতে হবে– যা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-দের 'আমল। এখন প্রশ্ন হলো– সা' পরিমাপ? মাদীনা'র সা'-এর বাংলাদেশী পরিমাপ হলো, ২.৫ কেজি সমপরিমাণ চাউল অথবা একজন সাধারণ পূর্ণ বয়স্ক মানুষের উভয় হাত একত্রিকরণ করে চার অঞ্জলি সমপরিমাণ।[৭৯]

এ বিষয়ে সরাসরি হাদীস-এর উপর 'আমল করলেই ফিতনা এড়িয়ে চলা সম্ভব হবে –ইন্‌শা-আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

ফিত্‌রা গ্রহণের প্রকৃত হক্বদার কারা?

কে বা কারা ফিত্‌রা গ্রহণের হক্বদার এ বিষয়ে ইসলামী বিদ্বানগণের দুই প্রকার মত বিদ্যমান।

প্রথমতঃ সূরা আত্‌ তাওবায় আট শ্রেণির হক্বদারের কথা বর্ণিত হয়েছে– যারা যাকাত-সাদাক্বাহ্‌ গ্রহণের হক্বদার। যথা- ১) ফকীর, ২) মিসকীন, ৩) যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারি, ৪) ইসলামে প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা এমন অমুসলিমকে, ৫) দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে, ৬) ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে, মহান আল্লাহর রাস্তায় এবং ৮) মুসাফিরদের সাহায্যার্থে।[৮০]

দলিল : ফিত্‌রাকে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাকাত ও সাদাক্বাহ্‌ বলেছেন, তাই যে খাতসমূহ সাদাক্বাহ্‌ বা যাকাত প্রদানের জন্য প্রযোজ্য, তা ফিত্‌রার জন্যও প্রযোজ্য হবে।

[৭৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫০৮; সহীহ মুসলিম- হা. ২২৮১।*
[৭৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫০৩; সহীহ মুসলিম- হা. ২২৭৫।*
[৭৯] *ফাতাওয়া ও মাসায়িল- আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)।*
[৮০] *সূরা আত্‌ তাওবাহ্‌ : ৬০।*

দ্বিতীয়তঃ সাদাক্বাতুল ফিত্‌র বা ফিত্‌রা পাওয়ার হক্বদার কেবল ফকীর ও মিসকিন; সূরা আত্‌ তাওবায় বর্ণিত অন্য ছয় শ্রেণি ফিত্‌রার হক্বদার নয়।

দলিল : ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফিতরের যাকাত (ফিত্‌রা) ফর্‌য করেছেন সওম পালনকারীদের অশ্লীলতা ও অহেতুক কথা-বার্তা হতে পবিত্র করার জন্য এবং মিসক্বীনদের আহারস্বরূপ...।[৮১]

এ মতকে সমর্থন করেছেন ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্‌, ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যুম, ইমাম শাওকানী, আল্লামা আযীমাবাদী, ইবনু উসাইমীন প্রমুখ।[৮২]

ফিত্‌রা প্রাপ্তির হক্বদার সম্পর্কিত দ্বিতীয় মতটি অধিক বিশুদ্ধ; কেননা এ মতের পক্ষে স্পষ্ট দলিল বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

কীভাবে বিতরণ করতে হবে?

ফিত্‌রা বিতরণ পদ্ধতি নিয়ে দুই ধরনের প্রথা চালু আছে–

প্রথমতঃ নিজ দায়িত্বে বিতরণ করা। আর উত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে নিজ দায়িত্বে হক্বদারের নিকট পৌঁছে দেয়া।[৮৩]

কেননা, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে ফিত্‌রা আদায় করার যে আদেশ দিয়েছেন, তা প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র ছিল। এজন্য সাহাবী ইবনু 'উমার স্বীয় ফিত্‌রা নিজ দায়িত্বে এক-দুই দিন পূর্বেই বিতরণ করতেন।[৮৪] জমাকরণের কথা বলা হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ মাসজিদ বা কোনো সংস্থায় জমা করে বিতরণ করা। নির্ভরযোগ্য কোনো সংস্থা, মহল্লা/গ্রাম প্রধান বা ইমামকেও নিজ ফিত্‌রা বণ্টনের প্রতিনিধি নিযুক্ত করা জায়িয।[৮৫] এ ক্ষেত্রে সঠিক নিয়মে ও নির্ধারিত সময়ে ফিত্‌রা বণ্টনের দায়িত্ব অর্পিত হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর।

আর ফিত্‌রাদাতা যদি সংস্থাকে অর্থ দেয় এই উদ্দেশ্যে যে, উক্ত সংস্থা সেই অর্থ দ্বারা খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে তা ফকীর-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করবে, এ ক্ষেত্রে সংস্থা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হবে, যথাসময়ে তা প্রদান করা। কেননা, সংস্থার জন্য বৈধ নয় যে, সে তার মূল্য বের করবে।[৮৬] আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত। ☒

[৮১] *সুনান আবূ দাউদ- যাকাতুল ফিত্‌র, হা. ১৬০৬, হাসান; ইরওয়াউল গালীল- হা. ৮৪৩।*
[৮২] *দেখুন : মাজমু'উ ফাতাওয়া- ২৫/৭৩, যাদুল মা'আদ- ২/২২, নায়লুল আউত্বার- ৩-৪/৬৫৭, আওনুল মা'বূদ- ৫-৬/৩, শারহুল মুমতি- ৬/১৮৪।*
[৮৩] *ফাতাওয়া লাজনা দায়িমাহ্‌- ৯/৩৮৯।*
[৮৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫১১।*
[৮৫] *ফাতাওয়া লাজনা দায়িমাহ্‌- ৯/৩৮৯।*
[৮৬] *ফাতাওয়া লাজনা দায়িমাহ্‌- ৯/৩৭৭*

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ)'র উত্তরাধিকার : অন্তিম আলোকরশ্মি

–আহমাদ রফিক*

ইতিহাস আমার প্রিয় বিষয়। ইতিহাসের পাতায় ডুবে থাকার পাশাপাশি সময় সুযোগ হলে ঐতিহাসিক স্থানগুলো ভ্রমণ করা আমার অন্যতম কাজ। সেই ধারাবাহিকতায়, বিশেষ করে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর একজন কর্মী হিশেবে অনেক দিন ধরেই শুব্বানের মূল সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের রূপকার আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ)'র পাঠাগার এবং বাসভবন পরিদর্শন করার ইচ্ছা লালন করে আসছিলাম। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাকে সেই তাওফীক্ব দান করলেন।

গতবছর (২০২৪ সাল) ডিসেম্বর মাসে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলা ভ্রমণের পরিকল্পনা ছিল। প্রথম প্রোগ্রাম বগুড়ায়। ১৮ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে বগুড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সেখানে ১৯ ও ২০ তারিখে একটি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের পর ২০ ডিসেম্বর রাতে দিনাজপুরের পথে যাত্রা করলাম। ২১ ডিসেম্বর দিনাজপুরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন শেষে ২২ ডিসেম্বর সকালে আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ)'র স্মৃতিঘেরা পার্বতীপুর উপজেলার খোলাহাটি ইউনিয়নের নূরুলহুদা গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সফরসঙ্গী হিশেবে ছিল জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ মিরপুর শাখার কোষাধ্যক্ষ মুহাম্মাদ নাঈম ইসলাম এবং আমার সহপাঠী আব্দুল মান্নান ও ফয়েজ মাহমুদ।

গ্রামীণ রাস্তায় ভ্যানে চড়ে যেতে যেতে মনে হচ্ছিলো আমরা যেন সময়ের স্রোত পিছনে ফেলে ইতিহাসের এক নিদর্শনের দিকে এগিয়ে চলেছি। গ্রামের সরু পথ, পথের ধারে সবুজ ধানক্ষেত, নির্মল বাতাস আমাদের মনকে প্রফুল্ল করে তুলছিল। বিশেষ করে এমন একটি ঐতিহাসিক স্থানে যাওয়ার উত্তেজনা আমাদের মনে আলাদা রোমাঞ্চ সৃষ্টি করছিল। তবে গুগল ম্যাপে লোকেশন না থাকায় এবং স্থানীয় অনেকের অজ্ঞতার কারণে সঠিক স্থানে পৌঁছতে কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অবশেষে দিনাজপুর জেলা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের পাঠাগার সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম ভাইয়ের সহযোগিতায় আমরা দামুড়হুদা গ্রামে পৌঁছি।

আমাদের পৌঁছতে পৌঁছতে আসরের সময় হয়ে গিয়েছিল। গ্রামে ঢুকতেই মসজিদ। মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করলাম। ইমামতি করলেন শশ্রুমণ্ডিত সফেদ নূরানী চেহারার একজন অশীতিপর বৃদ্ধ। সালাত শেষ করে পরিচয় হলো– ইনিই এই মহান বংশের একমাত্র চেরাগ– আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ)'র বড় ভাই আরেক মহান ব্যক্তিত্ব আল্লামা আব্দুল্লাহেল বাকী আল কোরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ)'র জীবিত থাকা একমাত্র সন্তান আব্দুল হাদী মুহাম্মাদ আনওয়ার। আমাদের পরিচয় পেয়ে তিনি আমাদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানালেন। তার কাছ থেকে জানলাম এই মসজিদের ইতিহাস।

নূরুলহুদা গ্রামের এই মসজিদটি ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন আল্লামা আব্দুল্লাহেল বাকী আল কোরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ)। মৃত্যুর আগে তিনি মুহতারাম আব্দুল হাদী মুহাম্মাদ আনওয়ার সাহেবকে এই মসজিদের ইমামতি এবং যাবতীয় দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে যান। সেই থেকে অদ্যাবধী তিনি এই মসজিদে ইমামতি করে আসছেন।

মসজিদ থেকে বের হয়ে তিনি আমাদেরকে তাদের পৈত্রিক ভিটা ঘুরিয়ে দেখালেন।

গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী একটি বাড়ি। মাটির মেঝে, কিছু অংশ ছনের ছাউনি এবং কিছু অংশ টিনের চালা দিয়ে নির্মিত এই বাড়িটি প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন বহন করে। ঘরের ভেতরে রয়েছে পুরনো যুগের কাঠের আসবাবপত্র। বাড়ির চারপাশে প্রচুর গাছপালা। আছে পারিবারিক আমবাগান, বড় পুকুরঘাট এবং পারিবারিক কবরস্থান। এই কবরস্থানেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ) আল্লামা আব্দুল্লাহেল বাকী আল কোরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ) তাদের পিতা আল্লামা আব্দুল হাদী (রাহিমাহুল্লাহ) ও প্রফেসর এম এ বারী (রাহিমাহুল্লাহ) সহ আরও বেশ কয়েকজন মহান ব্যক্তিত্ব।

আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ) ১৯০০ সালে বর্ধমান জেলার টুবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল দিনাজপুর জেলার বস্তিরআড়া গ্রামে। তাঁর পিতা আল্লামা আব্দুল হাদী ছিলেন দিল্লীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভীর ছাত্র এবং একজন প্রখ্যাত আলেম। শৈশবে তিনি বাড়িতে পিতার কাছে আরবি এবং মাতার কাছে উর্দু ও ফারসি শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে স্থানীয় নূরুল হুদা মাদ্রাসা, রংপুরের কৈলাসরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয় এবং হুগলি জেলা স্কুলে পড়াশোনা করেন। ১৯১৭ সালে কলকাতা মাদ্রাসা থেকে এন্ট্রান্স পাস করে সেন্ট

** অধ্যয়নরত, মাদ্রাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা। সাবেক সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, মিরপুর শাখা।*

জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। ১৯১৯ সালে আই. এ. পাস করেন। এরপর বি. এ. পড়াকালীন অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের সময় তিনি ইংরেজি শিক্ষা ত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের আরেক সূর্যপুরুষ মাওলানা আবুল কালাম আজাদের কাছে তার রাজনীতির হাতেখড়ি হয়। তিনি জমঈয়তে উলামায়ে বাঙ্গালার সাধারণ সম্পাদক, ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টির সেক্রেটারি এবং মুসলিম ন্যাশনাল পার্টির নেতা হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৩২ সালে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নেন। ১৯৪৬ সালে তার নেতৃত্বে নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস গঠিত হয়, যার পরিবর্তিত রূপ আজকের বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। তার সম্পাদনায় সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাসিক তর্জুমানুল হাদীস প্রকাশিত হতো। ১৯৬০ সালে তিনি ঢাকায় ইন্তেকাল করেন এবং নূরুলহুদা গ্রামে কবরস্থ হন।

মুহতারাম আব্দুল হাদী মুহাম্মাদ আনওয়ার সাহেব আমাদেরকে বাড়ির পুরনো অংশ দেখালেন যেখানে আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ) তার জীবনের শেষ সময়টা কাটিয়েছেন। এই পুরনো অংশে এখন আর কেউ বসবাস করে না। বর্তমান উত্তরাধিকারীরা যদিও বাড়ির নতুন অংশে বসবাস করছেন, কিন্তু পুরনো অংশটি ইতিহাসের এক অমূল্য স্থাপনা হিশেবে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে আছে আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ)'র পারিবারিক পাঠাগার, বিশ্রামাগার এবং বৈঠকখানা। পাঠাগারে মজুদ তার মহামূল্যবান বইয়ের বিশাল সংগ্রহ।

কিন্তু খুব দুঃখজনকভাবে এই ঐতিহাসিক পাঠাগারটির অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন। বইগুলোর বেশিরভাগই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে এবং আলমারির কাঠ ভেঙে গেছে। অমূল্য জ্ঞানের ভাণ্ডার হয়ে আছে উইপোকার বিচরণস্থল। কোনো ব্যবস্থা না নিলে এসব একসময় পুরোপুরি হারিয়ে যাবে।

আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন চিরকুমার। মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তার বড় ভাই আল্লামা আব্দুল্লাহেল বাকী আল কোরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন অনেক সন্তানের জনক। ১৯৫২ সালে মৃত্যুকালে তার দশজন সন্তান জীবিত ছিলেন। যাদের মধ্যে অন্যতম প্রফেসর ড. এম এ বারী (রাহিমাহুল্লাহ)। বর্তমানে এই বংশের ধারা জারি রয়েছে ড. এম এ বারী (রাহিমাহুল্লাহ)'র ছোটভাই মুহতারাম আব্দুল হাদী মুহাম্মাদ আনওয়ার ও তার সন্তানদের মাধ্যমে। তিনি ও তার সন্তান খলীলুল্লাহ নাফীস ভাইয়ের পরিবার বর্তমানে এই বাড়ির অধিবাসী।

আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন বাংলার এক মহান ব্যক্তিত্ব, এক সূর্যসন্তান। অথচ তার রেখে যাওয়া অবদান, তার রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার আজ অনেকটাই বিস্মৃত। তার পাঠাগারে থাকা মূল্যবান জ্ঞানের অনেক অংশ এখন অবক্ষয়ের পথে। আমাদের জন্য অত্যন্ত আফসোসের ব্যাপার হলো, আমরা শুধু মুখে মুখে আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ)'র নাম জপি, অথচ তার রেখে যাওয়া 'ইল্মী উত্তরাধিকার, তার চেতনা ধারণ ও লালন করার কোনো কার্যকরী উদ্যোগ আমাদের মাঝে নেই। বিশেষ করে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস তার হাতে গড়া সংগঠন হলেও জমঈয়তের পক্ষ থেকে এবিষয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তার অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলো যেমন যুগের পর যুগ বাক্সবন্দী হয়ে আছে, তেমনভাবে তার স্মৃতি বিজড়িত আবাসভূমিও বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে আমাদের অবহেলায়। যদি এই ঐতিহাসিক স্থানটি যথাযথ সংরক্ষণ করা না হয়, তবে আগামী প্রজন্ম হয়তো এই স্থানটির গুরুত্ব জানতেও পারবে না। অন্ততঃ জমঈয়ত বা শুব্বানের জন্য এই বিষয়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

এই সফরের সবচেয়ে স্মরণীয় অংশ ছিল আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ)'র উত্তরপুরুষদের সাথে সাক্ষাৎ এবং তাদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে অনেক অজানা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারা। জমঈয়ত সম্পর্কে এবং আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরাইশী, আল্লামা আব্দুল্লাহেল বাকী আল কোরাইশী ও প্রফেসর ড. এম এ বারী (রাহিমাহুল্লাহ) সম্পর্কে মুহতারাম আব্দুল হাদী মুহাম্মাদ আনওয়ার ও খলীলুল্লাহ নাফীস ভাইয়ের সাথে আমাদের যে দীর্ঘ আলোচনা হয় সে বিষয়ে আল্লাহ তাওফীক্ব দিলে অন্য কোনো প্রবন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে। আশা করি, এই লেখাটি আমাদের পূর্বপুরুষদের চেতনা ধারণ ও লালন এবং ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ ও আমাদের গৌরবময় অতীতকে লালন করতে পাঠকদের অনুপ্রাণিত করবে। ☒

কবিতা

দ্বীপময় রমাযান

আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন*

রমাযানের দ্বীপময় আলো এসেছে ঘরে,
মু'মিনের সিনার দ্বার খুলে পুণ্যের চরে।

পড়বে কুরআন পড়বে হাদীস প্রশান্ত জুড়ে,
জীবন যাপন হবে পাপমুক্ত সারাদিন বড়ে।

তারাবিহ হবে পাপ কথার স্রোতে মলীন হয়ে,
যাবে কেটে সারা রজনী ক্বিয়াম সালাত বয়ে।

অনাহারে গরীব দুখিনীর পেরেশান হবে সব
দ্বীপময় রমাযানের পবিত্রতায় সান।

**অধ্যায়নরত, মাদ্রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।*

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

সমাজচিন্তা

স্বাধীনতা সংগ্রামে আলেম সমাজের ভূমিকা

-মাযহারুল ইসলাম*

পৃথিবীর সকলেই চায় মুক্ত বিচরণ। চায় স্বাধীনতা। পরাধীনতার শিকল ছিন্ন করে মুক্তাকাশে বিচরণ করা সকলের কাম্য ও প্রবল বাসনা। ইতিহাস সাক্ষী! ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমাজের অবদান অতুলনীয়। যা কখনো অস্বীকার করার মতো নিছক বিষয় নয়। জাতির উত্থান পতনে সভ্যতা বিনির্মাণে আলেম সমাজের দায়িত্ব সর্বযুগেই অপরিসীম ও অভুলনীয়। যা পৃথিবীর ইতিহাসে মোহরাঙ্কিত আছে। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থান্বেষী মহলের মুখোশ উন্মোচন করে জাতিকে সর্বদা সচেতন রাখতে অতন্দ্র প্রহরীর মতো সোচ্চার সংগ্রামী আলেম সমাজ। স্বাধীনতার জন্য আলেমসমাজ জীবন বিসর্জন দিতে মোটেও দ্বিধাবোধ করে না। কখনো সংকোচ, সংশয় বোধ করে না কারাবরণ কিংবা শত্রুর দূরভীষন্ধির। ইতিহাস আমাদের এ কথাও বলে আলেমসমাজ অতন্দ্র প্রহরী। যদি আলেমসমাজ এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী ভূমিকা পালন না করত তাহলে বাংলার স্বাধীনতা কস্মিনকালেও সম্ভব হতো না। আলেমসমাজ আছে বলেই ওই বন্ধু প্রতিসম (!) দেশ লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেও পারছে না ভোগ করতে। কারণ আলেম সমাজের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত আছে মর্দে মুজাহিদ-এর তাজা খুন। অন্যায়, অবিচার, যুল্ম নির্যাতনের বিরুদ্ধে মূর্ত আতঙ্ক আলেম সমাজ। ঠিক আমরা দেখতে পাই ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীন সার্বভৌম রক্ষায় আলেম সমাজের দৃঢ় চেতনা ও দুর্বার গতি বিশাল সাগরের গর্জনের বিরুদ্ধে হিমালয় পাহাড়ের মতো অবিচল আত্মবিশ্বাস, আস্থা এবং চেতনার বাতিঘর দীপ্ত মশাল জ্বালিয়ে অন্যায়, যুল্ম, অবিচারের বিরুদ্ধে মর্দে মুজাহিদ-এর মতো রুখে দাঁড়ানো হলো গর্বিত মায়ের দামাল সন্তানের সফল কীর্তি। সময়ের দাবিতে আলেম সমাজ কখনো বিপ্লবী বক্তব্য, ক্ষুরধার লেখনী, সভা-সেমিনার বিভিন্ন প্রকাশনা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য স্বাধীনতা। ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক আল্লামা শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহিমাহুল্লাহ)। ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে পাহাড়সম দৃঢ় চেতা আর দুর্বার সাহসের এক মূর্ত প্রতীক ছিলেন শাইখুল হিন্দ শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহিমাহুল্লাহ)। ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে তার ফাতাওয়া ছিল সারা জগত আলোড়নকারী। ফলে মানুষ তার ফাতাওয়ায় আকৃষ্ট হয়ে ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ চালায়। জন্ম নেয় ইতিহাসের ইতিহাস। ব্রিটিশ শাসন ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে জন্ম নেয় জিহাদী আন্দোলন। গড়ে ওঠে ঐক্য। ইতিহাসে আবির্ভাব হয় শ্রেষ্ঠ সন্তান সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ও বীর মুজাহিদ শাহ ইসমাইল শহীদ (রাহিমাহুল্লাহ)। ১৮৩১ সালে বালাকোটের প্রাঙ্গণে শাহ ইসমাঈল শহীদ জীবন উৎসর্গ করে পৃথিবীর এক নতুন অধ্যায় রচনা করেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক মানব মনের গহীনে অনুপ্রেরণার চেরাগ জ্বালাবে। শাহ সাহেবের এই আপোষহীন ফাতাওয়ার প্রভাব বাংলায় পড়ার কারণে বাংলার ইতিহাসে ও জন্ম নেয় বীর সন্তান মাওলানা হাজী শরীয়ত উল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ), মাওলানা নিসার আলী তিতুমীর, মাওলানা টিপু সুলতানসহ অনেকে। যাদের একেকটি নাম একেকটি জীবন্ত ইতিহাস। একেকটি গর্ব ও অহংকারের বিজয়ী নাম। স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য এই মর্দে মুজাহিদের গর্জে ওঠায় বৃটিশ বেনিয়ারা আতঙ্কিত হয়। ফলে মুজাহিদের এই উত্তাল তরঙ্গমালাকে স্তমিত করার জন্য চালায় অসহনীয় নির্যাতনের স্টীম রোলার, জেল, যুল্ম আর ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানোর রেকর্ড করে বৃটিশ বেনিয়াদের দল। তবুও আপোষহীন এই আলেম সমাজ তাদের সাথে আপোষ করেননি; বরং তারা হাসি মুখে শহীদি মর্যাদা লাভের আশায় মহান আল্লাহর রাহে জীবন বিসর্জন দিয়েছে। মূলত ১৭৫৭ সালের পলাশীর ট্রাজেডিতে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয় মীরজাফরদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে। পলাশীর ঐ ট্রাজেডির পর যখন ইংরেজরা উপমহাদেশে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করল তখন এর তীব্র প্রতিবাদ করেন আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহিমাহুল্লাহ) ও তার ছেলে শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী (রাহিমাহুল্লাহ)। ইতিহাসের পাতায় লক্ষ আলেমের লাল রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছে। খোদ দিল্লিতেই ৫০০ আলেমকে ফাঁসি দেয় ইংরেজরা। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে ২ লক্ষ মুসলমান শহীদ হয়। এমনকি শেরশাহ গ্রান্ড ট্যাংক রোডের দু'পাশের এমন কোনো গাছ ছিল না যেখানে কোনো আলেমের লাশ ঝুলেনি। সত্যিই আজকে সেই স্পর্শকাতর ঘটনা স্মরণ করলে শরীরের লোম শিউরে উঠে। ১৮৩১ সালের বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমাদ শহীদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদের শাহাদাত বরণের পর আবির্ভাব হয়

শিক্ষক, হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিয়্যাহ মাদ্রাসা, খানসামা, দিনাজপুর।

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

ইতিহাস খ্যাত জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মাওলানা এনায়েত আলী ও মাওলানা বেলায়েত আলীর। ইতিহাস খুব গৌরব অর্জন করেছে এ সকল মর্দে মুজাহিদ-এর নাম লিপিবদ্ধ করে। ভারতীয় উপমহাদেশের বুক থেকে ইংরেজদের চিরতরে বিদায় দেওয়ার জন্য বাংলার সুযোগ্য সন্তান ও বীর মুজাহিদ টিপু সুলতানও কিন্তু কম প্রচেষ্টা চালাননি। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অবিরাম প্রচেষ্টা চালান ইংরেজদের বিরুদ্ধে। জীবনকে বিসর্জন দিয়েছেন তবুও ইংরেজদের হাতে বন্দী হননি তিনি। জাতি আজ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে তাদের নাম উচ্চারণ করে। স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্বার চেতনা ও পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে মুক্ত বিচরণ, স্বাধীন চেতনার জন্য বাংলায়ও এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। মাওলানা হাজী শরীয়ত উল্লাহ ফরায়েজীর আহ্বানে যাত্রা হয় ফরায়েজী আন্দোলন। মূলতঃ এ আন্দোলনের কারণ হলো ইংরেজদের ইসলাম বিদ্বেষী রীতি-রেওয়াজ ও ধর্ম পালনে হস্তক্ষেপ করায় বাংলার জনগণ ক্ষেপে ওঠে। হাজী শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্ব ইতিহাসের পাতায় রচিত হয় আরেকটি নতুন অধ্যায়। জন্ম নেয় বাঁশের কেল্লা খ্যাত মর্দে মুজাহিদ, স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক মাওলানা সাইয়েদ নেছার আলী তিতুমীর। জিহাদী আন্দোলনে তিতুমীর বাংলার প্রথম শহীদ। ইতিহাসের চাকা ঘুরে বাংলার আকাশে আবির্ভাব হয় মাওলানা আকরাম খাঁ, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুমুল্লাহ)-সহ অনেকে। তাঁদের নিরলস ত্যাগ তিতিক্ষা আর আপোষহীন সংগ্রামী চেতনায় পৃথিবীর মানচিত্রে শির উঁচু করে দাঁড়ায় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। তাঁদের প্রত্যেকের একেকটি জীবন একেকটি ইতিহাস। তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য কারাবন্দি হওয়াকে বরদাশত করেনি। এ সময়ে বাংলার মানুষের মাঝে গণজাগরণ সৃষ্টির জন্য বেশ কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। যেমন- সেবক, যামানা, এসলাম, সত্যাগ্রহী ছাড়াও অনেক পত্রিকা। যেগুলোতে তাদের তেজদীপ্ত চেতনার, ক্ষুরধার লেখনী প্রকাশিত হয়। ফলে তাঁরা ইংরেজদের রোষানলে পড়ে। জীবনের ভয় তাঁরা কভুও করেনি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রত্যেকেই ছিল উন্মুক্ত তরবারি। আমরা আজকের প্রবন্ধের ইতি টানবো মাত্র দু'টি ঘটনা পেশ করার মাধ্যমে। যাদের এই চেতনাময়ী বীরত্ব আমাদের জীবন জাগানিয়ার পথে দৃঢ় প্রত্যয়ে অনাগত আগামীর পথে চলতে সাহায্য করে।

১. ১৯৭৬ সালের ১৮ এপ্রিল। এ দেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, নিবেদিতপ্রাণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অকুতোভয় বীর সেনানী মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) ফারাক্কা বাঁধ সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে উদ্দাত্ত আহ্বান জানান গঙ্গার পানির ন্যায্য অধিকার বাংলাদেশকে দেয়ার জন্য। ইন্দিরা গান্ধী আশ্বাস দেয়ার পরেও দেয়নি। এতে ভাসানী সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে গণ আন্দোলনের ডাক দেন। বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ শরীর নিয়ে দেশপ্রেমিক, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মর্দে মুজাহিদ রুখে দাঁড়ান। তিনি ফারাক্কা বাঁধের সমস্যায় ভারতের এ দেশের মাযলুম জনতার উদ্দেশ্যে রাজশাহীর কানসাটে লং মার্চে বিশাল জনসমুদ্রে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন এবং হাজারো জনতার মুখে শ্লোগান ছিল সেদিন- "ফারাক্কা বাঁধ ভেঙে দেও, উড়িয়ে দেও, পানির ন্যায্য অধিকার দিতে হবে।" তিনি বলেন- গঙ্গার পানিতে বাংলাদেশের হিস্যার ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে ভারত সরকারকে বাধ্য করতেই আমাদের এ আন্দোলন। আমি জানি এখানেই শেষ নয়। ভারত সরকারের জানা উচিত বাংলাদেশীরা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কাউকে ভয় পায় না, কারও হুমকিকেও পরোয়া করে না। যে কোনো হামলা থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করা আমাদের দেশাত্ববোধক কর্তব্য এবং অধিকার।

২. মুসলিম সাংবাদিকতার জনক বলা হয় মাওলানা আকরাম খাঁ'কে। যখন তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন, বাংলার জনগণকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুললেন, ক্ষুরধার লেখনীর নূরের ফিনকিতে যখন সত্যের আলো ঝলকাতে লাগলো তখন ইংরেজরা এই মর্দে মুজাহিদ পরহেজগার ব্যক্তিকে অনেক টাকার প্রলোভন দেখিয়ে পত্রিকায় না লেখার জন্য করজোড়ে অনুরোধ করে। মর্দে মুজাহিদ, দেশপ্রেমিক, ঈমান বিক্রি করে দেয়ার মতো নয়। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে "না" প্রতিউত্তর জানালে ইংরেজরা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। এমনকি তাঁকে হত্যার হুমকি দেয়। তিনি হুংকার দিয়ে বলেন- দেখুন জনাব! আমি জীবনে বহুবার হুমকির শিকার। বন্দুকের গুলিতে অনেক পাখি মেরেছি। আমার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করা হলে আমি হয়তো মারা যেতে পারি এটা ভালো করে জানি। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানবেন! আমাকে বন্দুকের গুলিতে নিহত করা হলে আমার দেহের প্রত্যেক রক্ত ফোঁটা হতে বাংলার বুকে ততজন আকরাম খাঁ পুনর্বার জন্ম হবে।

পরিশেষে বলতে চাই- আলেম সমাজ জাতির হৃদয়ের স্পন্দন। অন্যায়-অবিচার, যুল্ম, নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক মূর্ত আতঙ্ক। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের এক অতন্দ্র প্রহরী। দেশ ও জাতি উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণের এক অনন্য কাণ্ডারী। সোনার মানুষ গঠনের শৈল্পিক কারিগর। তাই আলেম সমাজকে সম্মান করাই মূলতঃ প্রকৃত জ্ঞানীর পরিচয়। ⊠

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

অভিমত

শিক্ষার্থীদের শ্রেষ্ঠ উপহার ক্রেস্ট নয়, বই

-মো. কায়সার আলী*

বিশ্ববিনোদনের প্রাণকেন্দ্র হলিউড আজ শক্তিশালী দাবানলের আগুনে পুড়ে কংকালসারের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আমেরিকার ক্যার্লিফোর্নিয়ার লসএঞ্জেলসের চারিদিকে শুধু আগুনে পোড়া মাটির দগদগে ক্ষত, গন্ধ আর ছাইভস্মের ধ্বংসযজ্ঞের স্মৃতি চিহ্ন বহন করছে। অথচ কিছু দিন সেখানে ছিল কত না হৈ চৈ, প্রাণচাঞ্চল্যে সারাক্ষণ গমগম করত আমেরিকার এই ২য় বৃহত্তম শহরটি। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তোলা ছবিগুলো দেখে পৃথিবীবাসী থমকে গেছে, কেউ কেউ মন্তব্যে লিখছে। তামাম দুনিয়ার কোনো শক্তি যদি সুপার পাওয়ার আমেরিকার এত বড় ক্ষতি করত আজ নিঃসন্দেহে এতক্ষণ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যেত। কিন্তু হায়! এই মহাশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা যে, তাদের হাতের নাগালের বাইরে। তাই বাধ্য হয়ে মুখ বুজে, মাথা নীচু করে সব সহ্য করছে। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে পুড়ে তাদের সকল অহংকার তছনছ করে দিয়েছে। অথচ দমকল বাহিনীর কর্মীরা পাশের মহাসাগর থেকে পানি না নিয়ে অন্যত্র বা দূর অঞ্চল থেকে পানি বহন করে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু কেন? এর কারণ হলো, সমুদ্রের লবণাক্ত পানি দ্রুত মাটির সাথে মিশে গিয়ে মাটির উর্বরতা নষ্ট করে দিবে। তখন বহু বছর ধরে সেখানে কোনো ফসল চাষ করা যাবে না। খাদ্যের অভাব দেখা দিলে হয়তো পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে না। আবার সমুদ্রের পানি দমকলের বিভিন্ন যন্ত্রকেও অকেজো করে দিতে পারে। লোহার যন্ত্রে লবণ যে পরিমাণ মরচে ধরে ফলে সেগুলো আর ব্যবহার করা যাবে না। ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে তারা আগুন নিভানোর জন্য সমুদ্রের পানি ব্যবহার না করে নিজেদের পরিবেশ রক্ষা করেছে। দৈত্যের মতো বিশাল বড় দেশ আমেরিকার ভূখণ্ড অনেক বড়, আর আমাদের ভূখণ্ড তাদের তুলনায় অনেক ছোট্ট। আমরা প্রতিনিয়ত জেনে-শুনে-বুঝে না বুঝে সর্বনাশা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে আমাদের সকল স্তরের পরিবেশের অপূরণীয় মহাক্ষতি করছি। অবৈধ প্লাস্টিক, পলিথন-এর অপব্যবহারে শহরের কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ সবকিছুই অচল করে দিচ্ছে। বর্তমান সরকারে অবৈধ প্লাস্টিক পলিথিনের উৎপাদন বন্ধ করার সৎ সিদ্ধান্ত নিতে না নিতেই হাজার হাজার মানুষ বেকারত্বের শ্লোগান তুলছে। দেশের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে পরিবেশের বিপর্যয় জনতা অব্যাহত রেখেছে। শত শত নদ-নদীগুলো আজ মুমূর্ষু। নেই নদ-নদীগুলোর স্রোত, ঢেউ আগেই হারিয়ে গেছে। এরপর মরার উপর খরার খা হয়ে দেখা দিয়েছে দখল আর দখল। ভূমি খাদকরা নদীর উপর হামলে পড়েছে। অবৈধ বালু উত্তোলন, বৃক্ষ নিধন, পাহাড় কর্তন যেন নিত্যকার সংগী। অপরিকল্পিত নগরায়ন দিনের পর দিন বাড়ছেই। গ্রামের মানুষ একটুখানি সুখশান্তির আশায় আজ শহর-নগরমূখী হচ্ছে। আপত্তি নেই শহর-নগরমূখী হওয়ার। মানুষ বসবাসের পরিবর্তন চাইবে এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে অবৈধ পরিবর্তন চাইবে, তা মেনে নেওয়া যায় না। কিছু কিছু পরিবর্তন মনেপ্রাণে মেনে নিতে ইচ্ছে করে না। যেমন আশি ও নব্বই দশকে বই ছিল আমাদের বিনোদনের ভাণ্ডার। আজকের মতো এত বেশি টিভি, টেলিফোন, খবরের কাগজ তথ্যপ্রযুক্তির সেবা সেসময় ছিল না। ছিল বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠীদের মধ্যে বইয়ের অবাধ বিনিময়। ঠাকুরমার ঝুঁলি, বীরবলের গল্প, ঈশপের রূপকথা রাক্ষসপুরী অজানা কাহিনী আর আলিবাবা চল্লিশ চোরের গল্পভরা বইগুলো এখনও হৃদয়ে দোলা দেয়। আমরা ম্যাকাইভারের মেধা দেখে মুগ্ধ হতাম, হারকিউলিসের শক্তি, সিন্দবাদের অভিযানে শিহরিত হতাম, আলাদীনের গালিচার কার্পেটে ঘুরতাম, টম এন্ড জেরি দেখে কুটি কুটি করে হাসতাম। কল-কথা, রূপকথা আর উপকথার রংগিন শব্দগুচ্ছের বই প্রকাশ পেলেই আমরা যে যেভাবে পারি কিনতাম অথবা যোগাড় করে পড়তাম। সরকারী, বেসরকারী পাঠাগারে গিয়ে চুপচাপ বই পড়ে তা তাদের বড় খাতায় এন্ট্রি করে দিয়ে চলে আসতাম। এক একটি বই, এক একজন জ্ঞানী গুণী মানুষের নীরব ভাষা। জ্ঞানী গুণী মানুষের চিন্তার ফসল। বই পাঠকের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। প্রকৃত পাঠকেরা বই পাঠে সুখ উপভোগ করে। [পরবর্তী অংশ ৩২ পৃষ্ঠায় দেখুন]

* *লেখক, শিক্ষক, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট।*

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

মহিলা জগত

ধর্ষণের জালে বন্দী নারী : কোথায় মুক্তি

✍ ওবায়দুল্লাহ বিন মুসা*

অনলাইনে প্রবেশ করে স্ক্রল করলেই শুধু ধর্ষণের নিউজ এছাড়াও দৈনন্দিন পেপার পত্রিকাতে তো আছেই। ধর্ষণের এই খপ্পর থেকে রেহাই পায়নি ছয় বছরের শিশু আর পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীও। তবে কতদিন চলবে কুকুরের এই আচরণ? কতদিন আর হয়রানী করা হবে মা বোনদের? কতদিন আর লজ্জিত হয়ে আত্মহত্যা করবে নারীরা? তারা কি এই 'আযাব থেকে নিরাপদ বা মুক্তি পাবে না? কিভাবেই বা মুক্তি পাবে ধর্ষন নামক 'আযাব থেকে? নিশ্চয় রয়েছে মুক্তির পথ!

ধর্ষণ, মানব সভ্যতার এক গভীর ক্ষত, যা যুগে যুগে নারী ও মানবতাকে কলঙ্কিত করেছে। এটি শুধু একটি শারীরিক আক্রমণ নয়; বরং একটি গভীর মানসিক ও সামাজিক সহিংসতা, যা একজন নারীর আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতা এবং জীবনের মৌলিক অধিকারকে নির্মমভাবে হরণ করে। এই ঘৃণ্য অপরাধ শুধু ভুক্তভোগীর জীবনকেই ধ্বংস করে না; বরং পুরো সমাজকে বিষাক্ত করে তোলে, যেখানে নারী ও শিশুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

প্রিয় পাঠক! ধর্ষণের শিকার নারী শুধু শারীরিক যন্ত্রণাই ভোগ করেন না; বরং গভীর মানসিক আঘাত, সামাজিক লজ্জা এবং দীর্ঘস্থায়ী ভয়ের শিকার হন। এই অপরাধের প্রভাব প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে, যা সমাজের প্রতিটি স্তরে অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করে। গত কয়েকদিন ধরেই আমরা অবলোকন করছি যে, দেশে ধর্ষনের রূপ ভয়াবহ আকার ধারন করেছে। এই আলোচনায় আমরা ধর্ষন নামক কুকর্ম থেকে মুক্তি লাভের উপায় সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব ইন্‌শা-আল্লাহ।

ধর্ষণ প্রতিরোধে করণীয়

বিধান কার্যকর করা : ধর্ষণকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করার জন্য একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম বিধান দিয়েছে। সার্বজনীন একটি স্বীকৃত বিষয় যে, ইসলামের বিধান যদি বাস্তবায়ন না করা হয় তাহলে এ সকল অপরাধ এবং কুকর্ম আমাদের সমাজ থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব নয়। ইসলামের বিধানগুলো এত শক্ত ও জোরালোভাবে করা হয়েছে যেন বিধানটা যদি একবার বাস্তবায়িত হয় দ্বিতীয়বার অপরাধ দমন করার জন্য আর সচেতন করতে হবে না; বরং জনগণ এমনিতেই সতর্কিত হয়ে যাবে। যা ইতিপূর্বে খোলাফায়ে রাশেদার আমলে প্রমাণিত হয়েছে। শুধু তাই নয় গবেষকগণ বলেছেন বাংলাদেশে ২০২৪ সাল পর্যন্ত যতগুলো ধর্ষণ হয়েছে তার অর্ধেকও বিচার করা হয়নি। যা মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) গত তিনবছরের পরিসংখ্যানে ফুটে উঠেছে।

ধর্ষকের শাস্তি : কেউ যদি কোনো নারীকে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে তাহলে তাতে দু ধরণের অপরাধ সংঘটিত হয়। সুতরাং তার শাস্তিও দু'প্রকার।

একটি অপরাধ হলো– যিনা বা ব্যভিচার। ইসলামী ফৌজদারি আইন অনুযায়ী এর শাস্তি হলো, বিবাহিত হলে রজম তথা পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা আর অবিবাহিত হলে একশ চাবুকাঘাত।

উল্লেখ্য যে, পারস্পারিক সম্মতিতে যিনা সংঘটিত হলেও ইসলামের এই কঠিন বিধান প্রয়োগ করা হবে।

অপরটি হলো, অপহরণ বা শক্তি প্রয়োগ। এটি ডাকাতি পর্যায়ের অপরাধ। এর শাস্তি নিম্নরূপ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্ত ও পদযুগল বিপরীত দিক থেকে (যেমন ডান হাত ও বাম পা অথবা বাম হাত ও ডান পা) কর্তন করা হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।"[৮৭]

---

* *অধ্যায়নরত, দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্স, বাঘা, রাজশাহী।*

[৮৭] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৩৩।*

শরিয়া কোর্টের বিচারকগণ সার্বিক দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে যথাযথ সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অপরাধীর উপর উপরোক্ত কুরআনের আইন বাস্তবায়ন করবেন।

উল্লেখ্য যে, ২য় আইনটির ক্ষেত্রে ব্যভিচার করা শর্ত নয়। অর্থাৎ- কেউ যদি অস্ত্রের মুখে কোনো নারীকে অপহরণ করে বা জোর পূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা চালায় তাহলে তার উপর উক্ত আইন বাস্তবায়িত হবে; ধর্ষণ হোক বা না হোক। আর ধর্ষণ হলে তখন অপরাধ দু'টি বলে গণ্য হবে এবং দু'টিরই শাস্তি বাস্তবায়িত হবে।

✍ এ শাস্তি কেবল ধর্ষণকারীর উপর প্রয়োগ হবে; ধর্ষিতার উপর নয়। কেননা, ধর্ষিতা এখানে নিরপরাধ; বরং সে যুল্মের শিকার হয়েছে।

✍ বিবাহিত ও অবিবাহিত নারী/পুরুষ যিনা করলে বিবাহিত ব্যক্তির উপর বিবাহিতের জন্য যে দণ্ড তা প্রয়োগ হবে আর অবিবাহিতের উপর অবিবাহিতের জন্য যে দণ্ড তা প্রয়োগ হবে।

ইসলামী আইনে ধর্ষণের শাস্তি সম্পর্কে : ধর্ষক ব্যভিচারের শাস্তির অধীন, যা বিবাহিত হলে পাথর ছুঁড়ে মারা এবং বিবাহিত না হলে একশটি বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন।[৮৮]

কিছু পণ্ডিত তাকে মহিলার মোহরানা দিতে বলেন।

ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : "যে পুরুষ কোনো নারীকে ধর্ষণ করে, সে কুমারী হোক বা ধর্ষিত না হওয়া নারী, সে সম্পর্কে আমাদের জন্য বিধান : যদি সে স্বাধীন হয়, তাহলে তাকে তার মতো কারো মোহরানা দিতে হবে এবং যদি সে দাসী হয়, তাহলে তাকে তার মূল্যের চেয়ে কম মূল্য দিতে হবে এবং এর শাস্তি ধর্ষকের উপর বর্তাবে এবং এই সব ক্ষেত্রে ধর্ষিত নারীর জন্য কোনো শাস্তি নেই।"[৮৯]

ধর্ষক যিনার শাস্তির আওতায় পড়বে, যদি না তাকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করা হয়। যদি তাকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে হুমকি দেওয়া হয়, তাহলে তাকে একজন যোদ্ধা হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং মহান আল্লাহর বাণীতে উল্লেখিত শাস্তি তার জন্য প্রযোজ্য :

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে তাদের একমাত্র শাস্তি হলো তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে অথবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা। এটাই হবে তাদের জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।"[৯০]

শাসক এই মহান আয়াতে উল্লিখিত চারটি শাস্তি থেকে যা উপযুক্ত মনে করেন তা বেছে নেন এবং স্বার্থ অর্জন করেন, যা হলো সমাজে নিরাপত্তা ও নিরাপত্তার বিস্তার এবং দুর্নীতিবাজ আগ্রাসকদের প্রতিহত করা।

√ **দ্বীনের জ্ঞান ও রবের ভয় তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া :** ধর্ষণের ভয়াবহতা, ধর্ষণের শাস্তি, ধর্ষণের অপকারিতা এবং এ সকল বিধি-বিধান যদি সার্বজনীন সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় তাহলে ধর্ষণ সমাজ থেকে কমার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও প্রত্যেকটা মানুষের অন্তরে যদি রবের ভয় থাকে তাহলে আর কখনো এতজঘন্য অপকর্মতে মানুষ লিপ্ত হবে না। কাজেই সকলকে তাক্বওয়া অর্জন করতে হবে যার মাধ্যমে ধর্ষণ কমবে। এজন্যই তো আল্লাহ তা'আলা বলছেন—

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

"তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী।"

রবের ভয় যদি অন্তরে না থাকে তাহলে তাকে আরো কোনো কিছু থেকে বাধা প্রদান করা যাবে না। এছাড়াও মানুষের যদি লজ্জা থাকে, হায়া বা শরম থাকে তাহলে তা করবে না। এজন্য নবী (ﷺ) বলেছেন,

إِذَا لَمْ تَسْتَحِيْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ.

যদি তোমার লজ্জা না থাকে তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।[৯১] আল্লাহ পুরুষদের যে আদেশটা দিয়েছেন—

﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ﴾

"মু'মিন পুরুষদেরকে বলো, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।"[৯২]

[৮৮] *শায়খ আব্দুল্লাহেল হাদী (হাফিযাহুল্লা-হ)-এর উত্তর থেকে।*
[৮৯] *সমাপ্ত উদ্ধৃতি। আল মুওয়াত্তা- ২/৭৩৪।*
[৯০] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৩৩।*
[৯১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬১২০।*
[৯২] *সূরা আন্ নূর : ৩০।*

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

এই আদেশ যে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দিয়েছেন অথচ আমরা এটিকে লঙ্ঘন করে তার অবাধ্য হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছি, এর কারণে যে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন আমরা কি তাকে ভয় করব না? আমাদের জ্ঞান কি ফিরবে না?

√ **অতি প্রয়োজন ব্যাতীত এবং নন মাহরাম ও সৌন্দর্যতা অপ্রকাশ ব্যাতীত নারীদের বাহির না হওয়া :** বর্তমানে হাটবাজারে রাস্তাঘাটে শহর গঞ্জে মহিলাদের চলাচল সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছাড়াও তারা শহর ঘাটে ঘোরাফেরা করছে। নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করে তারা বাহিরে বের হচ্ছে যার কারণে দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা তাদেরকে অবরোধ করছে এর জন্য দায়ী সে সকল বেহায়াপনায় লিপ্ত নারীরা আল্লাহ তা'আলা বলছেন–

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ﴾

“এছাড়াও নারীরা তারা মাহরাম ছাড়াই যেখানে সেখানে ঘোরাফেরা করে যা তাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।”

ইসলাম এজন্যই মহিলাদেরকে অপ্রয়োজনে বাহিরে বের হতে নিষেধ করেছে এবং ঘরে থাকতে আদেশ করেছে। যা তাদের জন্য কল্যাণকর অতিপ্রয়োজনে যেমন চিকিৎসার জন্য বা কোনো আত্মীয়-স্বজনকে দেখার জন্য তারা বের হতে পারে এটা তাদের প্রয়োজনীয়। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে,

﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

“আর মু'মিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না।”[৯৩]

প্রিয় বোনেরা! আল্লাহ তা'আলা কে ভয় করুন নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করুন। শয়তানের ফাদে পা দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

আল্লাহ তা'আলা সকল মা বোনকে নিরাপদে থাকার তাওফীক্ব দিন –আমিন। ☒

[৯৩] *সূরা আন্ নূর : ৩১।*

শিক্ষার্থীদের শ্রেষ্ঠ উপহার ক্রেস্ট নয়, বই

[২৯ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

মানুষ স্বভাবতই সুখ প্রত্যাশী। ভবিষ্যৎ সুখী জীবন যাপনের জন্য মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বা জীবন গড়ার সময় হলো ছাত্রজীবন। সুখের সাথে শরীর ও মনের সুসম্পর্ক রয়েছে। এই শরীর ও মনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন শরীরচর্চা, খেলাধূলা, শারিরীক পরিশ্রেম। সুশিক্ষার অংশ হিসাবে খেলাধুলা বা ব্যায়ামের বিকল্প নেই। এখন সারাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খেলাধূলা চলছে, চলুক অসুবিধা নেই। কিন্তু আমরা ইদানিং দেখতে পাচ্ছি খেলাধুলায় বিজয়ীদের পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হচ্ছে থালা, বাটি, মগ, গ্লাস, প্লেট ইত্যাদি। ভালো ফলাফলে, বিজয়ে, সাফল্যে বা অভিবাদনে দেওয়া হচ্ছে ক্রেস্ট। মেটাল ক্রেস্ট, ক্রেস্টাল ক্রেস্ট বা প্লাস্টিকের ক্রেস্ট, সম্মাননা স্মারক, মেডেল ইত্যাদি। যা শো-কেশের সৌন্দর্য বাড়াবে। কিন্তু আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলুনতো ক্রেস্ট কি বইয়ের বিকল্প হতে পারে? কালের পরিবর্তনে কি আমাদের মন মানসিকতার সাথে রুচিরও পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দেখাদেখি বিভিন্ন কোচিং সেন্টার, ক্লাব, ছাত্র সংগঠনগুলো ক্রেস্ট প্রদান করছে। আমি উপহার হিসেবে ক্রেস্ট প্রদানের বিপক্ষে নই। তবে কোমলমতী শিক্ষার্থীদের উন্নত চরিত্র গঠনের জন্য, ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য, আত্মবিশ্বাসী ও জ্ঞানের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য বইয়ের বিকল্প ক্রেস্ট প্রদান সমর্থন করি না। যদি ক্রেস্ট প্রদান করতেই হয় তবে কমপক্ষে পুরস্কারের একটি বই এর সাথে সাথে একটি ক্রেস্ট দিতে পারেন। যে কোনো অনুষ্ঠানে হোস্ট বা গেস্টদের একটি কথা বিনয়ের সাথে বলতে চাই, ক্রেস্ট যদি হয় মানব শরীরের অলংকার তবে বই হবে শরীরের অর্গান। অলংকার সৌন্দর্য বাড়ায় আর অর্গান না থাকলে আপনি প্রতিবন্ধী। অর্গান এবং অলংকার কোনটা শ্রেষ্ঠ, সে বিচার আপনার? সুপার পাওয়ার আমেরিকা তাদের পরিবেশ রক্ষায় বদ্ধপরিকর আর আমরা সর্বত্র পরিবেশ ভাংগার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। শিক্ষানুরাগী বা বিদ্যোৎসাহী মহানুভব মানুষদের শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার বই বাধ্যতামূলকভাবে প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি বা আন্দোলনে কার্যকর ভূমিকা দেখতে চাই। বই হোক একমাত্র সম্মাননা স্মারক এবং স্টুডেন্টদের অ্যাওয়ার্ড, অন্য কিছুই নয়। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

আন্তর্জাতিক

ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ ও মিসর সংকট

মূল : আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন সাঈদ রাসলান
অনুবাদ : মাহফুজুর রহমান ইবন আব্দুস সাত্তার

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং তিনিই সৎকর্মশীলদের অভিভাবক। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। তাঁর প্রতি কিয়ামত অবধি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

পরকথা হলো– এমন সংকটের মুখোমুখি শুধু আমাদের মিশরই নই; বরং আমাদের সমগ্র উম্মাহই। কিছুদিন পূর্বে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পশ্চাদপসরণ দেখা গেছে।

তবে সম্ভবত এটি কেবল তার একটি কৌশলগত পশ্চাদপসরণ।

অনেকেই হয়তো ভাববেন যে, যেহেতু ঘোষিত পরিকল্পনা থেকে সে পিছিয়ে এসেছে তাহলে সংকট শেষ এবং আর কোনো উচ্ছেদ করা হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি এ রকম মনে করে, সে ইয়াহুদিদের, বিশেষ করে তাদের আদর্শগত ভিত্তি-সায়োনিজম ও ম্যাসোনিজম-সম্পর্কে কিছুই জানেন না। কারণ যদি তাদের সামনে একটি পথ বন্ধ হয়ে যায়, তারা শত নতুন পথ খোঁজে। ঠিক শয়তানের মতো, যে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য একটি পথ দিয়ে প্রবেশ করতে না পারলে অন্য পথ ধরে আসে।

এ কারণেই দখলদার ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তার সেনা কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে, যেন তারা ফিলিস্তিনীদের 'স্বেচ্ছাসম্মত' উচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রায় দুই লাখ গাজাবাসী নিজেদের দুর্দশার কারণে স্বেচ্ছায় দেশ ছাড়তে চাইছেন।

মাসের পর মাস তারা যে দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। দক্ষিণ থেকে উত্তরে স্থানান্তরের পর সেখানে শুধুই ধ্বংসস্তূপ দেখতে পেয়েছেন। বাসস্থান বলতে কিছুই নেই। সেখানে জীবনযাপন অত্যন্ত কঠিন। রাতের তাপমাত্রা দুই-তিন ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসে। অথচ কোনো গরম কাপড়, বিছানা, দেয়াল, ছাদ নেই যা শীত থেকে রক্ষা করতে পারে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শিশুরা মারা যাচ্ছে। খাবার নেই, পানি নেই, বিদ্যুৎ নেই, চিকিৎসা নেই। চারিদিকে শুধুই দুর্ভোগ।

প্রতিবেদনগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, প্রায় দুই লাখ গাজাবাসী দেশত্যাগ করতে চাইছেন। নেগেভ মরুভূমিতে একটি বিমানবন্দর প্রস্তুত করা হচ্ছে, যেখানে "বানর ও শূকরের উত্তরসূরিরা" (তাদের ঘৃণাভরে উল্লেখ করা হয়েছে) সেইসব ফিলিস্তিনিদের একত্র করবে, যারা দেশত্যাগ করতে চায়। তাদের দিয়ে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করানো হবে, যাতে লেখা থাকবে যে, তারা কখনো ফিরে আসবে না। এরপর তাদের অন্য কোনো দেশে পাঠানো হবে। সেখানে সামান্য কিছু আর্থিক সুবিধা দেওয়া হবে শুধু এই শর্তে যে তারা আর কখনো ফিলিস্তিনে ফিরে আসবে না!

এটাই আসল বিপদ! মানুষ ভাবছে, যদি কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষিত আকারে বাস্তবায়ন না হয়, তাহলে সেটি বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়! পরিকল্পনা চলছে, কৌশল বদলাচ্ছে, কিন্তু লক্ষ্য একটাই– 'ফিলিস্তিনকে ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া!'

★ আমেরিকার নির্বোধ নেতা সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধেই শত্রুতা করছে!

এই ব্যক্তি-আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট-সম্ভবত আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ নেতা, সে শুধু নিজ দেশেই নয়, গোটা বিশ্বেও বিপর্যয় ডেকে এনেছে। তার প্রেসিডেন্সির মাত্র তিন সপ্তাহ পার হয়েছে, অথচ ইতোমধ্যেই সে সমগ্র বিশ্বের বিরোধিতা কুড়িয়েছে এবং আমেরিকাকে এক কঠিন সঙ্কটের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

শুধু তা-ই নয়, সে নিজ দেশের জনতা সমাজকেও বিভক্ত করে ফেলেছে। বর্তমানে আমেরিকার জনসমাজ কার্যত দুই ভাগে বিভক্ত। রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটরা পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এই নেতা কোনো সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক কৌশল নয়; বরং একেবারে দৃষ্টিহীন ও অগোছালো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। যা আমেরিকাকে আরও গভীর অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এমনকি ইউরোপের সঙ্গেও শত্রুতা সৃষ্টি করেছে সে। ন্যাটোর সামরিক শক্তি এখন সরাসরি প্রস্তুত রয়েছে। কারণ সে ডেনমার্কের মালিকানাধীন একটি দ্বীপ দখল করতে

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

চায়। আর ডেনমার্ক ন্যাটোর সদস্য হওয়ায় এই আগ্রাসন প্রতিহত করতে ন্যাটোও সামরিক প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এই ব্যক্তি সমগ্র বিশ্বকে এক অদ্ভুত সংকটে ঠেলে দিচ্ছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে ইউরোপ এখন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে ভাবছে এবং সামরিক দিক থেকেও সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

সে ডেনমার্কের গ্রীনল্যান্ড দ্বীপ দখল করতে চায় কিন্তু; ইউরোপ তাকে তা কখনোই করতে দেবে না। আর যদি সে সামরিক শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করে তাহলে এক ভয়ংকর যুদ্ধ বাধবে। যা সবকিছু ধ্বংস করে দেবে, সবুজ বনানী থেকে শুরু করে শুষ্ক মরুভূমি পর্যন্ত সবকিছু ছারখার করে ছাড়বে।

এছাড়াও, সে পানামা খাল দখল করার চেষ্টা করেছিল! সে কয়েকজন মার্কিন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল যারা পানামার সরকারকে এই খালকে মার্কিন মালিকানাধীন করার ব্যাপারে দর-কষাকষি করতে বলেছিল। তবে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু সে মনে করল যেন পানামা খাল ইতোমধ্যেই তাদের হয়ে গেছে। তাই সে মার্কিন জাহাজগুলোর জন্য আদেশ জারি করল যেন তারা পানামা খাল দিয়ে পারাপারের জন্য কোনো শুল্ক না দেয়।

পানামার কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলো যে, মার্কিন জাহাজগুলোকেও অন্যান্য দেশের জাহাজের মতোই শুল্ক দিতে হবে।

শুধু পানামা খাল নয়, সে কানাডাকেও আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত করতে চায়! মেক্সিকোর সঙ্গে তার গুরুতর সমস্যা রয়েছে। ইউরোপের সব দেশ ও ন্যাটোর সঙ্গেও দ্বন্দ্ব চলছে। যা সামরিক সংঘর্ষের দিকে ধাবিত হতে পারে।

এতকিছুর পরও সে গোটা আরব ও মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধেও অবস্থান নিয়েছে! তার উদ্ভট ও পাগলাটে চিন্তাধারার মাধ্যমে সে এমন এক প্রস্তাব উত্থাপন করেছে, যা পুরো মুসলিম বিশ্বকে ক্ষুব্ধ করেছে– 'সে গাজা দখল করতে চায়!'

★ আমেরিকার গাজা দখলের চেষ্টা ও আল আকসার বিরুদ্ধে চক্রান্ত : এটি এক বিস্ময়কর যুগ। যেখানে দাবি এক আর বাস্তবতা আরেক। আর এ দুয়ের ব্যবধান আকাশ-পাতালের মতো!

এই যুগে স্বাধীনতা সংরক্ষণের দাবি তোলা হয়, এমনকি মতপ্রকাশের স্বাধীনতারও। আর তা এমন এক পর্যায়ে যে, নাস্তিকতার স্বাধীনতাও স্বাধীনতা সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহকে গালি দেওয়ার স্বাধীনতাও স্বাধীনতা সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত! এটাকেই তারা স্বাধীনতা বলে!

কিন্তু তারপর কী হয়? এরপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর এমনভাবে আক্রমণ চালানো হয়, যা কোনো আইন, কোনো রীতি, কোনো নৈতিকতা, কোনো ধর্মই অনুমোদন করে না! যেমন গাজা দখল করার পরিকল্পনা! যাতে এটি আমেরিকার মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়!

তাহলে কী ঘটছে এসব? কোথায় স্বাধীনতা? কোথায় স্বাধীনতা সংরক্ষণ?

বর্তমানে কিছু কৌশলগত পশ্চাদপসরণ লক্ষ্য করা গেলেও, এটি সাময়িক। মূল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তারা করবেই। কারণ এর পিছনে রয়েছে খ্রিষ্টান জায়নবাদের মতবাদ।

এই সিওনিস্ট খ্রিষ্টানরা এক অদ্ভুত মতবাদ অনুসরণ করে। তারা ইয়াহুদিদের থেকেও বড় জায়নবাদ! যদিও তারা খ্রিষ্টান। তথাপি তারা ইহুদিদের মতোই বিশ্বাস করে যে আল-আকসার স্থানে মন্দির পুনর্নির্মাণ করতেই হবে। তবেই তাদের তথাকথিত 'মাসীহ' আবির্ভূত হবে এবং 'সৌভাগ্যের সহস্রাব্দ' শুরু হবে!

তাহলে তারা এখন এসব কী করছে?

তারা বিশ্বাস করে, "মন্দির তো আসলে আল আকসা মসজিদের নিচে!" এ কারণেই তারা দীর্ঘদিন ধরে মসজিদের নিচে খননকাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে মসজিদের ভিত্তি এতটাই দুর্বল হয়ে গেছে যে, যদি কোনো Sonic Boom উড়ে যায়, তাহলে মসজিদটি নিজ থেকেই ধসে পড়তে পারে!

তারা এই ষড়যন্ত্র করছে একটি কাল্পনিক, অস্তিত্বহীন 'মন্দির' খোঁজার নামে! কিন্তু আসল সত্য হলো এটি তাদের ধর্মীয় 'আক্বীদারই অংশ, যা আল আকসার ধ্বংস ও দখল করেই পূর্ণ হতে পারে! তাই নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এটি কেবল একটি ষড়যন্ত্র নয়; বরং এটি আদর্শগত যুদ্ধ!

ইয়াহুদীদের ফিলিস্তিন ও মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ একটি 'আক্বীদাগত যুদ্ধ।

যে বিষয়টি আমাদেরকে ব্যথিত করে তা হলো, যখন আমরা এই ইস্যুতে আলোচনা করি যে, শত্রুপক্ষের নিকট এর 'আক্বীদাগত শিকড় রয়েছে তখন অনেকেই অস্বীকার ও বিস্ময় প্রকাশ করে; বরং এ কথার তীব্র নিন্দা করে এবং বলে যে, তারা আমাদের সাথে কোনো 'আক্বীদাগত যুদ্ধে লিপ্ত নয়!!

বাস্তবে তারা আমাদের সাথে 'আক্বীদাগত যুদ্ধেই লিপ্ত। এমনকি আমাদের উন্নতি ও উত্থানকে বাধাগ্রস্ত করার

ক্ষেত্রেও, যেমনটি ইশাইয়া বইয়ের ১৯তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে–

“আমি মিশরীয়দেরকে মিশরীয়দের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করব, যাতে ভাই ভাইকে হত্যা করে এবং ভাই ভাইকে বন্দী করে।”

আরও বলা হয়েছে– “নদী শুকিয়ে যাবে, খালগুলো দুর্গন্ধময় হবে এবং মিশরীয়রা তুচ্ছ শহরগুলোতে আশ্রয় নেবে। মাছ ধরা বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ নদী শুকিয়ে যাবে! জলের মধ্যে মৎস্যজীবীদের জন্য কিছুই থাকবে না।”

অতএব, যখন আমরা বলি, এটি তাদের ‘আক্বীদার মৌলিক বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। তখন বুঝতে হবে যে, এটি তাদের দৃষ্টিতে একটি ‘আক্বীদাগত বিষয়। এমনকি দখলদার রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীও গাজার ওপর চালানো আগ্রাসনের সময় ইশাইয়া গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে এটিকে তাদের জন্য রবের প্রতিশ্রুতি হিসেবে উপস্থাপন করেছিল!

এই ভূমি তাদের লক্ষ্যবস্তু, কারণ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এটি রবের প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত।

এই সম্প্রদায়টি কোনো ফাঁকিবাজি বা হাসি-তামাশা করে না; তারা ‘আক্বীদার ভিত্তিতে কাজ করে এবং এই ‘আক্বীদাহ্ বাস্তবায়নের জন্য তারা প্রাণপণ চেষ্টা করে। কারণ তাদের অস্তিত্বই এই ‘আক্বীদার উপর নির্ভরশীল এবং তারা অনেক মানুষকে এই ‘আক্বীদায় প্রভাবিত করেছে। এমনকি এখন “খ্রিষ্টীয় জায়নবাদ” নামে একটি ধারণা প্রচলিত হয়েছে, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এর মধ্যে ডুবে রয়েছে আমেরিকানরা এবং ইংরেজরাও। তারা সবাই এই নীতিতে, এই বিশ্বাসে একত্রিত।

যখন আপনি বলবেন যে, আমেরিকানরা এবং ইংরেজরা খ্রিষ্টীয় জায়নবাদে ডুবে রয়েছে তখন দেখতে পাবেন যে অনেকে বলছে, এটি বলা উচিত নয় এবং এই যুদ্ধ কোনো ‘আক্বীদাগত যুদ্ধও নয়!

কিন্তু হে মুসলিম ও আরবরা, তোমরা কিসের জন্য যুদ্ধ করছ? তোমরা কী চাও?

ইয়াহুদীরা বলে, ফিলিস্তিন আমাদের, এটি আমাদের ভূমি। তারা একটি সম্পূর্ণ জাতিকে তাদের নিজস্ব ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে দিতে চায়। অথচ ভূমি তাদের নিজেরই। ইতিহাস তাদেরই!

তারা জোরগলায় বলে, ফিলিস্তিন আমাদের ইতিহাস, এটি আমাদের ভূমি এবং এখান থেকে তাদের অবশ্যই চলে যেতে হবে। এমনকি মিশরীয়রাও। যারা প্রতিশ্রুত ভূমির মধ্যে রয়েছে, তাদেরও চলে যেতে হবে!!

সুতরাং আমাদেরকে এই ধরনের বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং সমস্যাটিকে তার সঠিক রূপে বুঝতে সচেষ্ট হতে হবে।

মিশরের রাষ্ট্রপতিকে সমর্থন করার জন্য আরব ও ইসলামী সংগঠন এবং জনগণের একতা অপরিহার্য।

সত্যিই বিস্ময়ের বিষয় হলো, এই মুহূর্ত পর্যন্ত আরব লীগ কোনো শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করেনি। এমনকি ইসলামী সহযোগিতা সংস্থাও (OIC) এই ইস্যুতে কোনো দৃঢ় বিবৃতি দেয়নি। ফিলিস্তিনের ইস্যুটি একটি আরব ও ইসলামী ইস্যু। আরব লীগের উচিত ছিল আমাদের মিশরের রাষ্ট্রপতি এবং জর্ডানের রাজা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাথে হোয়াইট হাউসে সাক্ষাতের আগেই একটি জরুরি শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা।

আর শুধু এই অঞ্চলের প্রতিটি আরব এবং প্রতিটি মুসলিম নয়; বরং পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের প্রতিটি মুসলিম ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে ভাবে। এই ইস্যুটি একটি অস্তিত্বের প্রশ্ন। ফিলিস্তিনের ইস্যুটি একটি কেন্দ্রীয় ইস্যু। যার জন্য মুসলিমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংগ্রাম করেছেন। মুসলিমরা দীর্ঘ সময় ধরে এই সমস্যায় ভুগছে। বহু দশক ধরে তারা এই কষ্ট ভোগ করছে।

আমাদেরকে অবশ্যই এই ধরনের বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং এই ইস্যুটি আমাদের হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত থাকতে হবে। এটি আমাদের মুসলিমদের ইস্যু, আমাদের আরবদের ইস্যু। আমাদের মধ্যে এই ইস্যুটি উজ্জ্বল ও প্রজ্জ্বলিত হওয়া উচিত এবং যারা সচেতন নয় তাদের সচেতন করার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো উচিত। কারণ আমরা যে নীরবতা লক্ষ্য করছি, বিশেষ করে সেইসব সংস্থার পক্ষ থেকে, যাদের এই বিষয়ে সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল, যেমন আরব লীগ।

আরব লীগ কেন এখনও একত্রিত হয়নি এবং একটি জরুরি শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করেনি যেখানে তারা একটি দৃঢ় ও স্পষ্ট বিবৃতি দেবে? এই ধরনের ইস্যুতে কোনো রকমের ফাঁকিবাজি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কীভাবে কোনো ভূমি তার মালিকদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যায়?! কীভাবে একটি সম্প্রদায়কে তাদের ভূমি ও ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা যায়?!

গাজায় দুঃখী মানুষের উপর চাপ প্রয়োগের জন্য শয়তানের পরিকল্পনা।

বিপজ্জনক বিষয় হলো– যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তারা চক্রান্ত করছে। যারা কষ্ট ভোগ করছে তাদেরকে কষ্ট

সূচীপত্র ১

লাঘব করার প্রলোভন দেখিয়ে উচ্ছেদ করার পাঁয়তারা করছে। তারা অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ফিলিস্তিনীদের বহিষ্কার করার চক্রান্ত আঁটছে। তারা প্রলোভন দেখিয়ে বলছে, দুই লক্ষ মানুষকে স্বেচ্ছায় স্থানান্তর করা হবে। এছাড়াও যারা যাবে তাদেরকে সুবিধা দেয়া হবে। আর যদি বাকিরা না যায়, তবে হোয়াইট হাউস বা ব্ল্যাক হাউসের ব্যক্তি ইহুদিদের ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ভঙ্গের হুমকি দেবে এবং আবারও আক্রমণ করবে। তখন এই সংখ্যার চেয়েও বেশি মানুষ বেরিয়ে যেতে বাধ্য হবে। এমনকি এ অঞ্চলকে তার অধিবাসী ও মালিকদের থেকে খালি করে দিতে হবে। আর মিশরের জন্য এই ঝুঁকিই হলো সবচেয়ে বড় বিপদ! এটাই হলো আসল বিপদ! এবং এই কষ্ট বাস্তব, আপনি এটি অস্বীকার করতে পারবেন না। আবার আপনি এটাও বলতে পারবেন না যে, "অটল থাকুন এবং ধৈর্য ধরুন!"

কারণ তারা দীর্ঘ সময় ধরে ধৈর্য ধরেছে। দীর্ঘ সময় ধরে অটল থেকেছে। গাজার এই দুঃখী মানুষরা অনেক কিছু সহ্য করেছে এবং এখনও সহ্য করে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষের শক্তির একটি সীমা আছে। মানুষ এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে যেখানে জীবনের সংরক্ষণের স্বাভাবিক আগ্রহ ছাড়া আর কোনো কিছুর প্রতি তার মাথা ঘামায় না। তাই আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তাদেরকে অটল রাখেন এবং তাদের কষ্ট দূর করেন।

আরব লীগ ও ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার (OIC) একটি জরুরি বৈঠক আহ্বানের অপরিহার্যতা।

জরুরি ভিত্তিতে আরব লীগের এক বিশেষ শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করা প্রয়োজন যাতে একটি দৃঢ় ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। OIC যদি ফিলিস্তিনের ইস্যুতে একত্রিত না হয়, তাহলে কখন একত্রিত হবে?! একটি দৃঢ় ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন। যে সিদ্ধান্ত প্রতিটি বিষয়ে পরিষ্কার অবস্থান নেবে।

আর এই বেপরোয়ামি ও পাগলামিকে কেউ মেনে নেবে না। এটা স্পষ্ট যে, শক্তির ব্যবহারেরও একটি সীমা আছে এবং প্রতিটি মানুষকে তার সীমার মধ্যে থাকা উচিত!

আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের দেশ ও সকল মুসলিম দেশকে নিরাপদ রাখেন এবং আমাদের সকলের শেষ পরিণতি যেন উত্তম হয়। মহান আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর, তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবীর উপর। ☒

কবিতা

আল কুরআন

আবু হোরায়রা*

কুরআন মাজীদ সতর্কারী ডেকে বলে সবারে
মুসলমান নাহয়ে কেহো গিয়ে না ঐ কবরে।
পড় তোমার প্রভূর নামে,
তিনি করেছেন সৃষ্টি।
আল কুরআন, আল কুরআন,
আল কুরআন মোদের জীবন বিধান।
আল কুরআন মোদের শান্তির বিধান
যেভাবে থাকো তুমি
আল কুরআন মেনে চলো তুমি
ন্যায় অন্যায় জেনে বুঝে সত্য পথে চলে
পাবে শান্তি তুমি সারাক্ষণ 'আমলকারী হলে।
নিজ ইচ্ছা মতো চলা যাবে না।
যার ফল ভালো হবে না।
গোটা জাতির শান্তি আনতে পারে যেটা
তুমি আমি গোটা জাতি চিন্তা করতে পারি সেটা।
আল কুরআন, আল কুরআন
মহান রবের মহা বিধান।
আল কুরআন মেনে চলো তুমি
জীবনে সবখানে জান্নাত পেয়ে
ধন্য হবে তুমি জান্নাত পেয়ে।
আল কুরআন, আল কুরআন মোদের জীবন বিধান
আমরা যদি না মানি হবো,
মূর্খের মতো সমান।
জীবন বিধান অনুসারে মুসলিম হওয়া দরকার
পরকালের বিপদ হতে নাজাত পাওয়া দরকার।
আল কুরআন মোদের জীবন বিধান
সবাই জানে তাদের মধ্যে আনে না ইমান।
আল কুরআন মোদের শান্তি আনতে পারে
জীবন মরণে ভালো ফলাফল দিতে পারে।
যতদিন পর্যন্ত আমাদের জীবন আছে
আল কুরআন মোদের রাখব কাছে।
আল কুরআন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের
জীবন মরণে ভালো মন্দ সব বলা হয়েছে

কিছু মানব আর কিছু মানব না
তা হবে না, তা হবে না।

---

* বগুড়া।

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

জমঈয়ত সংবাদ

মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ায়-২০২৫ ঈ. চূড়ান্ত হেফয প্রতিযোগিতা

বিগত ৩০/০১/২০২৫ ইং যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ায় ২০২৫ সনের চূড়ান্ত হেফয প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২২/০২/২০২৫ ইং বাদ 'আসর মাদ্রাসা মসজিদে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উক্ত চূড়ান্ত হেফয প্রতিযোগিতায় ৯৮ জন ঢাকা ও আশ-পাশের আহলে হাদীস মাদ্রাসার হাফিয ছাত্ররা অংশ গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে মমতায বিভাগে ৩০ জন, জা. জি. বিভাগে ১৯ জন, জা. বিভাগে ১৬ জন ও মাকবুল বিভাগে ১২ জন পাশ করে।

১ম. আম্মর, মাদ্রাসাতুল হাদীস। তাকে ৫ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২য়. মুহা. খাইরুল ইসলাম, এম. এম. আরাবিয়া, তাকে ৩ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

মুমতাজদের ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা, জা. জি.দের ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা, জা. দের ৩০০/- (তিনশত) টাকা ও মাকবুল দের ২০০/- (দুইশত) টাকা প্রদান করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের রমাযান শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

গত ৩ মার্চ ২ রমাযান রোজ সোমবার সকাল ১১ ঘটিকা হতে বিকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত অধ্যক্ষ মনিরুদ্দিন জামিআতুল হুদা আস-সালাফিয়া মাদ্রাসা জামে মসজিদ, মাতাইন, রসূলপুর এ নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের রমাযান শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয় উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শাইখ অধ্যাপক ফজলুর বাড়ি খান (মিয়া সাহেব) সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। প্রধান অতিথি হিসেবে আসন গ্রহণ করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি শাইখ অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী। সহ-সভাপতিত্ব করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের অন্যতম সহ-সভাপতি জনাব আলহাজ্জ মাওলানা নুরুল আলম, প্রতিষ্ঠাতা, অত্র মাদ্রাসা। বিশেষ অতিথি হিসেবে আসন গ্রহণ করেন জনাব এ এন এমডি মহিউদ্দিন মোল্লা সভাপতি, মাধবদী জমঈয়তে আহলে হাদীস কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ। জনাব আলহাজ্জ ইঞ্জিনিয়ার আহসান আব্দুর রব শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ মোঃ ইসমাঈল হোসেন, উপদেষ্টা, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। প্রধান আলোচক, শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খাঁন মাদানী, সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ ড. মোজাফফর বিন মুহসিন, সদস্য, নির্বাহী পরিষদ, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ মাসউদুল আলম আল উমরী, দাওয়াহ ও মিডিয়া বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ হাফেজ হাফিজুর রহমান, সভাপতি নরসিংদী জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ মোঃ ইকবাল হাছান, সেক্রেটারি, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়ত। শাইখ মোঃ আবুল হোসেন, সহ-সেক্রেটারি, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়ত। শাইখ আঃ রহমান মাদানী, সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান। শাইখ মুস্তাকিম মাদানী, অধ্যক্ষ, মাওঃ মনিরুদ্দিন জামিআতুল হুদা আস্ সালাফিয়্যাহ। শাইখ মনির হোসেন, সদস্য, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়ত। শাইখ আওলাদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান। শাইখ শাহীন আলম, শিক্ষক, অত্র মাদ্রাসা।

উপস্থাপনায় ছিলেন মুহাম্মাদ রমজান মিয়া, সাধারণ সম্পাদক নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান ও সদস্য, মাজলিসে আম, কেন্দ্রীয় শুব্বান।

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মাহে রমাযানে ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিগত ৬ রমাযান ঝিনাইদহ সদর উপজেলাধীন চৌরকোল এলাকা জমঈয়তের উদ্যোগে রমাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য চৌরকোল কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে সকাল ১১টায় দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পাশ্ববর্তী এলাকা ও শাখা হতে দায়িত্বশীলসহ বিভিন্ন পর্যায়ের মুসল্লীদের উপস্থিতিতে মসজিদটি কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন জেলা, এলাকা ও শাখা জমঈয়ত

নেতৃবৃন্দ। এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি মাস্টার মোঃ আসগর আলীর উপস্থাপনায় এলাকা জমঈয়তের সভাপতি অধ্যাপক মিকাঈল ইসলামের সভাপতিত্বে খুলনা আল-মা'হাদ সালাফীর মেধাবী ছাত্র হাফেজ মোঃ আব্দুল্লাহ-এর কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সূচনা করা হয়। ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি মোঃ আব্দুল জলিল খাঁন, জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি অধ্যাপক মিকাঈল ইসলাম, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি মোঃ আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. ইকরামুল হক, জেলা জমঈয়তের কোষাধ্যক্ষ মো. খালিদ হাসান, সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা মো. আব্দুস সামাদ, জেলা জমঈয়তের দা'ওয়াহ ও তাবলীগ বিষয়ক সম্পাদক হাফেজ মাওলানা মো. আরজুল্লাহ, চৌরকোল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো. আলাউদ্দীন, জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা সৌদী প্রবাসী মো. আক্তার রহমান, এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি মাস্টার মোঃ আসগর আলী প্রমুখ।

"রমাযানে মু'মিনের করণীয়-বর্জনীয় এবং সমাজ চিত্র" বিষয় শীর্ষক জুমু'আর খুৎবাহ্ প্রদান করেন জেলা জমঈয়তের সভাপতি জনাব মো. আব্দুল জলিল খাঁন। বাদ সালাতুল আসর উপস্থিত মেহমানদের মধ্যে ইফতার বিতরণ ও দু'আর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন জেলা জমঈয়তের সভাপতি মো. আব্দুল জলিল খাঁন।

দু'আর আবেদন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর অন্যতম সহ-সভাপতি ও ঐতিহ্যবাহী মাদ্‌রাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকার উপাধ্যক্ষ শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী গুরুতর অসুস্থ হয়ে সবশেষে ঢাকার ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে ঢাকার নিজ বাস ভবনে চিকিৎসাধীন আছেন। তার আশু আরোগ্য কামনা করে সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ জানিয়েছেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী।

মহান আরশের অধিপতি সম্মানিত শাইখকে দ্রুত ও পরিপূর্ণ শেফা দান করুন –আমীন।

মৃত্যু সংবাদ

গাইবান্ধা জেলা শহরের পশ্চিমপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদের সদস্য, জেলা জমিয়তের সম্মানিত সুধী উপদেষ্টা আলহাজ্জ আজিজুল ইসলাম মণ্ডল গত ৬ রমাযান বাদ জুমু'আহ্ নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ২জন পুত্র ও ২ কন্যাসহ অনেক আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

তার জানাযার সালাতে ইমামতি করেন জেলা জমঈয়ত সেক্রেটারি আব্দুস সামাদ আজাদ। মরহুমের জানাযায় জেলা জমঈয়তের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দেশের সকল মুসলিম ভাইদের কাছে দু'আ চেয়েছেন জেলা জমঈয়ত সেক্রেটারি, গাইবান্ধা।

কবিতা

মহান আল্লাহর প্রাইজ

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক

আল্লাহ তা'আলার হাতে যদি
প্রাইজ নিতে চাও
শা'বান থেকে রমাযানেরই
প্রস্তুতি নাও।
সিয়াম রাখলে আল্লাহ তা'আলা
কী যে দারুণ খুশি হন
বান্দা আমার মানছে হুকুম
ফেরেশ্‌তাদের ডেকে কন।
নিজেই আমি দেব জাযা
সবাইকে বলে দাও।

সিয়াম ছেড়ে দিও না কেউ
দোহাই দিয়ে গ্যাস্ট্রিকের
আল্লাহ তা'আলা রাখেন মনের খবর
মরার পরে পাবে টের।
বাঁচার কোনো পথ পাবে না
দরজা দিয়ে যতই খাও।

সিয়াম পালন করলে হবে
আল্লাহ তা'আলার মেহমান
খুশিতে খুব উঠবে নেচে
সিয়ামকারীর দেহপ্রাণ।
আল্লাহ তা'আলা দিবে হুকুম
রাইয়ান দিয়ে স্বর্গে যাও।

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

স্বাস্থ্য-গণসচেতনতা

ইফতারে খেজুর : সিয়ামের ক্লান্তি দূর করবে

খেজুর দিয়ে ইফতার করা সুন্নাত। কিন্তু পুষ্টিগুণ বিচারে শুধু রমাযান মাসে নয়, সারা বছরই খাদ্যতালিকায় রাখতে পারেন খেজুর। খেজুরে অ্যামিনো এসিড, প্রচুর শক্তি শর্করা ভিটামিন ও মিনারেল প্রভৃতি উপাদান রয়েছে। রোযায় দীর্ঘ সময় খালি পেটে থাকার কারণে দেহে প্রচুর গ্লুকোজের ঘাটতি দেখা দেয়। তখন এই উপাদানগুলো শরীরের প্রয়োজনীয় গ্লুকোজের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে। খেজুর শারীরিক দুর্বলতা দূর করে শক্তি বাড়াতে ভূমিকা রাখে। তাই সারা দিনের ক্লান্তি দুর করতে প্রতিদিন ইফতারে খেজুর রাখুন।

খেজুরের আরও নানা স্বাস্থ্য উপকারিতা :

ক্যানসার প্রতিরোধে : খেজুরে আঁশ থাকায় তা কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। এছাড়া ফুসফুসের সুরক্ষার পাশাপাশি মুখগহ্বরের ক্যান্সার রোধ করে খেজুর।

হৃদরোগীদের জন্য উপকারী : খেজুর হৃদয়ের কর্মক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি রক্ত পরিশোধন করে। এছাড়া এটি হৃদপিণ্ডের সংকোচন প্রসারণও সঠিক রাখে। তাই হৃদরোগীদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় খেজুর রাখা উচিত।

মুটিয়ে যাওয়া রোধে : খেজুর ক্ষুধার তীব্রতা কমিয়ে আনে। ফলে সহজেই মুটিয়ে যাওয়া রোধ করা যায়। আবার খেজুরে বিদ্যমান গ্লুকোজ শরীরের প্রয়োজনীয় শর্করার ঘাটতি পূরণের পাশাপাশি এর আঁশ কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে।

হাড় গঠনে : খেজুরে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম রয়েছে। এই উপাদানটি হাড় মজবুত করে ও হাড়ক্ষয়ের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে।

পেটের সমস্যা সমাধানে : পেটের নানা সমস্যা সমাধানে খেজুর খাওয়ার বিকল্প নেই। এটি মুখে রুচি আনার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ায়।

দৃষ্টিশক্তি বাড়ায় : খেজুরে বিদ্যমান ভিটামিন এ দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। এছাড়া রাতকানা রোগ প্রতিরোধেও এটি কার্যকর।

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে : খেজুরের আঁশ থাকায় তা পরিপাকে সাহায্য করে। ফলে সহজেই কোষ্ঠকাঠিন্যের হাত থেকে বাঁচা যায়। এছাড়া খেজুর হজমবর্ধক, পাকস্থলী ও যকৃতের শক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে।

প্রসবকালীন সময়ে মায়ের জন্য : খেজুর প্রসব যন্ত্রণা কমাতে সাহায্য করে। অন্তঃসত্ত্বা নারীরা খেজুর খেলে এটি জরায়ুর মাংসপেশি দ্রুত সংকোচন-প্রসারণ ঘটিয়ে তাড়াতাড়ি প্রসব হতে সাহায্য করে এবং প্রসব-পরবর্তী কোষ্ঠকাঠিন্য ও রক্তক্ষরণ কমিয়ে দেয়।

যে কোনো ফলের চেয়ে খেজুরের পুষ্টিগুণ অনেক বেশি। তাই প্রতিদিনের ইফতারের তালিকায় প্রত্যেক সদস্যের জন্য একটি করে খেজুর রাখা যেতেই পারে। নিয়মিত খেজুর খান, সুস্থ থাকুন।

নিয়মিত লেবুর পানি পানের বিস্ময়কর উপকারিতা

এক গ্লাস পানি এবং একটা অর্ধেক লেবু। এই দু'টি উপাদানের সহযোগে বানানো শরবত রাত দিন খেলেই দেখবেন ডাক্তারের চেম্বারের ঠিকানা আপনি একেবারে ভুল গেছেন। কেননা একাধিক স্টাডিতে দেখা গেছে, নিয়মিত লেবু পানি খাওয়া শুরু করলে ছোট-বড় কোনও রোগই ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। সেই সঙ্গে মেলে আরও অনেক উপকার। যেমন ধরুন–

লিভারের রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে : একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত লেবু পানি খেলে লিভারে উপস্থিত ক্ষতিকর টক্সিক উপাদানেরা বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। ফলে লিভারের কোনও ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা যায় কমে।

পুষ্টির ঘাটতি দূর হয় : লেবু পানির ভেতরে যে কেবল ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মজুদ থাকে, তা নয়, সেই সঙ্গে উপস্থিত থাকে পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম এবং আরও কত কী, যা দেহের ভেতরে পুষ্টির ঘাটতি দূর করে শরীরকে শক্তপোক্ত রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

দেহের ভেতরে পি এইচ লেভেল ঠিক থাকে : ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে লেবু পানি খেলে দেহের ভেতরে পি এইচ লেভেলের ভারসাম্য ঠিক থাকে। ফলে ভেতর এবং বাইরে থেকে শরীর এতটাই চাঙ্গা হয়ে ওঠে যে দেহের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে সময় লাগে না।

টিবি রোগের চিকিৎসায় কাজে আসে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গবেষণা পত্রে এমনটা দাবি করা হয়েছে, টিবি রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত ওষুধের সঙ্গে লেবুর মতো ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল যদি খাওয়া যায়, তাহলে ওষুধের কর্মক্ষমতা মারাত্মক বৃদ্ধি পায়। ফলে রোগের প্রকোপ কমতে সময়ই লাগে না।

কিডনির পাথর প্রতিরোধ করে : লেবুতে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড কিডনিতে পাথর জমা প্রতিরোধ করে। এই সাইট্রিক অ্যাসিড কিডনিতে পাথর প্রতিরোধের পাশাপাশি জমে থাকা পাথর বের করতেও সাহায্য করে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নতি ঘটে : বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন লেবু পানি খাওয়া শুরু করলে দেহের বেতরে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, যার প্রভাবে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এত মাত্রায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে ছোট-বড় কোনও রোগই ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না।

ত্বকের সৌন্দর্য বাড়ে : হাজারো বিউটি প্রডাক্ট যা করে উঠতে পারেনি, তা লেবু পানি নিমেষে করে ফেলতে পারে। আসলে এই পানীয়তে উপস্থিত বেশ কিছু উপাদান ত্বকের হারিয়ে যাওয়া ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়ে আনে। সেইসঙ্গে ত্বকের বয়স কমানোর পাশাপাশি ব্ল্যাক হেডস এবং বলিরেখা কমাতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রসঙ্গত, গরমকালে ত্বককে ঠাণ্ডা এবং ঘামমুক্ত রাখতে লেবুর পানি দিয়ে বারে বারে মুখটা ধুতে পারেন, দেখবেন উপকার পাবেন।

ওজন হ্রাস পায় : নিয়মিত লেবু পানি খেলে শরীরে জমে থাকা অতিরিক্তি মেদ ঝরে যেতে একেবারেই সময় লাগে না। কারণ লেবুর বেতরে উপস্থিত পেকটিন নামক একটি উপাদান, শরীরে প্রবেশ করার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেট ভরিয়ে রাখে। ফলে বারে বারে খাবার খাওয়ার ইচ্ছা চলে যায়। আর যেমনটা আপনাদের সবারই জানা আছে, কম মাত্রায় খাবার খেলে স্বাভাবিকভাবেই শরীরে কম মাত্রায় ক্যালরির প্রবেশ ঘটে। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার কোনও সুযোগই পায় না।

মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি মেলে : একাধিক গবেষণায় এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে নিয়মিত লেবুর পানি খেলে স্ট্রেস একেবারে কমে যায়। সেই সঙ্গে অবসাদের প্রকোপও কমে। আসলে লেবু পানিতে উপস্থিত বেশ কিছু উপাদান শরীরে প্রবেশ করা মাত্র বিশেষ কিছু হরমোনের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়। যে কারণে এমন সব সমস্যা নিমেষে কমে যেতে শুরু করে।

এনার্জির ঘাটতি দূর হয় : ঘুম থেকে উঠে চা বা কফি না খেয়ে প্রতিদিন এক গ্লাস করে লেবুর পানি খাওয়ার চেষ্টা করুন। এমনটা করলে দেখবেন শরীর চনমনে হয়ে উটতে সময়ই লাগবে না। আসলে লেবুর ভেতরে থাকা একাধিক উপকারি উপাদান শরীরে প্রবেশ করার পর এমন খেল দেখায় যে সকাল সকাল শরীর এবং মস্তিষ্ক চাঙ্গা হয়ে উঠতে একেবারেই সময় লাগে না।

শ্বাস কষ্টের মতো সমস্যা কমে : যারা অ্যাস্থেমা বা কোনও ধরনের রেসপিরেটরি প্রবলেমে ভুগছেন তারা যত শীঘ্র সম্ভব রোজের ডায়েটে লেবুর পানিকে অন্তর্ভুক্ত করুন। দেখবেন কেমন ফল পান! আসলে এই পানীয়টি শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত একাধির জটিলতাকে কমিয়ে ফেলতে দারুন কাজে আসে।

নিশ্বাসে সজীবতা আনে : খাওয়ার পর অনেক সময় মসলা-পেঁয়াজ, রসুন বা মাছের গন্ধ মুখে লেগে থাকে। মুখের দুর্গন্ধ বা নিশ্বাসের দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি পেতে খাওয়ার পর এক গ্লাস লেবুর পানি পান করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে সকালে পান করলেও ফল পাওয়া যায়। এছাড়া লেবু পানিতে কুলকুচি করলেও মুখ সতেজ ও সুস্থ থাকে।

স্ট্রেস এবং অবসাদের থেকে মুক্তি মেলে : একাধিক গবেষণায় একথা প্রমাণিত হয়েছে, নিয়মিত লেবুর পানি খেলে স্ট্রেস একেবারে কমে যায়। সেই সঙ্গে অবসাদের প্রকোপও কমে। আসলে লেবু পানিতে উপস্থিত বেশ কিছু উপাদান শরীরে প্রবেশ করা মাত্র বিশেষ কিছু হরমোনের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়। যে কারণে এমন সব সমস্যা নিমেষে কমে যেতে শুরু করে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে : লেবু পানিতে থাকে প্রচুর মাত্রায় পটাশিয়াম, যা রক্তচাপকে স্বাভাবিক রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই তো এমন রোগে যারা বহু দিন ধরে ভুগছেন তারা প্রতিদিন সকাল-বিকাল লেবু পানি খাওয়া শুরু করুন, দেখবেন দারুন ফল পাবেন। তবে এমনটা করার আগে একবার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে ভুলবেন না যেন।

পেটের স্বাস্থ্যের প্রকোপ কমে : যারা বদ হজম, কনস্টিপেশন, বারংবার পেট খারাপসহ নানাবিধ পেটের রোগে ভুগে থাকেন তারা প্রতিদিন সকালে গরম পানিতে লেবুর রস মিশিয়ে খাওয়া শুরু করুন। এমনটা করলে স্টমাক অ্যাসিডের ক্ষরণ ঠিক মতো হতে শুরু করবে। ফলে রোগের প্রকোপ তো কমবেই, সেই সঙ্গে শরীরে জমে থাকা ক্ষতিকর উপাদান বা টক্সিনও বেরিয়ে যাবে।

মুখ গহ্বরের নানা রোগ নিমেষে সেরে যায় : মুখ থেকে খুব দুর্গন্ধ বেরয়? এদিকে নানা কিছু করেও সুরাহা মিলছে না? তাহলে আজ থেকেই লেবু পানি খাওয়া শুরু করুন। দেখবেন বদ গন্ধ একেবারে কমে যাবে। শুধু তাই নয়, মাড়ি থেকে রক্ত পাত এবং দাঁতে যন্ত্রণা হওয়ার মতো সমস্যাহলেও এই ঘরোয়া পদ্ধতিটিকে কাজে লাগাতে পারেন। দেখবেন দারুন উপকার পাবেন।

সংক্রমণের প্রকোপ কমে : লেবুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রপাটিজ। তাই তো লেবু পানি যে কোনও ধরনের সংক্রমণ, বিশেষত গলার সংক্রমণ কমাতে দারুনভাবে সাহায্য করে থাকে। এ ক্ষেত্রে লেবু পানি দিয়ে গরগরা করলেই উপকার পাওয়া যায়। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্‘আত, প্রত্যেকটি বিদ্‘আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।
(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : ই‘তিকাফরত ব্যক্তির সাথে মাহরাম মহিলাগণ সাক্ষাত করতে পারবে কী? *নূরুজ্জামান পাংশা, রাজবাড়ি।*

জবাব : অনেকেরই এমন ধারণা যে, ই‘তিকাফরত ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীর সাক্ষাৎ করতে পারবে না। অথচ নবীপত্নী সাফিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন :

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُوْرُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ.

“রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ই’তিকাফরত ছিলেন। রাতের বেলায় আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসলাম। অতঃপর কথা-বার্তা বললাম।” *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩২৮১; সহীহ মুসলিম- হা. ২৪/২১৭৫)* আরো বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : «كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ)، إِذَا اعْتَكَفَ، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ই’তিকাফকালে মসজিদ হতে মাথা বের করে দিতেন আর তাঁর স্ত্রী ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) চিরুনি করে দিতেন। *(সহীহ মুসলিম- হা. ৬/২৯৭)*

তবে ই‘তিকাফরত ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস করতে পারবে না। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

“আর মসজিদে ই‘তিকাফ অবস্থায় তাদের সাথে সহবাস করো না।” *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৭)*

আল্লাহ তা‘আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (০২) : আমার কয়েকটি দোকান ঘর আছে। সেই দোকানগুলো সেলুল কিংবা সিডি ভিসিডির দোকানদারের কাছে ভাড়া দিতে পারব কি? *মাসুদ রানা সোনাতলা, বগুড়া।*

জবাব : ব্যবসায়িক কাজে দোকান ভাড়া দেয়া স্বাভাবিকভাবে বৈধ। তবে যে ব্যবসা বা কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয় সে সকল ব্যবসা বা কাজ নিজে করা কিংবা সেই সব ব্যবসা ও কাজে দোকান ভাড়া দেয়া কোনোটিই বৈধ নয়। আপনি আপনার জিজ্ঞাসায় যে সকল কাজে ও ব্যবসায় দোকান ভাড়া দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন ইসলামী শরীয়ায় সেগুলো বৈধ নয়। ছবি বিক্রয়ের দোকান, সিডি বিক্রয়ের দোকান বিশেষত যে দোকানে অশ্লীল সিনেমার সিডি হরহামেশা বেচাকেনা হয় এবং দাড়ি কাটার নাপিতের দোকান ইত্যাদিতে মার্কেটের কতিপয় দোকান ভাড়া দেয়া বৈধ হয়নি। এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾

“সৎ কর্ম ও তাক্বওয়ার কাজে তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে একে অন্যকে সাহায্য করবে না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।” *(সূরা আল মায়িদাহ্ : ২)*

সুতরাং উপরোক্ত পাপমূলক এবং পাপ সম্পৃক্ত কাজে আপনার দোকান ভাড়া দেয়া ভুল হয়েছে। তাছাড়া আপনি চাহিদার কথা বলেছেন। মনে রাখবেন রিয্‌কের মালিক আল্লাহ তা‘আলা; সে সকল কাজে দোকান ভাড়া না দিলেও আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে রিয্‌ক দান করতে একান্তই সক্ষম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ○ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

“যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার পথ করে দেবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রিয্‌ক দান করবেন।” *(সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব : ২-৩)*

সুতরাং আপনি আল্লাহভীতিকে ধারণ করে এবং সবর ইখতিয়ার করে একমাত্র নির্ভেজাল সৎ ও বৈধ ব্যবসায়িক কাজে আপনার দোকানগুলো ভাড়া দিন।

জিজ্ঞাসা (০৩) : মহিলাদের ইতিকাফ-এর জন্য নির্জন গৃহ বা ও কোনো পার্শ্ববর্তী ওয়াক্তিয়া মসজিদ হলে যথেষ্ট হবে কি? *উম্মে সাবিহা, উত্তরা, ঢাকা।*

জবাব : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মসজিদেই ই‘তিকাফ করেছেন এবং তাঁর সহধর্মিনীগণ ই‘তিকাফ করতে চাইলে মসজিদে

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

পর্দাবৃত্ত স্থান নির্ধারণ করতে নির্দেশ দিতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

"আর তোমরা মসজিদসমূহে ই'তিকাফ অবস্থায় তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সহবাস করো না।" *(সূরা বাক্বারাহ্ : ১৮৭)*

মহিলারা নিজগৃহে ই'তিকাফ করবে– মর্মে কোনো বর্ণনা নেই। যারা বলেন, এটা তাদের অনুমান যা সুন্নাহ পরিপন্থী; বরং সহীহ সূত্রে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

«وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِيْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ».

"ই'তিকাফ কেবল জামি' মসজিদে হতে হবে।" *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৪৭৩)* ওয়াক্তিয়া মসজিদ নয়।

এ হাদীসদ্বারা পুরুষদেরকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। সুতরাং এ নির্দেশ নারী-পুরুষ সকলের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (০৪) : হজ্জ বা 'উমরাহ্ করতে গিয়ে মোবাইলে ছবি ধারণ এবং সেলফি তোলা বৈধ কী। এ ধরনের কাজ ইদানিং বেশ লক্ষণীয়।

মোবারক হোসেন
মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা।

জবাব : হজ্জ ও 'উমরার সুনির্দিষ্ট কাজগুলোর মধ্যে ছবি উঠাতে ব্যস্ত হয়ে পড়া হজ্জ ও 'উমরার মহান 'ইবাদত থেকে নিজেকে আত্মভোলা করে তুলার নাম। তাছাড়া এ কাজে লোক দেখানো বা রিয়ার ভয়ঙ্কর ছোট শির্ক থাকার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বাইতুল্লাহর তাওয়াফকালে মোবাইল বা ক্যামেরায় ছবি ধারণ কিংবা সেলফি তোলা কোনক্রমেই বৈধ হবে না। বাইতুল্লাহর তাওয়াফকালে পারস্পরিক কথা বলা বৈধ থাকলে তাওয়াফের হুকুম সলাতের ন্যায়। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

"اَلطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ".

"বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করা সলাত, তবে এতে কেবল তোমাদের কথা বলার অনুমতি রয়েছে।" *(জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৯৬০, সহীহ; ইরওয়াউল গালীল- হা. ১২১)*

সুতরাং হজ্জ ও 'উমরাহ্কারীগণ সর্বাবস্থায় হজ্জ ও 'উমরাহ্তে ছবি উঠানো থেকে বিরত থাকবেন এটাই সর্বোত্তম। বিশেষত হাজ্জ ও 'উমরার নির্ধারিত 'ইবাদতসমূহ চলাকালে ছবি ও সেলফি তোলাকে একান্তভাবে বর্জন করবেন। বাইতুল্লাহর তাওয়াফকালে এসব করা বৈধ হবে না।

জিজ্ঞাসা (০৫) : ফিত্রা কি নিজ দায়িতে আদায় করতে হবে, না-কি সমষ্টিগতভাবে বিতরণ করতে হবে? জানালে উপকৃত হব। *জমশেদ আলী, খোকশা, কুষ্টিয়া।*

জবাব : ফিত্রা বিতরণ পদ্ধতি নিয়ে দু'ধরনের প্রথা চালু আছে–

প্রথমতঃ নিজ দায়িত্বে বিতরণ করা : উত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে নিজ দায়িত্বে হক্বদারের নিকট পৌঁছে দেয়া। *(ফাতাওয়া লাজনা দায়িমাহ্- ৯/৩৮৯)*

কেননা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদের সালাতের উদ্দেশে বের হওয়ার পূর্বে ফিত্রা আদায় করার যে আদেশ দিয়েছেন, তা প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র আদেশ। এজন্য সাহাবী ইবনু 'উমার স্বীয় ফিত্রা নিজ দায়িত্বে এক-দুই দিন পূর্বেই বিতরণ করতেন– *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৫১১)*। জমাকরণের কথা বলা হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ মসজিদ বা কোনো সংস্থায় জমা করে বিতরণ করা : নির্ভরযোগ্য কোনো সংস্থা, মহল্লা/গ্রাম প্রধান বা ইমামকেও নিজ ফিত্রা বণ্টনের প্রতিনিধি করা জায়িয– *(ফাতাওয়া লাজনা দায়িমাহ্- ৯/৩৮৯)*। এ ক্ষেত্রে সঠিক নিয়মে ও নির্ধারিত সময়ে ফিত্রা বণ্টনের দায়িত্ব অর্পিত হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর।

আর ফিত্রাদাতা যদি সংস্থাকে অর্থ দেয় এই উদ্দেশ্যে যে, উক্ত সংস্থা সেই অর্থ দ্বারা খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে তা ফকীর-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করবে, এ ক্ষেত্রে সংস্থা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হবে, যথাসময়ে তা প্রদান করা। কেননা, সংস্থার জন্য বৈধ নয় যে, সে তার মূল্য বের করবে– *(ফাতাওয়া লাজনা দায়িমাহ্- ৯/৩৭৭)*। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (০৬) : ফিত্রা প্রদানের নির্দিষ্ট কোনো সময় আছে কি? না-কি যে কোনো সময় তা প্রদান করা যাবে?

আবুল আব্বাস, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

জবাব : ফিত্রা আদায় করার উত্তম সময় হচ্ছে ঈদুল ফিত্র-এর দিনে ঈদের সালাতের উদ্দেশে বের হওয়ার পূর্বক্ষণে। অর্থাৎ- ফিত্রা আদায় করে ঈদের সালাতের উদ্দেশে গমন করা। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত; নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাকাতুল ফিত্র আদায় করার আদেশ দেন ঈদের সালাতের উদ্দেশে বের হওয়ার পূর্বে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৫০৯)*

তবে ফিত্রা দেয়ার সময় শুরু হয় রমাযানের শেষ দিন সূর্য ডুবার সাথে সাথে। *(সৌদী ফাতাওয়া কমিটি- ৯/৩৭৩)*

ঈদের এক-দুই দিন পূর্বেও ফিত্রা আদায় করা যেতে পারে, কারণ সাহাবী (রাযিয়াল্লা-হু আনহুম)-দের মধ্যে অনেকেই ঈদের এক অথবা দুই দিন পূর্বে ফিত্রা আদায় করতেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৫১১)*

উল্লিখিত নিয়মে ফিত্রা আদায় করার শর'ঈ বিধান বিদ্যমান। তবে ঈদের সালাতের পরে ফিত্রা প্রদান করলে

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

তা সাধারণ দান হিসাবে গণ্য হবে। আর এক্ষেত্রে সে ফিত্‌রা প্রদানের বিশেষ ফযীলত ও মর্যাদা হতে বঞ্চিত হবে– *(সুনান আবূ দাঊদ- অধ্যায় : যাকাত, অনুচ্ছেদ– ফিতরের যাকাত)*। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (০৭) : ***মানুষ ঔষধ সেবনের পূর্বে দু'আ মনে করে 'আল্লাহ শাফী, আল্লাহ মাফী' ইত্যাদি পাঠ করে থাকে। আমার প্রশ্ন– ঔষুধ সেবনের পূর্বে কোনো দু'আ আছে কি? থাকলে তা জানিয়ে বাধিত করবেন।***

আহমদ সাগর, সাভার, ঢাকা।

জবাব : বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধি হতে মুক্তির জন্য বিশুদ্ধ দু'আ ও যিক্‌র রয়েছে। তবে ঔষুধ সেবনের জন্য আলাদা কোনো দু'আ সহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নেই। যে কোনো খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করার পূর্বে 'বিস্‌মিল্লা-হ' বলা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। তাই ঔষুধ সেবনের পূর্বে 'বিস্‌মিল্লা-হ' বলবেন। মনে রাখবেন– আল্লাহ মাফী কথাটার অর্থ আল্লাহ নেই –নাউযুবিল্লাহ, কী ভয়ঙ্কর কথা! এরূপ কুফ্‌রী বাক্য হতে দূরে থাকা ঈমানের দাবি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হিদায়াত দান করুন –আমীন।

জিজ্ঞাসা (০৮) : ***ফিত্‌রা গ্রহণের প্রকৃত হক্বদার কারা? জানিয়ে বাধিত করবেন।***

শামসুল ইসলাম
মুজিবনগর, মেহেরপুর।

জবাব : কে বা কারা ফিত্‌রা গ্রহণের হক্বদার এ বিষয়ে ইসলামী বিদ্বানগণের দু'প্রকার মত বিদ্যমান।

প্রথমতঃ সূরা আত্‌ তাওবায় আট শ্রেণির হক্বদারের কথা বর্ণিত হয়েছে– যারা যাকাত-সাদাক্বাহ্‌ গ্রহণের হক্বদার। যথা- ১) ফকীর, ২) মিসকীন, ৩) যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারি, ৪) ইসলামে আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা এমন অমুসলিমকে, ৫) দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে, ৬) ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে, ৭) মহান আল্লাহর রাস্তায় এবং ৮) মুসাফিরদের সাহায্যার্থে। *(সূরা আত্‌ তাওবাহ্‌ : ৬০)*

দলিল : ফিত্‌রাকে নবী (ﷺ) যাকাত ও সাদাক্বাহ্‌ বলেছেন, তাই যে খাতসমূহ সাদাক্বাহ্‌ বা যাকাত প্রদানের জন্য প্রযোজ্য, তা ফিত্‌রার জন্যও প্রযোজ্য হবে।

দ্বিতীয়তঃ সাদাক্বাতুল ফিত্‌র বা ফিত্‌রা পাওয়ার হক্বদার কেবল ফকীর ও মিসকিন; সূরা আত্‌ তাওবায় বর্ণিত অন্য ছয় শ্রেণি ফিত্‌রার হক্বদার নয়।

দলিল : ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফিতরের যাকাত (ফিত্‌রা) ফরয করেছেন সওম পালনকারীদের অশ্লীলতা ও অহেতুক কথা-বার্তা হতে পবিত্র করার জন্য এবং মিসক্বীনদের আহারস্বরূপ ...। *(সুনান আবূ দাউদ- যাকাতুল ফিতর, হা. ১৬০৬, হাসান; ইরওয়াউল গালীল- হা. ৮৪৩)*

এ মতকে সমর্থন করেছেন ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্‌, ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যুম, ইমাম শাওকানী, আল্লামা আযীমাবাদী, ইবনু উসাইমীন প্রমুখ। *(দেখুন : মাজমূ'উ ফাতাওয়া- ২৫/৭৩, যাদুল মা'আদ- ২/২২, নায়লুল আউত্বার- ৩-৪/৬৫৭, আওনুল মা'বূদ- ৫-৬/৩, শারহুল মুমতি- ৬/১৮৪)*

ফিত্‌রা প্রাপ্তির হক্বদার সম্পর্কিত দ্বিতীয় মতটি অধিক বিশুদ্ধ; কেননা এ মতের পক্ষে স্পষ্ট দলিল বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (০৯) : ***ট্যাপে ওযূ করার সময় নিচে একটি মগ রেখে দেই। ফলে পানি বাইরে পড়ে না এবং ঐ পানি দিয়ে পা ধুয়ে নিই। ওযূ শুদ্ধ হবে কিনা?***

ইব্রাহিম খলীল
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

জবাব : ওযূর উচ্ছিষ্ট পানি স্বয়ং পাক। তবে এটা অপরকে পাক করতে পারে না। এ ব্যাপারে বিশ্বের সব 'আলেম একমত। *(সহীহ মুসলিম- হা.২৮৩; আল-মুগনী- ১/৩১ ও আল-মাজমূ'আ- ১/১৫০, ফাতহুলবারী- ১/৩৪৭)*

কাজেই এ পানি দিয়ে ওযূর অংশ হিসেবে পা ধুইলে তাতে ওযূ সহীহ হবে না; অব্যবহৃত পানি দ্বারা পা ধুয়ে ওযূ সম্পন্ন করতে হবে। –আল্লাহ তা'আলা ভালো জানে।

জিজ্ঞাসা (১০) : ***কোনো জিনিস বেচাকেনায় দালালের সহযোগিতা নেয়া বৈধ হবে কি?***

মশিউর রহমান
লালমনিরহাট।

জবাব : মানুষ প্রয়োজনে দালালের শরণাপন্ন হয়। এমন বেচাকেনা বৈধ রয়েছে। ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লা-হ)-কে দালালের পারিতোষিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন– لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. "তাতে কোনো সমস্যা নেই।" *(আল মুফাওয়ানাহ- ৩/৪৬৬)*

পারিতোষিকের বিনিময়ে দালাল গ্রহণ বৈধ রয়েছে। *(আল মুগানী- ইবনু কুদামাহ, ৮/৪২)*

ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্‌ দায়িমাহতে রয়েছে– "এতে কোনো পাপ নেই।" *(ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্‌ দায়িমা- ১৩/১২৫)* তবে বেচাকেনা বৈধ ধরনের এবং শর্ত মুতাবেক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আল্লামা বিন বায (রাহিমাহুল্লা-হ) দালাল ধরা এবং তাকে পারিতোষিক দেয়ার ব্যাপারে বলেন, "এতে কোনো সমস্যা নেই, এতে প্রদত্ত পারিতোষিক প্রচেষ্টার প্রাপ্তি হবে।" *(ফাতাওয়া বিন বায- ১৯/৩৫৮)*

তবে বর্তমান সময়ে অনেক দালাল রয়েছে যারা ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়কে ধোঁকা দেয়। কাজেই শরী'আতের দৃষ্টিতে এ ধরনের ধোকা দেয়া বৈধ নয়; বরং হারাম। আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন। ☒

প্রচ্ছদ রচনা

আলোর পাহাড়: যেখানে অবতীর্ণ হয় আল কুরআন

–আবু ফাইয়ায

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াত লাভের সময়কাল যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, ততই তাঁর মধ্যে নিঃসঙ্গপ্রিয়তা বাড়তে থাকল। আর এই নিঃসঙ্গ সময় অতিবাহিত করার জন্য তিনি পবিত্র মক্কা আল মুকাররমা থেকে ৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে জাবালে নূর বা আলোর পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত একটি গুহাকে চয়ন করলেন। এ গুহাটি গারে হেরা বা হেরা গুহা নামে পরিচিত। এ গুহায় তিনি দিনের পর দিন ধ্যানমগ্ন থেকে ‘ইবাদত-বন্দেগী করতে লাগলেন, ইত্যবসরে তাঁর উপর প্রথম অবতীর্ণ হলো, আল কুরআন। সূরা আল ‘আলাক্ব-এর প্রথম পাঁচ আয়াত :

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ○ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ○ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ○ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

“পাঠ করো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিণ্ড হতে। পাঠ করো, আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দিয়ে, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।”

সর্বপ্রথম কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার স্থান হিসেবে জাবালে নূর এবং হেরাগুহা ঐতিহাসিকভাবে প্রসিদ্ধ। এই গুহায় ফেরেশ্‌তা জিবরা-ঈল (আলাইহিস সালাম) সর্বপ্রথম প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আল কুরআনের বাণী নিয়ে এসেছিলেন। এ পাহাড়ে ওঠা একদমই সহজ ছিল না তখন। এর উচ্চতা প্রায় ১ হাজার ফুট। এ গুহাটির দৈর্ঘ্য ৩.৭ মিটার বা ১২ ফুট এবং প্রশস্ততা ১.৬০ মিটার ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। এটি পর্বতের ২৭০ মিটার বা ৮৯০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। হাজ্জের সময় এখানে প্রচুর লোকে সমাগম হয়। তবে এ স্থানে গমন হাজ্জের অংশ নয়।

জাবালে নূর পবিত্র কাবা থেকে মাত্র দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এর নাম হেরা গুহা হলেও বিশ্বব্যাপী জাবালে নূর বা জাবালে হেরা নামেই বেশি পরিচিত। জাবালে নূর অর্থ হলো নূর বা আলোর পাহাড়। কেননা এ পাহাড়েই আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর সর্বপ্রথম বরকতময় আলোকিত কুরআন মাজীদ নাযিল হয়। যা শুধু মুসলিম উম্মাহ নয়; বরং বিশ্ব মানবতার জন্য নূর বা আলোসদৃশ। সে কারণেই এ পাহাড় বিশ্বব্যাপী জাবালে নূর নামেই পরিচিত।

জাবালে নূর খ্যাত এই গুহায় ওয়াহী লাভের মাধ্যমেই প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবূওয়াতী জীবনের শুভ সূচনা হয়। হেরা গুহা থেকে কুরআনের প্রথম ওয়াহী নাযিল হওয়ার পর থেকে দীর্ঘ ২২ বছর ৫ মাস ১৪ দিন সময়ে মানব জাতির জন্য সংবিধান হিসেবে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর ওয়াহী নাযিলের মাধ্যমে পুরো কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হয়। যার শুভ সূচনা হয়েছিল জাবালে নূরের গুহা থেকেই।

নিচ থেকে দেখলে মনে হয় পাহাড়টি খুব বেশি উঁচু নয়। কিন্তু আদতে পাহাড়টি বেশ উঁচু। এমনকি জাবালে নূরে যাওয়ার জন্য যেখানে গাড়ি দাঁড়ায়, সেই স্থানটিও সমতল থেকে প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ ফুট ওপরে। সমতল থেকে এটুকু পথ গাড়িতে ওঠা যায়। কেউ অবশ্য হেঁটে ওঠেন। আবার কেউ গাড়ি নিয়ে ওঠেন। মূল পাহাড়ের উচ্চতা ৫৬৫ মিটার। এখানে উঠতে হয় হেঁটে।

ওপরে উঠার রাস্তা কোনো রকমে পাথর কেটে কেটে সিঁড়ি বানানো হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও পাইপ বা চিকন রডের রেলিং দেওয়া আছে।

যারা উঠেছেন, তাদের ভাষ্য হলো– এখন ওপরে ওঠা আগের তুলনায় অনেক সহজ। কিছু দূর উঠে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসার জায়গা তৈরি করা হয়েছে। পথে এ রকম পাঁচটি বিশ্রামাগার রয়েছে।

ভাবতে অবাক হতে হয়, আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগে জাবালে নূরের একেবারে চূড়ায় অবস্থিত হেরা গুহায় উঠার জন্য এখনকার মতো রাস্তা ছিল না। কোনো সিঁড়ি ছিল না। ছিল না কোনো রেলিং। তখন এই পথ বেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওপরে উঠতেন। আর উম্মুল মু’মিনীন খাদিজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য নিয়ম করে খাবার নিয়ে যেতেন! ঐ সুউচ্চ পাহাড়ের গুহায়।

বস্তুতঃ হেরা গুহা বা গারে হেরা ইসলামের ইতিহাসে একটি আলোচিত জায়গার নাম। ইসলামের ঐতিহাসিক নির্দেশনাবলীর অন্যতম। মানব জাতির মুক্তির দিক নির্দেশনা সম্বলিত গ্রন্থ এবং প্রিয় নবীর শ্রেষ্ঠ মু‘জিযাহ্ সব শেষ ও সেরা আসমানী কিতাব কুরআনে কারীম দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম এখানে নাযিল হয়; যে কারণে এই গুহার মূল্যায়ন এতো বেশি। ☒

আমাদের আহ্বান

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ!

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন!

আলহামদুলিল্লাহ! অবারিত কল্যাণের বার্তা নিয়ে আবারো এলো, তাক্বওয়া অর্জনের মাস রমাযানুল মুবারক। ‘আমলে সালেহ্ তথা পুণ্য লাভের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে স্বীয় ‘আমলনামা সমৃদ্ধ করার অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে এ মাসে। ‘ইবাদত-বন্দেগী ও দান-সাদাক্বার প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও এ মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। আসুন, আমরাও তাক্বওয়া অর্জনের এ প্রতিযোগিতায় শামিল হই।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন!

এ দেশের আহলে হাদীস তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের একনিষ্ঠ অনুসারীদের তাওহীদী সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। বিগত প্রায় আট দশকব্যাপী এ সংগঠনটি কুরআন-সুন্নাহ’র দা‘ওয়াহ্ ও তাবলীগের পাশাপাশি দীনী প্রতিষ্ঠান পরিচালনাসহ আর্তমানবতার সেবায় নিরন্তর কাজ করে আসছে এবং এ কাজে উত্তরোত্তর গতি সঞ্চারিত হচ্ছে।

সম্প্রতি ঢাকার অদূরে বাইপাইল, আশুলিয়ায় জমঈয়তের নিজস্ব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত **কেন্দ্রীয় ইয়াতীমখানার** বহুতল ভবনের দ্বিতীয় তলার কাজ সম্পন্ন হয়ে তৃতীয় তলার কাজ শুরু হয়েছে আল-হামদুলিল্লাহ। **আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী** (রাহিমাহুল্লাহ) **মডেল মাদ্‌রাসা’**র শিক্ষার মান ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আরোও একটি ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, সেইসাথে মডেল মাদ্‌রাসার বালিকা শাখা ইতেমধ্যে চালু করা হয়েছে। **ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ**-এর শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এছাড়া বাইপাইলে একটি বিশ্বমানের উচ্চতর ক্বাওমী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা রয়েছে। যাত্রাবাড়ী-ঢাকায় অবস্থিত বহুতল বিশিষ্ট জমঈয়ত ভবনের ৮ম তলার কাজও চলমান। ৯৮ নবাবপুর রোড, ঢাকায় ‘জমঈয়ত টাওয়ার’ নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন এবং ভাওরাইদ-গাজীপুরে নওমুসলিম প্রকল্পের অধিবাসীদের কল্যাণার্থে সাহায্য ও সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে। এ সংগঠনের মুখপত্র **‘সাপ্তাহিক আরাফাত’** ও **‘মাসিক তর্জুমানুল হাদীস’** সমৃদ্ধ কলেবরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং জমঈয়ত পরিচালিত **‘বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা‘লীমী বোর্ড ঢাকা’**-এর কার্যক্রমও যথাযথ এগিয়ে চলেছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও রমাযানকে ঘিরে দেশব্যাপী **দাওয়াহ-তাবলীগী** এবং সাংগঠনিক কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

এ সকল বহুমুখী কার্যক্রম ফলপ্রসূ হচ্ছে প্রথমতঃ আল্লাহ তা‘আলার মেহেরবানী, অতঃপর আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায়। আর তা অব্যাহত রাখতে এবারও আপনারা এগিয়ে আসবেন, সম্প্রসারিত করবেন আপনাদের দানের হাত– বিশেষভাবে জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড কর্মসূচিতে আপনিও অংশগ্রহণ করবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আমাদের সৎ ‘আমলসমূহ কবূল করুন –আমীন।

আপনার আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করুন-		
“বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস” সঞ্চয়ী হিসাব নং **২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০** **ইসলামী ব্যাংক**, নবাবপুর রোড শাখা।	**বিকাশ পার্সোনাল :** **০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫**	**আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করে নিশ্চিত হোন নিম্নোক্ত নাম্বারে কল দিয়ে** **০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫** **০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০১**

সূচীপত্র ১

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৫ ইং অনুযায়ী

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি

মার্চ

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৫ : ০৫	০৬ : ২০	১২ : ১১	০৩ : ৩২	০৬ : ০২	০৭ : ১৭
০২	০৫: ০৪	০৬ : ১৯	১২ : ১১	০৩ : ৩২	০৬ : ০২	০৭ : ১৮
০৩	০৫: ০৩	০৬ : ১৮	১২ : ১১	০৩ : ৩২	০৬ : ০৩	০৭ : ১৮
০৪	০৫: ০২	০৬ : ১৭	১২ : ১০	০৩ : ৩২	০৬ : ০৩	০৭ : ১৯
০৫	০৫: ০১	০৬ : ১৬	১২ : ১০	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৪	০৭ : ১৯
০৬	০৫: ০১	০৬ : ১৫	১২ : ১০	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৪	০৭ : ১৯
০৭	০৫: ০০	০৬ : ১৪	১২ : ১০	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৫	০৭ : ২০
০৮	০৪ : ৫৯	০৬ : ১৩	১২ : ০৯	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৫	০৭ : ২০
০৯	০৪ : ৫৮	০৬ : ১২	১২ : ০৯	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৫	০৭ : ২১
১০	০৪ : ৫৭	০৬ : ১১	১২ : ০৯	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৬	০৭ : ২১
১১	০৪ : ৫৫	০৬ : ১০	১২ : ০৯	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৬	০৭ : ২২
১২	০৪ : ৫৩	০৬ : ১০	১২ : ০৮	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৭	০৭ : ২২
১৩	০৪ : ৫২	০৬ : ০৯	১২ : ০৮	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৭	০৭ : ২২
১৪	০৪ : ৫১	০৬ : ০৮	১২ : ০৮	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৮	০৭ : ২৩
১৫	০৪ : ৫০	০৬ : ০৭	১২ : ০৮	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৮	০৭ : ২৩
১৬	০৪ : ৪৯	০৬ : ০৬	১২ : ০৭	০৩ : ৩২	০৬ : ০৮	০৭ : ২৪
১৭	০৪ : ৪৮	০৬ : ০৫	১২ : ০৭	০৩ : ৩২	০৬ : ০৯	০৭ : ২৪
১৮	০৪ : ৪৭	০৬ : ০৪	১২ : ০৭	০৩ : ৩২	০৬ : ০৯	০৭ : ২৫
১৯	০৪ : ৪৬	০৬ : ০৩	১২ : ০৬	০৩ : ৩২	০৬ : ১০	০৭ : ২৫
২০	০৪ : ৪৫	০৬ : ০২	১২ : ০৬	০৩ : ৩২	০৬ : ১০	০৭ : ২৬
২১	০৪ : ৪৪	০৬ : ০১	১২ : ০৬	০৩ : ৩২	০৬ : ১১	০৭ : ২৬
২২	০৪ : ৪৩	০৬ : ০০	১২ : ০৬	০৩ : ৩২	০৬ : ১১	০৭ : ২৬
২৩	০৪ : ৪২	০৫ : ৫৯	১২ : ০৫	০৩ : ৩২	০৬ : ১১	০৭ : ২৭
২৪	০৪ : ৪১	০৫ : ৫৮	১২ : ০৫	০৩ : ৩২	০৬ : ১২	০৭ : ২৭
২৫	০৪ : ৪০	০৫ : ৫৭	১২ : ০৫	০৩ : ৩১	০৬ : ১২	০৭ : ২৮
২৬	০৪ : ৩৯	০৫ : ৫৬	১২ : ০৪	০৩ : ৩১	০৬ : ১২	০৭ : ২৮
২৭	০৪ : ৩৮	০৫ : ৫৫	১২ : ০৪	০৩ : ৩১	০৬ : ১৩	০৭ : ২৯
২৮	০৪ : ৩৭	০৫ : ৫৪	১২ : ০৪	০৩ : ৩১	০৬ : ১৩	০৭ : ২৯
২৯	০৪ : ৩৬	০৫ : ৫৩	১২ : ০৩	০৩ : ৩১	০৬ : ১৪	০৭ : ৩০
৩০	০৪ : ৩৪	০৫ : ৫২	১২ : ০৩	০৩ : ৩০	০৬ : ১৪	০৭ : ৩০
৩১	০৪ : ৩৩	০৫ : ৫১	১২ : ০৩	০৩ : ৩০	০৬ : ১৪	০৭ : ৩১

৬৬ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ১০ মার্চ- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৯ রমাযান- ১৪৪৬ হি.

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত রমাযান-১৪৪৬হি./২০২৫ইং সালের সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী (ঢাকার জন্য প্রযোজ্য)

তারিখ		বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
রমাযান	মার্চ			
০১	০২ মার্চ	রবিবার	০৫ : ০৪	০৬ : ০২
০২	০৩ মার্চ	সোমবার	০৫ : ০৩	০৬ : ০৩
০৩	০৪ মার্চ	মঙ্গলবার	০৫ : ০২	০৬ : ০৩
০৪	০৫ মার্চ	বুধবার	০৫ : ০১	০৬ : ০৩
০৫	০৬ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৫ : ০০	০৬ : ০৪
০৬	০৭ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৫৯	০৬ : ০৪
০৭	০৮ মার্চ	শনিবার	০৪ : ৫৯	০৬ : ০৫
০৮	০৯ মার্চ	রবিবার	০৪ : ৫৮	০৬ : ০৫
০৯	১০ মার্চ	সোমবার	০৪ : ৫৭	০৬ : ০৬
১০	১১ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪ : ৫৬	০৬ : ০৬
১১	১২ মার্চ	বুধবার	০৪ : ৫৫	০৬ : ০৭
১২	১৩ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪ : ৫৪	০৬ : ০৭
১৩	১৪ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৫৩	০৬ : ০৮
১৪	১৫ মার্চ	শনিবার	০৪ : ৫২	০৬ : ০৮
১৫	১৬ মার্চ	রবিবার	০৪ : ৫১	০৬ : ০৮
১৬	১৭ মার্চ	সোমবার	০৪ : ৫০	০৬ : ০৯
১৭	১৮ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪ : ৪৯	০৬ : ০৯
১৮	১৯ মার্চ	বুধবার	০৪ : ৪৮	০৬ : ০৯
১৯	২০ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪ : ৪৭	০৬ : ১০
২০	২১ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৪৬	০৬ : ১০
২১	২২ মার্চ	শনিবার	০৪ : ৪৫	০৬ : ১১
২২	২৩ মার্চ	রবিবার	০৪ : ৪৪	০৬ : ১১
২৩	২৪ মার্চ	সোমবার	০৪ : ৪৩	০৬ : ১১
২৪	২৫ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪ : ৪২	০৬ : ১২
২৫	২৬ মার্চ	বুধবার	০৪ : ৪১	০৬ : ১২
২৬	২৭ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪ : ৪০	০৬ : ১৩
২৭	২৮ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৩৯	০৬ : ১৩
২৮	২৯ মার্চ	শনিবার	০৪ : ৩৭	০৬ : ১৩
২৯	৩০ মার্চ	রবিবার	০৪ : ৩৬	০৬ : ১৪
৩০	৩১ মার্চ	সোমবার	০৪ : ৩৫	০৬ : ১৪

[আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ইসলামিক ফাইন্ডার (ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক সাইন্স, করাচী) ও সলাত টাইম এর সমন্বিত সময় অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত]

সূচীপত্র ১

ঢাকার সাথে অন্যান্য জেলার সাহারীর শেষ ও ইফতারের সময়ের পার্থক্য
ঢাকার পূর্বে (−) ও ঢাকার পরে (+)

ক্র.	জেলা	সাহারীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য	ক্র.	জেলা	সাহারীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
০১	ঢাকা	০০ মি. ০০ সে.	০০ মি. ০০ সে.	৩৩	খুলনা	(+) ০৩ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ০০ সে.
০২	মুন্সীগঞ্জ	(−) ০০ মি. ৪৮ সে.	(−) ০০ মি. ৩০ সে.	৩৪	সাতক্ষীরা	(+) ০৪ মি. ৪৮ সে.	(+) ০৫ মি. ৪৮ সে.
০৩	গাজীপুর	(−) ০০ মি. ০৬ সে.	(−) ০০ মি. ১৮ সে.	৩৫	বাগেরহাট	(+) ০১ মি. ৫৬ সে.	(+) ০৩ মি. ০০ সে.
০৪	মানিকগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	৩৬	যশোর	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৫ মি. ১২ সে.
০৫	নরসিংদী	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	(−) ০১ মি. ২৪ সে.	৩৭	নড়াইল	(+) ০৩ মি. ১২ সে.	(+) ০৩ মি. ৪৮ সে.
০৬	নারায়ণগঞ্জ	(−) ০০ মি. ৩৬ সে.	(−) ০০ মি. ২৪ সে.	৩৮	মাগুরা	(+) ০৩ মি. ৪২ সে.	(+) ০৪ মি. ০০ সে.
০৭	ময়মনসিংহ	(+) ০০ মি. ১২ সে.	(−) ০০ মি. ৪৮ সে.	৩৯	ঝিনাইদহ	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.
০৮	কিশোরগঞ্জ	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	(−) ০২ মি. ০০ সে.	৪০	কুষ্টিয়া	(+) ০৫ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.
০৯	শেরপুর	(+) ০১ মি. ৫৪ সে.	(+) ০০ মি. ৩৬ সে.	৪১	মেহেরপুর	(+) ০৭ মি. ০০ সে.	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.
১০	জামালপুর	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	(+) ০১ মি. ০৬ সে.	৪২	চুয়াডাঙ্গা	(+) ০৬ মি. ০০ সে.	(+) ০৬ মি. ০৬ সে.
১১	নেত্রকোনা	(−) ০১ মি. ০০ সে.	(−) ০২ মি. ০৬ সে.	৪৩	বরিশাল	(−) ০০ মি. ২৪ সে.	(+) ০০ মি. ৪২ সে.
১২	টাঙ্গাইল	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	৪৪	ঝালকাঠি	(+) ০০ মি. ১৮ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.
১৩	ফরিদপুর	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০২ মি. ১২ সে.	৪৫	পিরোজপুর	(+) ০১ মি. ১২ সে.	(+) ০২ মি. ২৪ সে.
১৪	মাদারীপুর	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ১২ সে.	৪৬	পটুয়াখালী	(−) ০০ মি. ২৪ সে.	(+) ০১ মি. ০৬ সে.
১৫	শরীয়তপুর	(+) ০০ মি. ১৮ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	৪৭	বরগুনা	(+) ০০ মি. ১৮ সে.	(+) ০২ মি. ০০ সে.
১৬	গোপালগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৫৪ সে.	(+) ০২ মি. ৪২ সে.	৪৮	ভোলা	(−) ০১ মি. ৩০ সে.	(−) ০০ মি. ২৪ সে.
১৭	রাজবাড়ী	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	৪৯	রাজশাহী	(+) ০৬ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৬ মি. ২৪ সে.
১৮	চট্টগ্রাম	(−) ০৬ মি. ২৪ সে.	(−) ০৪ মি. ৪৮ সে.	৫০	নাটোর	(+) ০৫ মি. ৪৮ সে.	(+) ০৫ মি. ১২ সে.
১৯	রাঙ্গামাটি	(−) ০৭ মি. ৪৮ সে.	(−) ০৬ মি. ৩০ সে.	৫১	নওগাঁ	(+) ০৬ মি. ১২ সে.	(+) ০৫ মি. ১২ সে.
২০	খাগরাছড়ি	(−) ০৭ মি. ০০ সে.	(−) ০৬ মি. ১৮ সে.	৫২	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	(+) ০৮ মি. ৪৮ সে.	(+) ০৮ মি. ০০ সে.
২১	বান্দরবান	(−) ০৮ মি. ০০ সে.	(−) ০৬ মি. ২৪ সে.	৫৩	বগুড়া	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.	(+) ০৩ মি. ২৪ সে.
২২	কক্সবাজার	(−) ০৭ মি. ১২ সে.	(−) ০৪ মি. ৪৮ সে.	৫৪	জয়পুরহাট	(+) ০৫ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.
২৩	নোয়াখালী	(−) ০৩ মি. ১৮ সে.	(−) ০২ মি. ১৮ সে.	৫৫	পাবনা	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.
২৪	ফেনী	(−) ০৪ মি. ৩০ সে.	(−) ০৩ মি. ৪২ সে.	৫৬	সিরাজগঞ্জ	(+) ০২ মি. ৪৮ সে.	(+) ০২ মি. ০৬ সে.
২৫	লক্ষ্মীপুর	(−) ০২ মি. ১২ সে.	(−) ০১ মি. ২৪ সে.	৫৭	দিনাজপুর	(+) ০৭ মি. ৩০ সে.	(+) ০৫ মি. ৪২ সে.
২৬	কুমিল্লা	(−) ০৩ মি. ২৪ সে.	(−) ০৩ মি. ০০ সে.	৫৮	পঞ্চগড়	(+) ০৮ মি. ১৮ সে.	(+) ০৫ মি. ৪২ সে.
২৭	চাঁদপুর	(−) ০১ মি. ৩০ সে.	(−) ০১ মি. ০০ সে.	৫৯	ঠাকুরগাঁও	(+) ০৮ মি. ৩০ সে.	(+) ০৬ মি. ১৮ সে.
২৮	বি. বাড়িয়া	(−) ০২ মি. ৫৪ সে.	(−) ০৩ মি. ০৬ সে.	৬০	রংপুর	(+) ০৫ মি. ২৪ সে.	(+) ০৩ মি. ২৪ সে.
২৯	সিলেট	(−) ০৫ মি. ৩৬ সে.	(−) ০৬ মি. ৪২ সে.	৬১	গাইবান্ধা	(+) ০৩ মি. ৫৪ সে.	(+) ০২ মি. ১৮ সে.
৩০	সুনামগঞ্জ	(−) ০৩ মি. ২৪ সে.	(−) ০৪ মি. ৪২ সে.	৬২	লালমনিরহাট	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.	(+) ০২ মি. ৩০ সে.
৩১	মৌলভীবাজার	(−) ০৫ মি. ১৮ সে.	(−) ০৬ মি. ০০ সে.	৬৩	নীলফামারী	(+) ০৭ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.
৩২	হবিগঞ্জ	(−) ০৩ মি. ৪৮ সে.	(−) ০৪ মি. ২৪ সে.	৬৪	কুড়িগ্রাম	(+) ০৩ মি. ৪২ সে.	(+) ০১ মি. ৪২ সে.

সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত ১১ ফেব্রুয়ারী-২০২৫ ইং তারিখের সময়ের পার্থক্য অনুযায়ী।

সূচীপত্র ১

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

HAS

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

MEMBER
ATAB MEMBER

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

সূচীপত্র

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

IIUSTB

মেধাবৃত্তির সুবিধা

ভর্তি চলছে

Spring Semester 2025

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

৫০% টিউশন ফি ছাড়

ব্যাচেলর'স প্রোগ্রামস

- B.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- B.Sc. in Computer Science and Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)

Electrical Machine Lab

মাস্টার্স প্রোগ্রামস

- M.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- Master of Business Administration (MBA)
  Master of Business Administration (MBA-Regular)
  Master of Business Administration (MBA-Executive)

Library

Computer Lab

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরি
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)
- বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা

Permanent Campus

01329-728375-78 info@iiustb.ac.bd /iiustb

স্থায়ী ক্যাম্পাস: বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত